



বাংলা উচ্চারণসহ
তরজমা-ই কোরআন

কানুন্সুল ইম্মান

কৃত : আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী
[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ও

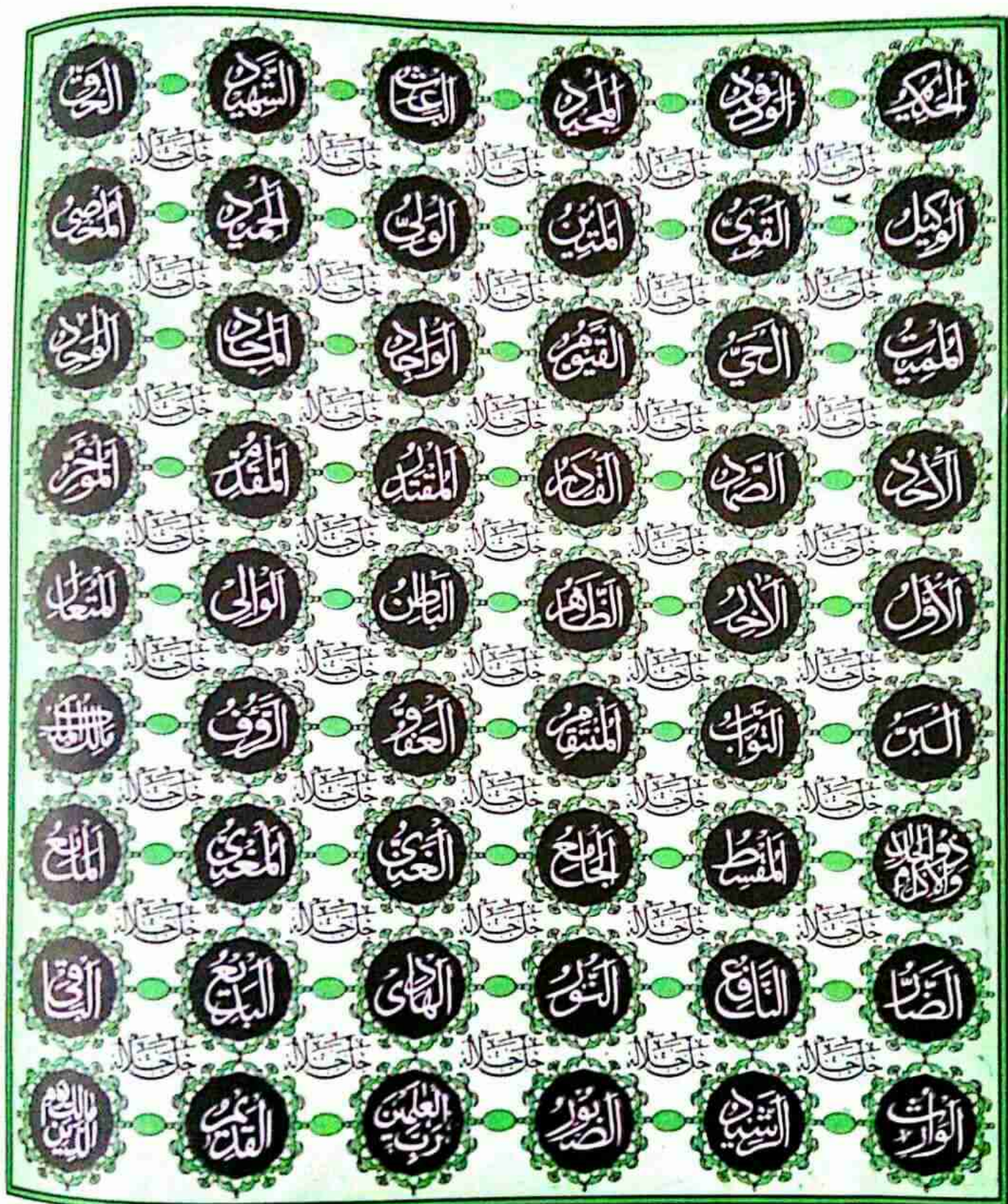
তাফসীর

নুন্সুল ইরফান

কৃত : হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী
[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

বঙ্গানুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُنْزُ الْإِيمَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ
نُورُ الْعُرْفَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

১ম খণ্ড

১ম থেকে ১৫শ পারা

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

বাংলা উচ্চারণসহ
তরজমা-ই কোরআন

কান্‌যুল ইমান

কৃত

আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত
ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী
[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ও

তাফসীর

নূরুল ইব্রাহান

কৃত

হাকীমুল উম্মত আব্দুল্লাহ মুফতী আহমদ ইয়াস খান নঈমী
[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.sahihqeedah.com

প্রকাশনায়

ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম

কান্যুল ঈমান ও নূরুল ইরফান [১ম খণ্ড]

বঙ্গানুবাদক ♦ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম)

সহযোগিতায় ♦ নিরীক্ষণ ও প্রমাণ রিডিং
মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী
সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহসান
মাওলানা মুহাম্মদ জাভেদ ইকবাল
♦ আয়াতসমূহের নিরীক্ষণ
হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ ফোরকান উদ্দীন

প্রকাশকাল ♦ ২৭ রজব ১৪২৫ হিজরী
২৯ ভাদ্র ১৪১১ বাংলা
১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ♦ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী

কম্পিউটার কম্পোজ ♦ মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
জেড এণ্ড জেড কম্পিউটার, চট্টগ্রাম

মুদ্রণ ♦ নিও কনসেপ্ট (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম

বাইন্ডিং ♦ ছালাম বুক বাইন্ডিং, আন্দরকিছা, চট্টগ্রাম

যোগাযোগের ঠিকানা ♦ পরিচালক
ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী
সবুজ ভবন, কুলগাঁও, ডাকঘর : জালালাবাদ (৪২১৪)
বায়োজিদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১১-২২৪৪০৩

হাদিয়া ♦ ৪৫০/= টাকা মাত্র
US\$ 10/= Only

স্বত্ব ♦ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (বঙ্গানুবাদক)

KANZUL IMAN O NURUL IRFAN [PART-1]

By A'la Hazrat, Mujaddid-e-Din O Millat Imam Muhammad Ahmad Reza Khan Breillawi (Rahmatullahi Alaihi) & Hakeemul Ummat Allama Mufti Ahmad Yar Khan Naeimi (Rahmatullahi Alaihi),

Translated into Bengali by Moulana Muhammad Abdul Mannan, (Chittagong)
and Published by Imam Ahmad Reza Research Academy, Chittagong.

Office : **SABUJ BHABAN**
Kulgaon, P.O. Jalalabad (4214), Bayezid, Chittagong, Bangladesh. Mobile : 011-224403

Hadiya : Taka 450/= Only. US\$ 10/= Only.

ISBN 984-32-1685-7

আমরা যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

আলহাজ্ব আবদুল আযীয, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব রফিক বরকাতী, দুবাই, ইউ.এ.ই
 জনাব মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ইউ.কে
 আলহাজ্ব রফিকুল আনোয়ার (এম.পি), চট্টগ্রাম
 শিল্পপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম, চট্টগ্রাম
 আলহাজ্ব ফখরুল আনোয়ার, চট্টগ্রাম
 মুহাম্মদ শো'আব রেযভী, করাচী, পাকিস্তান
 জনাব মুহাম্মদ বাহাদুর, আমেরিকা
 জনাব মকবুল হোসেন, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, রাস-আল-খাইমাহ, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব নূরুল আযীয চৌধুরী, ফুজাইরাহ, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব মফজল আহমদ, ফুজাইরাহ, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব নূরুল আবহার চৌধুরী, দুবাই, ইউ.এ.ই
 হযরত মাওলানা মঈন উদ্দীন আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর পক্ষে
 আলহাজ্ব নিজাম উদ্দীন আহমদ, দুবাই, ইউ.এ.ই
 ওয়াহিদীনা আশরাফী পরিবার, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব বদিউল আলম, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব আবু সিদ্দীক, দুবাই, ইউ.এ.ই
 ইঞ্জিনিয়ার আবু নাসের, দুবাই, ইউ.এ.ই
 শিল্পপতি আলহাজ্ব সুফী মিজানুর রহমান, চট্টগ্রাম
 মরহুম হাজী আবদুল কাদের ও মরহুম হাজী আবদুর রাজ্জাক এর
 পক্ষে আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম
 আলহাজ্ব আবু বকর চৌধুরী, বায়েজিদ ষ্টীল, চট্টগ্রাম
 আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (হারুন), মৌলভী বাজার
 আলহাজ্ব মুহাম্মদ রাশেদুল করীম, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
 জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, শারজাহ, ইউ.এ.ই.
 আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ ফারুকী, চট্টগ্রাম
 আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব হাফেজ মীর মুহাম্মদ এয়াকুব, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল কবীর চৌধুরী, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব আখতার উদ্দীন আহমদ, চট্টগ্রাম
 মরহুম আলহাজ্ব খাইরুল বশর-এর পক্ষে
 আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, চট্টগ্রাম
 মরহুম মনির আহমদ-এর পক্ষে
 জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব আবদুল হামীদ, দুবাই, ইউ.এ.ই
 মরহুম আলহাজ্ব কোন্সাদ মিয়া মাষ্টার-এর পক্ষে
 আলহাজ্ব মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান, আবুধাবী, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফি, আল-আইন, ইউ.এ.ই
 জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, আল-আইন, ইউ.এ.ই
 জনাব মুহাম্মদ রফিক, আল-আইন, ইউ.এ.ই
 আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউনুস, দোহা, কাতার
 বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা, দুবাই, ইউ.এ.ই
 আঞ্জুমানে বোদ্ধামুল মুসলেমীন, ইউ.এ.ই

TO WHOM WE ARE GRATEFUL

Alhaj Abdul Aziz, Dubai, UAE
 Alhaj Rafiq Barakaty, Dubai, UAE
 Mr. Muhammad Aatur Rahman, U.K
 Alhaj Rafiqul Anwar (MP), Chittagong
 Alhaj Mohammad Abul Kalam (Industrialist), Chittagong
 Alhaj Fakhruul Anwar, Chittagong
 Mr. Muhammad Shoaib Rezvi, Karachi, Pakistan
 Mr. Mohammad Bahadur, USA
 Mr. Makbul Hossain, Dubai, UAE
 Alhaj Nazrul Islam, Ras Al-Khaimah, UAE
 Alhaj Nurul Aziz Chowdhury, Fajairah, UAE
 Alhaj Mafzal Ahmed, Fajairah, UAE
 Alhaj Nurul Absar Chowdhury, Dubai, UAE
 On behalf of Hazrat Moulana Moin Uddin Ahmed
 (Rahimahullah) Alhaj Nizam Uddin Ahmed, Dubai, UAE
 Wahedina Ashrafi Family, Dubai, UAE
 Alhaj Badiul Alam, Dubai, UAE
 Alhaj Abu Siddique, Dubai, UAE
 Engineer Abu Nasser, Dubai, UAE
 Alhaj Sufi Mizanur Rahman (Industrialist), Chittagong
 On behalf of Haji Abdul Qader (Late) & Haji Abdur
 Razzaq (Late) Alhaj Noor Mohammad, Khatungonj, Ctg.
 Alhaj Abu Bakar Chowdhury, Bayazid Steel, Chittagong
 Alhaj Mohammad Sirajul Islam Chy. (Harun), Moulavi Bazar
 Alhaj Muhammad Rashedul Karim, Khatungonj, Ctg.
 Mr. Mohammad Mahbubul Alam, Sharjah, UAE
 Alhaj Moulana Sayed Hossain Ahmed Farooqi, Ctg.
 Alhaj Moulana Mohammad Loqman Hakim, Dubai, UAE
 Alhaj Hafez Mir Mohammad Yakub, Dubai, UAE
 Alhaj Moulana Fazlul Kabir Chowdhury, Dubai, UAE
 Alhaj Akhtar Uddin Ahmed, Chittagong
 On behalf of Alhaj Khairul Bashar (Late)
 Alhaj Moulana Muhammad Abdullah, Chittagong
 On behalf of Monir Ahmad (Late)
 Mr. Mohammad Kamal Uddin, Dubai, UAE
 Alhaj Abdul Hamid, Dubai, UAE
 On behalf of Alhaj Qubbad Meah Master (Late)
 Alhaj Muhammad Obaidur Rahman, Abu Dhabi, UAE
 Alhaj Mohammad Shafi, Al-Ain, UAE
 Mr. Mohammad Yousuf, Al-Ain, UAE
 Mr. Mohammad Rafiq, Al-Ain, UAE
 Alhaj Mohammad Yunus, Doha, Qatar
 Bangladeshi Muslim Welfare Association, Dubai, UAE
 Anjuman-e-Khoddamul Muslimeen, UAE

भाषाजी-इ ममान, एकाचल एलामा हगरहुल हाऊ आहामा अयाक
मुहायल मुनलेह उकीम नारहन (मुकायिदुल आली)'र

ଆଭିମତ

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নব্বী রাহমা'তুল্লাহি আলায়হি কৃত 'তাক্কীলী ন'নুকুল ইরফান'-এর, হযরতুল আওয়ামা আলহাজ্জ জনাব মুহাম্মদ আবদুল মাম্মান দামাত লরকা'তুহমুল আলীয়া কৃত বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত শুদ্ধদুর্পূর্ণ ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সমন্বয়লক্ষণী পদক্ষেপ। এর ক্রিয়ানশ দেখার, আন্তর্জাতিক আশা'র রহমতে, আমার সৌভাগ্য হয়েছে। এতে সুন্নী জনসাধারণের জন্য পবিত্র ছোঁরা'নাম বিতর্কভাবে পড়ার ও বুঝার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান হতে আহলে সুন্নাত ওয়া'ল জমা'আতের অনুসারীদের, তাদের আত্মীদার ও বিশ্বাস অনুযায়ী, পবিত্র ছোঁরা'নামের একটি বিতর্ক তফসীলের প্রাপের দাবী পূরণ হলো। এ 'তাক্কীলী'র ধর্মীয় ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানীদের ঈমান ও আত্মীদার প্রয়োজনীয় খোরাক রয়েছে। আশা করি, এটা যারা পাঠ করবে তাঁরা ভালোমন্দ, হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন। এটা সুন্নী সমাজের জন্য আজীবন, মাওলানার বড় উপহার ও অবদান হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা, তিনি বঙ্গানুবাদের এ মুবারক শ্রমকে কুদ্রুপ করে ইহকাল ও পরকালে তাকে উত্তম বদলা দান করুন এবং ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তাঁর শ্রমের মূল্যায়ন হোক, জনগণের ইমান ও আত্মদা মজবুত হোক। তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করে দীন ও ইমানের ব্যাপক বেদমতের তাওফীক দান করুন।

আমীন সুখা আমীন। বিহ্বলমতে ব্রাহ্মাভুক্তিল্ আলামীন।

Mr. M. Alden

(আজহাদুল্লাহ) মাওলানা মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন)

अक्षर

ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

উপমহাসাগরের শীর্ষস্থানীয় প্রসিদ্ধ ধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া অলিয়া, চট্টগ্রাম-এর সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ, গুজামুল ওলামা হযরতুল আলামা মুহাম্মদ সগীর ওসমানী সাহেব (মুন্সিফিগুহুল আলী)'র

ଅଭିମତ

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রাক্তন কৃতিছাত্র, বিশিষ্ট আলিম-ই
দ্বীন, লেখক ও গবেষক আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
সাহেব ‘কানযুল উম্মান ও নুজুল ইরফান’-এর বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশনার
উদ্যোগ নিয়েছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। অতি সহজে ও
সংক্ষেপে, পবিত্র কোরআনের বিতর্ক অনুবাদ ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) জানার
জন্য আপা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী ও হাকীমুল
উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমীকৃত যথাক্রমে তরজমা ও
‘তাফসীর-ই কোরআন ‘কানযুল উম্মান ও নুজুল ইরফান’ অনন্য গ্রন্থ।

উর্দু ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থের সরল বাংলায় অনুবাদ এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় অংকনসহ তা প্রকাশনার জন্য আমি বঙ্গানুবাদক মাওলানা আবদুল মান্নানকে জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা আর্থিক দ্বারকবদ। আমি এ অনুবাদগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি।



(**ନୃଦାୟନ ଜଗୀନ୍ଦ୍ର ଦେବନାଥ**)

আহমেদ শূরাও বেগম জমা'আহেব হোসেন, ইসলামিক স্টাডিজ, কালেক্টর.
এর পাঠের ভিত্তিতে বেসাহুল খানাম হকবুল আতুয়া আদাম আলহাজ্ব হাফেজ
শাহী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল (মুহাম্মদুল আলী)।

અભિનવ

তরজমা ও তাফসীর 'কানদুস ঈমান ও কানাইনুল ইরফান'-এর অনুবাদক অক্ষি-
ই মুহাক্কিক আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালুম চট্টোপাধ্যায়
আরেকথানা তরজমা ও তাফসীর গজি 'কানদুস ঈমান ও নুজুল ইরফান'-এর
বঙ্গানুবাদ উপহার দিচ্ছেন।

হযরত ইমাম-ই আহলে সুন্নাত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রোহা বান বেহলতীর জিহাদে
পবিত্র কোব্রানের অনুবাদ "কানযুল ইম্মান"-এর সাফে সাফলত পূর্ব
পৃথক তাফসীর লিখেছেন- উপমহাদেশের দু'জন প্রখ্যাত মুফাসসির ই কোব্রান
সদ্বৃদ্ধ আফঘিল আশ্লামা সইয়্যেদ মুহাম্মদ মঈম উলীন নুরানবাসী ও হকীমুল
উখত আশ্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার বান বদায়ুনী (রাহিমাহুল্লাহু)। এ দু'টি উর্দু
তাফসীরেরই অনুবাদক হলেন আমার প্রেহতাজন ছাত্র মোস্তফা মুহাম্মদ আবদুল
মামুন।

বাংলাভাষী, পবিত্র কোরআনের জ্ঞান পিপাসু, নবী খ্রিস্ট সুলী মুসলমান এতেদিন তীব্র অভাব অনুভব করছিলেন সুলী মতানির্ভরতার তামসী হাফেজ। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব তাঁদের ওই অভাব পূরণ করছেন এক একে দু'খানা তরজমা সহ তামসীরের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে। এই ই তর বহু কৃতিত্ব।

আমি তাফসীর-ই নূরুল 'ইদফান'-এর বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশ করি, তিনি ভবিষ্যতে হাদীস গ্রন্থেরও বিতর্ক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে সক্ষম হবেন। আমীন।

[Handwritten signature]

(অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল হালীল)

১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০

পেশাওয়া-ই মিল্লাত মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরতুল আলামা অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মদ আবদুল করীম সিরাজনগরী (দামাত বরকাতুল্লাহ আরাঁহা)'র

ଅଭିମତ

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেহা খান বেগেলভী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'র 'কানুনুল ইমান' ইসলামী বিধি এর অর্থ বিবরণ
তরজমা-ই কোরআন হিসেবে বীকৃত। এর উপর পর্বে ও পরবর্তীক হিসেবে তাঁর
মুযোগী খলীফা সদ্গুণ আফগিনি সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুহাম্মদসহী ও তাঁর মুযোগী
সাপরিদ ও খলীফা হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইক্বাল খান নঈমী নব্বাত্তে
'খায়দিনিুল ইরফান' ও 'দুর্গল ইরফান' নামে দ্বিতী তফসীর লিখিতেন।

মৌলিক বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট কাঠামো এ দুটি অক্ষের মত দুটিমাত্র বিশেষ অক্ষের
সমানুত। উল্লেখ্য, এ তরঙ্গের ও অক্ষের দুটি উর্ধ্ব অক্ষ নির্দিষ্ট। সূচক উর্ধ্ব
অক্ষ ও উর্ধ্ব অক্ষের দুটিমাত্র ও দুটিমাত্র উল্লেখ্য অক্ষ অক্ষ।

বিশত ১৯৩৫ ইংরেজিতে 'বঙ্গবন্ধু' ইতিহাস ও আন্দোলন ইত্যাদি - এই বঙ্গবন্ধু ও
বঙ্গবন্ধুর আশ্রয় এই এই বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু 'বঙ্গবন্ধু' ইতিহাস ও আন্দোলন
ইতিহাস - এই বঙ্গবন্ধু ও আন্দোলন বঙ্গবন্ধু ইতিহাস বঙ্গবন্ধু ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু ও
বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ইতিহাস ইতিহাস বঙ্গবন্ধু ইতিহাস বঙ্গবন্ধু ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু ইতিহাস
বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু ইতিহাস ইতিহাস বঙ্গবন্ধু ইতিহাস বঙ্গবন্ধু ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু ইতিহাস

अथि चंद्र विषय ५ ६ आरुद्र राशि आरुद्र राशि चंद्र

অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মদ আবদুল করীম সিরাজ-নগরী

‘আজুমানে আশেকানে মোতফা, বাংলাদেশ-’এর প্রতিষ্ঠাতা গীরে তরীকৃত
হযরতুল আত্লামা শাহ সুফী আলহাজ্জ কাজী মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
হাশেমী সাহেব (মাকাবিলুল্লাহ আলী)’র

অভিমত

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ’লা হযরত, শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেবা খান বেরলভী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত যথাক্রমে, বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই কোরআন
‘কানুন্ ইমান’ ও তাফসীর ‘নুকুল ইরফান’ পূর্ণাঙ্গভাবে আমার স্নেহভাজন
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক সরল বাংলায় অনূদিত হয়ে
প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। ইনশাআল্লাহ! এ প্রকাশনা
পবিত্র কোরআন মজীদে সঠিক অনুবাদ ও তাফসীরের জ্ঞান-পিপাসুদের
নির্বিন্দে লালিত চাহিদা পূরণ করবে।

সর্বোপরি, এ মহান উদ্যোগ ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা ‘সুন্না
মতাদর্শ’ প্রকাশনা জগতে আরেকটা অন্যতম বৃহত্তম সংযোজন।

আমি বঙ্গবান্দক ও এর প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের, আত্মার দরবারে
গ্রন্থযোগ্যতা ও এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বহল প্রচার কামনা করি। আমীন!

(কাজী মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম হাশেমী)

প্রবীন আলমে বীন, গীরে তরীকৃত, পেশোয়ারে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্জ
আত্লামা মুফতী মুহাম্মদ ইদ্রিস রেজভী (মাকাবিলুল্লাহ আলী)’র

অভিমত

দীর্ঘকাল যাবৎ সুন্না মতাদর্শ ভিত্তিক তরজমা ও তাফসীর-ই কোরআন বাংলা
ভাষায় অনুপস্থিত ছিল। বিগত ১৯৯৫ ইংরেজীতে আমার স্নেহভাজন মাওলানা
মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (সাবেক উপাধ্যক্ষ, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ও
সাবেক মুহাজির, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম) আ’লা হযরত ইমাম
আহমদ রেবা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত বিত্ত উর্দু তরজমা
‘কানুন্ ইমান’ ও সন্দুল আফাফিল সাইয়েদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত তাফসীর ‘বায়ইনুল ইরফান’
অনুবাদ ও প্রকাশ করে ওই এক বিরাট শূন্যতা পূরণ করেন। এর পর সহজ-
সরলভাবে পবিত্র কোরআন বুঝা ও আধুনিক বিশ্বের নানা সমস্যার, পবিত্র
কোরআনের আলোকে সমাধানের জন্য যেই সংক্ষিপ্ত তাফসীরটি বেশি মান্য
লাভ করেছে তা হচ্ছে ‘কানুন্ ইমান’-এর সাথে সংযোজিত ‘তাকসীর-ই নুকুল
ইরফান’, যার মূল লেখক হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। উর্দু ভাষায় এ সংক্ষিপ্ত তাফসীর বাংলায় অনূদিত
হওয়াও দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল। স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
এ কাজটাও সুসম্পন্ন করে বাংলাভাষী সুন্না মুসলমান ও কোরআনের জ্ঞান-
পিপাসুদেরকে বিশেষভাবে উপকৃত করলেন।

আমি এ গ্রন্থের বহল প্রচার এবং বঙ্গবান্দক ও তত্বাকালীদের দীর্ঘায়ু ও উত্তর
জগতে সাক্ষ্য কামনা করছি। আমীন!

(মুফতী মুহাম্মদ ইদ্রিস রেজভী)

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম-এর শায়খুল হাদীস, শেরে মিল্লাত,
শাহবায়ে খেতাবত, ফকীহে যমান, হযরতুল আত্লামা আলহাজ্জ মুফতী
মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব (মাকাবিলুল্লাহ আলী)’র

অভিমত

একথা অনস্বীকার্য ব্যতীত যে, পবিত্র কিতাব ‘কোরআন মজীদ’ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতটুকু লেখ
হয়েছে, ততটুকু অন্য কোন কিতাব অথবা বিশ্বব্যপ্ত উপর লেখা হয় নি। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়
এ মহান কিতাবের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে, উর্দু ভাষায়
অপরিমিত রয়েছে। অনেকগুলো কাজের পাঠ্য ও বাস্তব। কিন্তু আ’লা হযরত, ইমাম মুহাম্মদ
আহমদ রেবা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর তরজমা-ই কোরআন ‘কানুন্ ইমান’
নিরলোকে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের ধারক ও কোরআন শাবের উৎকৃষ্টতম অনুবাদ হিসেবেই বিখ্যাত।

এই সাথে এর পূর্ণ ও পুনরীক হিসেবে উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ মুফতসির কোরআন,
এলমাতুল শিরমনি হযরত আত্লামা সাইদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি
আলাইহি)-এর তাফসীর ‘বায়ইনুল ইরফান’ সংযোজিত হয়ে সোনার সোহাগ। এটি এমন এক
তাকসীর, যা সুন্না-বিশ্বকে অন্য কোন তাকসীরের প্রতি মুহাম্মদী রাখে না। এ তাফসীরে রয়েছে
অপরিমিত বৈশিষ্ট্য। কারণ ও সুস্পষ্ট। এ কানুন্ ইমানের সাথে আরেকটা সংক্ষিপ্ত তাফসীর
সংযোজন করেছেন উপমহাদেশে আ’লা হযরতের পর সবচেয়ে বেশি উপকর্তা গ্রন্থ পুস্তকের
জনপ্রিয় লেখক হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী। এ তাফসীর হচ্ছে ‘নুকুল
ইরফান’।

মোটকথা, গ্রন্থের আবশ্যকীয় তগাবতীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর দুটি উর্দু ভাষায়
লিখিত। এ দুটি গ্রন্থই বাংলায় অনূদিত হওয়া দীর্ঘ দিনের চাহিদা ছিল। আমার স্নেহভাজন
অপিসে নঈম, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাজির ও চট্টগ্রাম গহিরা আলীয়া
মাদ্রাসার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (র্তার জ্ঞান আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হোক) নির্বাহিত হয়ে, যিনি জ্ঞান স্ফূর্তি বিকশ, কয়েক বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ‘কানুন্
ইমান’ ও ‘বায়ইনুল ইরফান’-এর বঙ্গানুবাদ করে যুগের এক অত্যাশ্চর্য গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ
করেছিলেন, যা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দন ও যথার্থভাবে মূল্যায়নের উপযোগী পদক্ষেপ ছিল। এর
কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি ‘তাকসীর-ই নুকুল ইরফান’-এরও বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করে তা
প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। আত্মার মহান সন্তোষের সোআ বইলো- যিনি অনুবাসনকে লিখার
মর্যাদা দিয়ে অধিক কাজ করার তাওফিক দান করুন এবং তাঁর এ অমূল্য তীর্থভ্রমণকে সর্বজন
গ্রন্থযোগ্যতা দান করুন। আমীন! বিজ্ঞ-বিদ্যে সর্বাঙ্গীন মুরাদাবাদী সাহিত্যিক আ’লা হযরত
আ’লা আ-লিহি ওয়া সাল্হিহী আজনাঈন।

(মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী কাদেবী)

শায়খুল হাদীস ওয়ায়ুল ওলামা হযরতুল আত্লামা
আলহাজ্জ নূরুদ্দীন হোসাইন (মাকাবিলুল্লাহ আলী)’র

অভিমত

حَامِدًا وَنُصَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ!

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজান্নিদ ইমামে আহলে সুন্নাত আ’লা হযরত শাহ
মুহাম্মদ আহমদ রেবা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত জগদবিখ্যাত
বিত্ত তরজমা-ই কোরআন ‘কানুন্ ইমান’-এর সাথে ‘হাকীমুল উম্মত মুফতী
আহমদ ইয়ারখান নঈমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত প্রসিদ্ধ তাফসীর ‘নুকুল
ইরফান’-এর বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সহজে
পবিত্র কোরআনের বিত্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য এ গ্রন্থ যেভাবে
উর্দুভাষীদেরকে সহায়তা করেছে তেমনিভাবে সেটা এখন বাংলাভাষীদেরকেও
সুবর্ণ সুযোগ করে দেবে।

‘কানুন্ ইমান’ ও ‘নুকুল ইরফান’-এর অনুবাদ ও প্রকাশনার এ গুরুত্বপূর্ণ
উদ্যোগের জন্য আমি চট্টগ্রাম সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাজির
ও চট্টগ্রাম গহিরা এক. কে. জামেউল উলূম (কামিল) মাদ্রাসার সাবেক
উপাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকে জানাচ্ছি অন্তরিক
ধন্যবাদ ও দো’আ। তিনি ইতোপূর্বে ‘কানুন্ ইমান’ ও ‘বায়ইনুল ইরফান’
(তরজমা ও তাফসীর-ই কোরআন)-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশনার সফল উদ্যোগ
গ্রন্থ করে মুসলিম উম্মাহকে কৃতার্থ করেছেন। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও তাঁর সব
প্রকাশিত বই-পুস্তকের বহল প্রচার কামনা করছি।

نور الدین حسین ہوسین
(নূরুদ্দীন হোসাইন)

চট্টগ্রাম গহিরা এফ. কে. জামেউল উলুম (কামিল) মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস,
 স্বনামধন্য আলিম-ই দীন, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্জ
 মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী সাহেবের

অভিমত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَلِيَّتِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সুন্নী জগতে ক্ষুরধার লেখক, চট্টগ্রাম সোবহানিয়া আলীয়া (কামিল) মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস, চট্টগ্রাম গহিরা এফ. কে. জামেউল উলুম (কামিল) মাদ্রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য, মাসিক তরজুমানের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সংগঠক আজকের দিনে একজন সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হযরতুল আশ্লাম আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান আলক্বাদেরী। তিনি হিজরী তেরোশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আল্লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেবা খান বেরলজী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত বিতর্কতম তরজমা-ই কোরআন 'কানুযুল ইমান' ও প্রসিদ্ধ তাফসীরকার সন্মুখল আফাযিল সাইয়্যেদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত তাফসীর-ই 'খাযাইনুল ইরফান'-এর সফল অনুবাদ করে বিশ্বের বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে তাঁর এক অনন্য অবদান উপহার দিয়েছেন, যা আজ দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের পাঠকদের নিকট একান্তভাবে সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি, তিনি 'কানুযুল ইমান'-এর সাথে যুক্ত, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত তাফসীর-ই 'নুজুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এটা সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমান ও পবিত্র কোরআনের সঠিক জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আরেক অনন্য সু-সংবাদ।

আমার জানামতে, সুদূর বঙ্গানুবাদক অনুবাদ কর্ম ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করার পর আরো বহুপ্রাধিকাল অব্যাহতভাবে সেটার নিরীক্ষণ ইত্যাদির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ নিরীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি অধম ও সাধ্যানুসারে সহযোগিতা করেছি। ফলে গোটা তাফসীর গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার ধারণা সুস্পষ্ট যে, অনুবাদ মূল উর্দু সাথে সুসমঞ্জস করার আশ্রয় প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অতি বিতর্ক ও প্রাজ্ঞ ভাষায় অনুদিত এ গ্রন্থ সাধারণ পাঠক, এমনকি ওলামা-ই কোরাম, বুদ্ধিজীবী ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও ইসলামী আকীদা অনুধাবনে একান্ত সহায়ক। তদুপরি, এতে রয়েছে ইসলামী আকীদা ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে বহু ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির নিরসন এবং বহু জটিল-কঠিন সমস্যার সপ্রমাণ সমাধান। এতে 'কানুযুল ইমান'-এর বঙ্গানুবাদকেও অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাকী রইলো- কোরআন শরীফের মূল আরবীর সাথে এর বাংলা উচ্চারণের বিষয়। অনেকে কোরআনের আরবী বচনগুলো মোটেই কিংবা উত্তমরূপে পড়তে না পারার অজুহাতে কোরআন তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ-তাফসীর (ব্যাখ্যা) পাঠ-পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন অথবা আরবীর অন্ততঃ কাছাকাছি হলেও বাংলায় উচ্চারণের আশা কিংবা দাবী করে থাকেন, যাতে বিতর্কভাবে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা ও এর অনুবাদ-ব্যাখ্যা বুঝার জন্য তাঁরা উৎসাহিত বোধ করেন। সুতরাং এ সংযোজনের জন্য শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্তও প্রয়োজন। তাই, আমি নিম্নে এ বিষয়ের উপর একটু আলোকপাত করতে চাই-

যদি প্রশ্ন করা হয়- আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোরআন শরীফ লিখন সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা কি? অনারবদের মধ্যে যারা আরবী পড়তে জানে না, কিংবা কিছু কিছু পড়তে জানলেও ভালোমতে উচ্চারণে সক্ষম নয়, তাদেরকে কোরআন পড়তে উৎসাহিত করার জন্য আরবী অক্ষরের পাশে বা নিম্নে অন্য ভাষায় উচ্চারণের ব্যবস্থা করা জায়েয হবে কি-না?

এর উত্তর হচ্ছে- পবিত্র কোরআনের আরবী ইবারত বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাষায় কোরআনের 'মাসূহাফ' লিপিবদ্ধ করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। উম্মতের ওলামা-ই কোরামের এতে 'একমতা' (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কারণ, আরবীর প্রতিবর্ণ অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না, তাই এককভাবে অনারবীয় ভাষার প্রতিবর্ণায়ন করলে তো অনেকাংশে কোরআন বিকৃতিরই সামিল হবে। তাই, এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

বাকী রইলো- আরবী অক্ষরে কোরআন মজীদ লিখে তার পাশে বা নিচে অন্য ভাষায়, আরবী অক্ষরজ্ঞানহীন ও স্বল্পজ্ঞানী লোকদেরকে কোরআন শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মানসে শর্তসাপেক্ষে, নির্দিষ্ট বানানরীতি নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করার বিষয়। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমদের একটি দল বৈধতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমন- আশ্লাম জালাল উদ্দীন সুহুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তা 'জায়েয হবার অবকাশ আছে' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 'অনারবীয় ভাষায় কোরআন লিখা'র অর্থ হচ্ছে- হয় তো আরবী না লিখে অন্য ভাষায় উচ্চারণ লিখে দেওয়া, অথবা আরবী বর্ণে কোরআন শরীফ লিখে এর পাশে বা নিচে অন্য ভাষায় তা উচ্চারণ করে লিখে দেওয়া। প্রথমোক্ত অবস্থায় কোরআনের কপি লিপিবদ্ধ করার অবৈধতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শেষোক্ত অবস্থায়?

একথা অনস্বীকার্য যে, অনারবীয়দের মধ্যে, যাদের আরবী অক্ষরজ্ঞান নেই, কিংবা বিতর্ক পঠন-রীতি যাদের রঙ নেই, তাদের সামনে যদি সুন্দর সুস্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ কোরআনের আরবী কপিও রেখে দেওয়া হয়, তবু তো তারা ভালো স্বারীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ ও পাঠ অনুশীলন ব্যতীত বিতর্কভাবে পড়তে পারবে না। আবার অনেককে দেখা যায়, তারা এ দুর্বলতার কারণে পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত কিংবা অনুবাদ-ব্যাখ্যা (তরজমা ও তাফসীর) পাঠ-পর্যালোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। এমতাবস্থায়, সরাসরি ওস্তাদের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেয়াই উত্তম। তা সম্ভব না হলে অন্ততঃ আরবীর পাশে বা নিচে নির্দিষ্ট বানান রীতি সহকারে উচ্চারণ লিখে পবিত্র কোরআনের পাঠ-পর্যালোচনার দিকে উৎসাহিত করা দুহণীয় হবার কথা নয়। কারণ, তখন তা'তো কোরআন বিকৃতি নয়, বরং কোরআনের প্রতি হিকমতপূর্ণ আহ্বান-ই হবে, যা একান্ত প্রয়োজনও বটে।

এ প্রসঙ্গে আশ্লাম জালাল উদ্দীন সুহুদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'আল-ইত্বান ফী- উলুমিল কোরআন' কিতাবে এরই প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন- وَبَيِّنُ الْخُضُوعَ অর্থাৎ জায়েয বা বৈধ হবার সম্ভাবনা আছে। ইবারতটা নিম্নরূপ :

لَا الزَّرْكَشِي وَهْلَ تَجُوزُ كِتَابُهُ بِقَلَمٍ غَيْرِ عَرَبِيٍّ هَذَا

مسالم ار فيه كلاما لاحد من العلماء قال ويحتمل الجواز لانه قد يحسنه من يقرأ بالعربية والاقرب المنع كما تحرم قرأته بغير لسان العرب ...

"ইদারাহ-ই ইসলামিয়াত, লাহোর কর্তৃক মুদ্রিত উক্ত কিতাবের উর্দু অনুবাদ করেছেন- মাওলানা মুহাম্মদ হালীম আনসারী। সুতরাং তাঁর ওই অনুবাদটুকুর বঙ্গানুবাদ এভাবে করা যায়- যারকাসী বলেছেন যে, তিনি এ সম্পর্কে কোন অলিমের কোন (নেতিবাচক মন্তব্য) দেখতে পান নি; বরং তিনি বলেছেন যে, এ বিষয়টি জায়েয বা বৈধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফকে আরবী ভাষায় ও অক্ষরে পড়তে পারে সে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায়ও ভালোভাবে পড়তে পারবে। অন্যথায় সেটার লিখন তেমনিভাবে নিষিদ্ধ হবার কাছাকাছি হবে, যেমন আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কোরআন পড়া হারাম হয়।....."

(২য় খণ্ড : ৪৯৮ পৃষ্ঠা)

এখানে নিষিদ্ধ হবার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন আরবী পড়তে জানেন এমন লোকের জন্য অনারবীয় ভাষায় কোরআন লেখার কথা বিবেচনা করেই। কারণ, যে আরবী পড়তে জানে তার জন্য, সে অনারব হলও, কোরআন শরীফকে অন্য কোন অনারবীয় ভাষায় লেখা যাবে না। তার জন্য ওই অনারবীয় ভাষায় উচ্চারণ পড়াও ঠিক হবে না। কিন্তু আরবী জানে না, এমন লোককে আরবী পড়তে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য কিংবা আরবী পড়া শেখানোর জন্য আরবী অক্ষরের পাশে বা নিচে অনারবীয়, যেমন বাংলা ভাষায় উচ্চারণ লিখা হলে তা অনারবীয় ভাষায় কোরআন লেখা নয়; বরং তা আরবীতে যা লিখা আছে তা পড়ার তা'লীম দেওয়া মাত্র। তা হবে তেমনি যেমন আরবী ইবারত নামনে রেখে তা পড়ার জন্য ওস্তাদের সাহায্য নেওয়া হয় বা উচ্চারণের জন্য কোন 'কুরী' সাহেবের শরণাপন্ন হয়। যেমন- **ابراهيم** (ইব্রাহীম) ও **رحيم** (রাহীম)। এখানে **هَاء** (হা) ও **حَاء** (হা) বাংলা লিখতে এক ধরনের হবে। 'হা'-এর পাশে আরবী অক্ষরটি দেখতেই বুঝতে পারবেন উচ্চারণ কিরূপ হবে।"

তাই এখানে উচ্চারণ লিখকের উচিত হবে বানান-রীতি সুস্পষ্টভাবে আগে ভাগে লিখে দেওয়া আর পাঠকেরও উচিত হবে উচ্চারণ পদ্ধতি কোন ভালো দ্বারীর নিকট শিখে নেওয়া। তখন কারো পক্ষে এটাকে কোরআন-বিকৃতি (তাহরীফ) বলার যেমন সুযোগ থাকবে না, তেমনি আরবী ও পবিত্র কোরআনের স্বল্প জ্ঞানী লোকেরাও পবিত্র কোরআন পড়তে সচেষ্ট হয়ে উঠবেন। **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** অর্থাৎ সমুদয় আমল (কর্ম) নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। (আল-হাদীস)

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরন ও সাইজের বাংলা কোরআন শরীফ পাওয়া যায়। যেমন- ১. আরবীর পাশে বা নিচে অনুবাদসহ, ২. আরবীর পাশে বা নিচে বাংলা উচ্চারণসহ, ৩. আরবীর পাশে বা নিচে প্রথমে বাংলা উচ্চারণ, তারপর বঙ্গানুবাদ সহকারে, ৪. শুধু বাংলা ভাষায় অনূদিত; সেখানে না আছে আরবী বচনগুলো, না আছে উচ্চারণ। এগুলোর মধ্যে কোনটিই 'তাহরীফ'-এর পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে স্বল্প জ্ঞানীদের তা'লীমের জন্য এবং তাদের কোরআন পড়তে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ভালো নিয়্যতের জন্য তাঁরা সাওয়াব অবশ্যই পাবেন। কিন্তু যদি আরবী না লিখে শুধু উচ্চারণ দিয়ে কোরআন ছাপানো হয় তবে তা অনুবাদ সম্বলিত হলেও 'তাহরীফ' পর্যায়ে গণ্য হবে; তাই না-জায়েয। শরীয়তের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ অনারবীয় ভাষায় এভাবে কোরআন লিখাকেই হারাম বলেছেন। অন্যথায়, খোদা হুম্বর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই কেরামকে বুঝানোর জন্য এরশাদ করেছেন- **بَلِّغُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تَعَلَّمُوا** (বরং 'আলিফ' একটা বর্ণ, 'লাম' একটা বর্ণ...।) অর্থাৎ হুম্বর এ পদ্ধতিতে বিতর্ক

আরবী-জ্ঞানীদেরকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং আমরা স্বল্পজ্ঞানী বাংলাভাষীদেরকে আরবী বচন উচ্চারণের সহজ পদ্ধতি তা'লীম বা শিক্ষা দেওয়া চাই।

সহজে বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আমি একটা উদাহরণ পেশ করছিঃ

উল্লিখিত উদ্দেশ্যে আরবী বচনগুলোর উচ্চারণ দেওয়া অবৈধ হলে আমাদের দেশে ওইসব লোকের নাম, যেগুলো কোরআন-ই পাকেরই শব্দ, অথবা আত্মদ্বার নামবিশিষ্ট, সেগুলো আরবী ছাড়া লিখাই যাবে না। যেমন- মুহাম্মদ ইব্রাহীম (**محمد ابراهيم**), হাফেজ আহমদ (**حافظ احمد**), আবুল বরকাত (**ابو البركات**), মুহাম্মদ হিজরুল্লাহ (**محمد حزب الله**), ওবায়দুল হক (**عبد الحق**), জিয়াউল হক (**عبد الحق**), আহমদ শফি (**احمد شفيع**), আজিজুল হক (**عزیز الحق**), আবদুর রহমান (**عبد الرحمن**), মুহিউদ্দীন (**محي الدين**), আবু তাহের (**ابو طاهر**) ইত্যাদি।

এবার পর্যালোচনায় আসুন-

'মুহাম্মদ ইব্রাহীম'। এখানে 'মুহাম্মদ' শব্দটি পবিত্র কোরআনেরই শব্দ। 'হ' ব্যবহার হয়েছে **حَاء**-এর পরিবর্তে। আর 'ইব্রাহীম' শব্দটিও কোরআন-ই পাকের শব্দ। এর মধ্যে 'হ' ব্যবহার হয়েছে **هَاء**-এর পরিবর্তে।

'হাফেজ আহমদ'। এখানে 'হ' ব্যবহার হয়েছে **حَاء**-এর পরিবর্তে। এটিও কোরআন-ই পাকের শব্দ। 'আহমদ' শব্দটিও কোরআনের শব্দ। 'আ' ব্যবহার হয়েছে **ا**-এর পরিবর্তে। এটি কোনক্রমেই তর্ক হয় না।

'আবুল বরাকাত'-এখানে 'আবুল' শব্দে 'আ' ব্যবহার হয়েছে **ا**-এর পরিবর্তে। **ع**-এর পরিবর্তে ও 'আ' আসে যেমন- 'আবদুর রহমান' পড়ার সময় আলিফ-লাম বাদ গেলে। 'বারাকাত'-এর মধ্যে 'ক' ব্যবহার হয়েছে **ك**-এর পরিবর্তে।

আর ওবায়দুল হক, আজিজুল হক, জিয়াউল হক ইত্যাদিতে 'ক' ব্যবহার হয়েছে **ق**-এর পরিবর্তে; **الحق**-এর 'আলিফ-লাম'ও বাদ দিয়ে লিখা হলো।

'আহমদ শফি' লিখতে **ع** মোটেই উচ্চারিত হয় নি।

'মুহিউদ্দীন' লিখতে **الدين**-এর (আলিফ) **ا**-এর উপর পেশ দিয়ে পড়া হলো। আর 'তাহের' লিখতে **طاء** উচ্চারিত হয় নি; বরং **تاء** উচ্চারিত হয়েছে। অথচ এখানে কোরআন শরীফের শব্দ নিজেদের স্বার্থে মনগড়াভাবে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজনের তাগিদে; যেহেতু আরবীতে লিখলে সবাই পড়তে পারবে না। নিজের নাম লিখার প্রয়োজনে কোরআনের শব্দকে অনারবীয় অক্ষরে লিখা জায়েয হলো। সুতরাং কোরআন শিক্ষা দেওয়া কিংবা কোরআন পড়তে উৎসাহিত করার স্বার্থে আরবী অক্ষরের পাশে বাংলা উচ্চারণ দেওয়াও হবে একমাত্র তা'লীমের জন্য। সুতরাং সেটা জায়েয।

কাজেই, এতদুদ্দেশ্যে এ গ্রন্থে পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদের সাথে বাংলা উচ্চারণ সংযোজিত হওয়া উপকারীই সাব্যস্ত হবে।

সবশেষে, এ গ্রন্থে পবিত্র কোরআনের বিতর্ক অনুবাদ, উচ্চারণ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা সমন্বিত হয়ে সর্বস্তরের কোরআন পাঠকদের জন্য অনন্য উপকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হলো- আমি এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

محمد ابراهيم القادري

(মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-কাদেরী)

আরো কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাঙ্কব্বিক্ব ওলামা কেরামের

অভিমত

আব্দুলই জন্ম সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহর রহমত, ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান (আলায়হির রাহমাহু) হলেন খোদায়ী সাহায্যেরই প্রকাশস্থল, যার বদৌলতে তিনি ইসলামী বিশ্বের নামনে 'কানযুল ইমান'-এর মতো অতুলনীয় তরজমা-ই-কোরআন উপস্থাপন করেছেন।

'কানযুল ইমান' হচ্ছে—পবিত্র কোরআনের বিস্তৃততম অনুবাদ। এর সাথে সংযোজিত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন সদরুল আফযিল সেরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহু আলায়হি কৃত তাকবীর 'খাযাইনুল ইরফান' এবং হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহু আলায়হি কৃত তাকবীর 'নূরুল ইরফান' 'কানযুল ইমানের' বৈশিষ্ট্যাবলীকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

মকামুলারকিতাব (কানযুল ইমান ও খাযাইনুল ইরফান)-এর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অব্যাহতভাবে কয়েক প্রচেষ্টা চালিয়ে বিগত ১৯৯৫ ইংরেজীতে এর সফল প্রকাশনা সম্পন্ন করেছেন, যা আজ সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠকের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত। এরপর সচেষ্ট কোরআন বুঝার জন্য হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমীকৃত প্রসিদ্ধ তাকবীর 'নূরুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ পাঠক সমাজের দীর্ঘ দিনের চাহিদা ছিলো। কয়েক বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 'কানযুল ইমান'-এর সাথে এই তাকবীর (নূরুল ইরফান)-এর বঙ্গানুবাদ করে এর প্রকাশনার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর এ পদক্ষেপও বাংলাভাষী কোরআন প্রেমিকদের জন্য অতি দুলীক বিষয়।

আমাদের দো'আ বইটো—আল্লাহ পাক এ মহান যিদমতগুলোকে কবুল করুন এবং সেটাকে সবার জন্য উভয় জাহানের সাফল্যের মাধ্যম করুন। আমীন সুমা আমীন! বিহ্বলমতে সাইয়েদিল মুরসালীন আলায়হি আফ্বালুস সালাওয়াতি ওয়াত্ তাসলীম।

ওলামা	আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল সাত্তার আনোয়ারী	মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অখির রহমান
অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা এনাযুল হক	অধ্যক্ষ	প্রধান ফক্বীহ
সাবেক অধ্যক্ষ	ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা	জামেয়া আহমদিয়া দুল্লত আলীয়া
ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম		
মাওলানা ক্বাযী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী	মাওলানা মুফতী ক্বাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ	হাকেম মাওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী
প্রধান মুহাদ্দিস	ফক্বীহ	মুহাদ্দিস
সেবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা	জামেয়া আহমদিয়া দুল্লত আলীয়া	জামেয়া আহমদিয়া দুল্লত আলীয়া
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী	অধ্যক্ষ মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন আহমদ মাদানী	মাওলানা আশরাফুজ্জামান আল-ক্বাদেরী
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ	অধ্যক্ষ	মুহাদ্দিস
মাদ্রাসা-এ তৈয়্যিিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া	নানুপুর মাযহারুল উলুম সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা	জামেয়া আহমদিয়া দুল্লত আলীয়া
বন্দর, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
মাওলানা ক্বাযী মুহাম্মদ ছালেদুর রহমান	মাওলানা আবুল কাসেম নূরী	মাওলানা আবদুল আলীম রেবতী
মুহাদ্দিস	মুহাদ্দিস	মুহাদ্দিস
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া	আহছানুল উলুম জামেয়া পাটহিয়া মাদ্রাসা	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম

ALHAJ MOULANA MUHAMMAD ABDUL MONEM ANSARI'S VERDICT AND OPINION

About This Translation

This is a Bengali translation of a famous translation of the Holy Quran and its commentary named 'Kanzul Iman' and 'Nurul Irfan' written in Urdu by 'Imam-e Ahle Sunnah Hazrat Moulana Shah Muhammad Ahmed Raza Khan of Brielly (Rahmatullahi Alaihi) and Hakimul Ummah Mufti Ahmad Yar Khan Naeimi (Rahmatullahi Alaihi) respectively. This book is translated into Bengali by 'Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan, a former Muhaddith of Sobhaniah Aliah Madrasah and Vice Principal of Gohira F. K. Jameyul Ulum Alia (Kamil) Madrasha, Chittagong, Bangladesh.

This is an accepted fact that, the revealed Arabic words of the Holy Quran cannot be actually transformed in any other language of the world. Literal translation of Arabic Quran conveying the same meaning is not only difficult but also is impossible.

Therefore, the translation of Arabic Quran in any other language is usually an explanatory translation.

Imam-e-Ahle Sunnat Shah Muhammad Ahmed Raza Khan's Urdu translation known as 'Kanzul Iman' is an explanatory translation.

This explanatory translation of Urdu was completed in the beginning of 20th century, i. e. 1910.

It is the most famous and accepted Urdu translation of Muslims belonging to the school of jurisprudence and the institution of the people of tradition and of the congregation in Indo-Pak-Bangladesh sub-continent.

Imam Ahmed Reza, a great jurist and a learned and authentic authority on Quran, Sunnah and jurisprudence by majority muslims of this sub-continent.

He was a great writer and wrote above one thousand small and big books relating to various aspects of Islam.

He devoted his entire life to the propagation of real faith and traditions of the Holy Prophet (Peace be upon him).

His main theme of the life was deep and devoted love of Allah and His last Prophet Hazrat Muhammad (Sallallahu-Alaihi Wasallam).

He could bear anything except utterances against

Islam, Allah, and His Prophets.

He was a traditionist and a true follower of the jurisprudence of Imam-e A'zam Abu Hanifa (Rahmatullahi Alaihi). He was a great mystic too and was a staunch lover of 'Shaikh Abdul Qadir Jilani (Rahmatullahi Alaihi) of Baghdad.

Ahmad Reza's religious works have no parallel in his time. His ability, far-sightedness and depth of thoughts have been recognized by the Ulemas and Muftis of all the four schools of jurisprudence not only of this sub-continent, but also of Haramain Sharifain.

He was awarded certificates of recognition by these men of Islamic learning when he visited Haramain Sharifain for performing Haj (Pilgrimage) in the beginning of 20th century.

Though he has written numerous, but two of his most famous works the translation of Holy Quran in Urdu and 'Fatawa-e Rezvia' in twelve huge volumes have proved his superiority, deep thinking ability and extreme love of Allah The Almighty and Prophet-Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) over entire group of Ulemas of his time. Ahmad Reza filled a new spirit and enthusiasm for Islam in the hearts of muslims. He revived loves and affection of the last Prophet and of his teachings. Seeing his works for the revival of Islam, he deserves to be called a revivalist of 20th century.

Unique Translation

Uniqueness does not imply that he has assigned novel meaning and explanation to the Holy Quran.

No one is allowed to assign novel meanings to the revealed words of Quran on his own accord.

In his translation, Hazrat Ahmed Reza has tried to assign such meanings to the words of Quran, that there may not occur any contradiction in the meaning of the words and verses of Quran. The other thing which he has kept in his mind while translating Holy Quran that such meaning should be selected that may not injure the status and dignity of Allah The Almighty, and His Prophets.

By this translation, Hazrat Ahmad Reza has illuminated the flame of true faith, love and respect of Allah The Almighty and the Holy Prophet in the hearts of Urdu knowing muslims of the world.

The Translator, Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan has tried his best to translate the Urdu version of Hazrat Ahmad Reza and of Mufti Ahmad Yar Khan (Kanzul Iman & Nurul Irfan respectively) into simple Bengali conveying the thoughts given in Urdu translation. He worked hard to choose such Bengali words which should necessarily convey the same sense that has been expressed in Urdu version, while doing this important and sacred job. He had many famous translations before this.

The worth of this translation can only be visualized by a comparative study of various other translations. A detailed comparison is not possible here, therefore, I have chosen some important verses. This comparative study will enable a muslim of true to appreciate the depth of the knowledge of Hazrat Ahmed Reza and his love, and close relation with Allah The Almighty and his beloved Prophet.

A'la Hazrat Ahmad Reza Khan interpreted the Quran in the light of authentic and current commentaries of Holy Quran. His interpretation raises the respect of the revealed book, dignity of the Prophets of Allah and prestige of humanity in the eyes of the readers.

Now I give here a comparative translation of some important verses :

93 : 7 وَرَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

- Did He not find you wandering and guide you? (An English Translation published in Beirut, Lebanon by Dar-Al-Choura).
- And He found thee wandering and He gave thee guidance. (Abdullah Yousuf Ali).
- And found thee lost on the way and guided thee? (Muhammad Asad).
- And He found thee wandering in search for him and guided thee unto himself. (Maulavi Sher Ali Qadiani)
- And He found thee wandering. So He guided thee. (Abdul Majid Daryabadi).
- And found thee groping. So he showed the way. (Maulana Mohammad Ali Lahori Qadiani).
- And He found you uninformed of Islamic laws, so He told you the way of Islamic laws. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).
- Did He not find thee erring and guide thee? (Arberry).

- Did He not find thee wandering and direct thee? (Pickthal).
- And saw you unaware of the way, so showed you stralight way (Moulavi Fateh Muhammad Jallendhari).

"And He found you drown in his love, therefore gave way unto Him"

-Imam Ahmad Reza (Rahmatullahi Alaihi)

The translators have translated the word 'Dhal' 'ضال' in such as way that it affected directly the personality and prestige of the Prophet whereas the concensus is that the Prophet is sinless prior to the declaration of Prophethood and after the declaration. The words wandering, groping, erring are not befitting to his dignity. The word 'ضال' has many meanings. The most appropriate meaning has been adopted by A'la Hazrat Imam Ahmad Reza Khan.

48 : 2

يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّ بِغَفَّةٍ عَلَيْكَ
وَيَهْدِيكَ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

In this verse the word 'ذَنْب' has been translated by almost all famous translators of Urdu, English as sin or error or faults. Thus the verse has been translated usually as 'so that Allah may forgive your faults (or errors or sins)'. Whereas, the basic faith of Muslims is that the Prophet is sinless and faultless.

A'la Hazrat has translated the verse- **'so that Allah may forgive the sins of your formers and your latters on account of you.'**

Here the prefixed particle 'Lam' (ل) gives the meaning of 'on account of' according to various commentators of Quran particularly (Khazin and Ruhul Bayan)

3 : 142

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

- Before Allah has known the men fought hard. (The Quran, Dar-Al-Choura, Beirut.)
- While yet Allah knoweth not those of you who really strive. (Pickthal).
- Without God know who of you have struggled. (Arberry).

- d. While yet Allah has not known those who have striven hard. (Abdul Majid Daryabadi).
- e. While yet Allah (openly) has not seen those among you have striven on such occasion. (Moulavi Ashraf Ali Thanvi).
- f. And yet Allah has not known those among you are to fight. (Moulavi Mahmoodul Hasan).

And yet Allah has not tested your warrious.

-A'la Hazrat Ahmad Reza Khan

Now the readers can themselves see the difference of translations of this verse. Most of the translators while translating this verse have forgotten to remember that Allah is the knower of seen and unseen. Allah forbid! the general translators have given the conception that Allah does not know anything before its occurrence.

Even a Qadiani translator has translated the verse in the similar way 'While Allah has not yet distinguished those of you that strive in the way of Allah' (Moulvi Sher Ali).

2 : 173

وَمَا أُجَلُّ بِهِ لَفِيَرِ اللّٰهِ

- a. And that on which anyother name hath been invoked besides that of Allah. (Abdullah Yousuf Ali).
- b. And that over which is invoked the name of any other than Allah. (Abdul Majid Daryabadi).
- c. And the animal that has been earmarked in the name of any other than Allah. (Moulavi Ashraf Ali Thanvi).

And the animal that has been slaughtered by calling a name other than Allah.

-A'la Hazrat Ahmad Reza Khan

Now see the difference in translations. Generally the translators while translating these words have conveyed such meaning that makes all lawful animals that are called by any other name than Allah unlawful. Sometime animals are called by other names for example, if any one calls any animal like 'Aqiqa animal' or 'Walima animal' or 'Sacrificial animal', sometime people purchase animals for 'Isal-e Sawab' (conveying reward of a

good deed to their late near and dear ones) and call them as Ghausul Azam or Chisthi's animals, but they are slaughtered in the name of Allah only. Then all such animals would become unlawful.

The only befitting translation is of Ahmad Reza Khan that conveys the real sense of the verse. All such lawful animals become unlawful if they are slaughtered in any other name than Allah.

55 : 33

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّا فَطَرْنَاكَ مِنْ طِينٍ
الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ فَاتَّقِ اللَّهَ لَا تَتَّبِعُوا إِلَّا بِطُلُوعِ

- a. O' company of jinn and men if you have power that you may go out of the boundaries of the heavens and the earth (then let us see) do go but you can not go out without strength. (Maulavi Ashraf Ali Thanvi).
- b. O' tribe of jinn and of men if you are able to pass through the confines of heaven and earth, pass through then you shall not pass through except with an authority. (Arberry).
- c. Similarly this verse has been translated by Abdullah Yousuf Ali and Maulavi Abdul Majid Daryabadi.

In this scientific age the boundaries of heaven and earth have been crossed. Some translators have opined that no one can cross the boundaries. This has created doubt in the minds of the people about the verse. A'la Hazrat Ahmed Reza's translation has removed doubts for ever. He translates:-

'O' company of jinn and men, if you can that you may go out of the boundaries of the heavens and the earth, then do go. Wherever you will go, His is the kingdom.'

Mohammad Abdul Monem Ansari
Teacher, Department of Arabic and
Islamic Studies,
Pakistan Education Academy,
Dubai, U. A. E.

**Hazrat Ghousul Azam Shaykh-ul-Mashayekh Syed
Muhammad Abdul Qadir Jilani Al Hasani Wal
Hussaini Sunni Mission of
Muhammad Ataur Rahman and Muhammad Aminur Rahman,
Bermingham- B65HQ, England**

VERDICT & OPINION

Kanzul Imaan and Noor-ul Irfaan (Tarjama & Tafseer respectively) by Aala Hazrat Imam Ahmed Reza Khan Breillawy & Hakimul Ummat Allama Mufti Ahmed Yar Khan Naeimy and Translated into Bangla by Hazrat Allama Alhaj Muhammad Abdul Mannan Sahib, Alhamdulillah, the most correct translation and commentaries (Tafseer) of the Holy Qur'an.

This is the only correct translation and commentaries of the Holy Qur'an in Bangla accepted by Ahle Sunnat Wal Jamaat and all the Bangla Readers of the Ahle Sunnat Wal Jamaat around the world. They are thankful and appreciate his Bangla translation of Tarjama Kanzul Imaan and Tafseer Noor-ul-Irfaan. We all are doing du'a to Allah for the long and happy life and also the reward here and hereafter of Hazrat Allama Alhaj Mohammad Abdul Mannan Sahib (M.Z.A.)

All the readers who are unaware of all the other incorrect translations of the Holy Qur'an, can all be recognised in Hazrat Allama Mohammad Abdul Mannan Sahib's Translation. For example, in Surah Al-Fatah (1st Verse, 26th Sipara) Abul A'la Modudi states about the Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) 'Allah has forgiven your past and future sin'. (Nauzubillah). The same Ayat, Asharf Ali Thanvi Deobandi translated in the same manner including most other translators, except A'la Hazrat Imam-e Ahle Sunnat Shah Muhammad Ahmad Reza Khan Bareillawy (Rahmatullahi Alaihi). The correct translation of this Ayat by A'la Hazrat (Rahmatullahi Alaihi), translated in Bangla by Hazrat Moulana Mohammad Abdul Mannan Sahib is "Allah may forgive the sins of your formers and of your later on account of

you." [48:2]

Now readers can identify the difference in translation of Kanzul Imaan and of other translators. There are more Ayat where other translators have misinterpreted the Holy Qur'an. How it could be said that our Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) committed sin is outrageous, as all other translators have translated except Imam Ahmed Reza Khan (RA), which is translated in Bangla by Hazrat Allama Alhaj Muhammad Abdul Mannan Sahib. It can now be proven that Kanzul Imaan by Aala Hazrat (RA) is the correct translation of the Holy Qur'an and one which could save our Imaan by reading it and Tafseer Khazainul Irfan & Tafseer Nurul Irfan are the best and correct commentaries of the Holy Quraan. (Both the books are available in Bangla now, Alhamdulillah.)

Ahle Sunnat Wal Jamaat is from Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) and Sahaba, Tabein, Tabei Tabein, all four Imaams, Hazrat Ghousul Azam Syed Muhammad Abdul Qadir Jilani, Hazrat Syed Muhammad Data Ali Ganj-Baksh (Rahmatullahi Alaihim Ajmaein), Hazrat Khaza Gharib Nawaz Syed Muhammad Moinuddin Chishti, Hazrat Syed Baba Muhammad Shahjalal, Hazrat Imaam Ahmed Reza Khan Bareillawy (Rahmatullahi Alaihim Ajmaein) who was the person kept Ahle Sunnat Wal Jamaat alive. All Ahle Sunnat Wal Jamaat, how we explained before.

Always stay in Ahle Sunnat Wal Jamaat.

DU'A for us and best wishes-

**MUHAMMAD ATAUR RAHMAN AND
MUHAMMAD AMINUR RAHMAN.**

আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিল কারীম।

ফখরে কা-ইনাত রিসালত মাআ-ব হযূর সাইয়্যোদে আলম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন-

إِنَّ اللَّهَ يَتَعَفَّى الْأَمَّةَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ
مِلَّةٍ سَبَّحَ مَنْ يُعَذِّدُ لَهَا دِينَهَا - (البوراء)

অর্থঃ প্রত্যেক শতাব্দির শেষপ্রান্তে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ
তা'আলা একজন মুজাদ্দিদ অবশ্যই প্রেরণ করবেন, যে
উম্মতের জন্য তার দীনকে সজীব করে দেবে। (আবু দাউদ
শরীফ)

মুজাদ্দিদ : যিনি মুসলিম উম্মাহকে শরীয়তের বিশ্বৃত
বিধানাবলী স্বরণ করিয়ে দেন, আক্বা ও মাওলা সহকারে
দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর লুপ্ত সুলতাকে
পুনর্জীবিত করেন, নিজের আলিম-সুলত দাপটের মাধ্যমে
সত্যের বাণী ঘোষণা করে মিথ্যা ও মিথ্যার অনুসারীদের
শিরকে পদদলিত করেন এবং সত্যের পতাকাকে উড্ডীন
করেন তাঁকেই মুজাদ্দিদ বলা হয়।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে যখন তদানীন্তন ইংরেজ
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উপমহাদেশে নাস্তিকতা আর
ওহাবী-দেওবন্দী ইত্যাদি মতবাদের বিষাক্ত হাওয়া প্রবাহিত
হচ্ছিলো এবং আকাশ তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা দ্বারা দূষিত
হয়েছিলো আর চতুর্দিকে ইলহাদ ও বে-দ্বীনীর ঘনঘটা ছেয়ে
গিয়েছিলো, তখনই ওই তমসাত্মন যুগে এমন একজন
আশেক্কে রসুলের আবির্ভাব ঘটলো, যিনি বাতিলের রাশি রাশি
অন্ধকারে সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন, যার কলম রসুলের
প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীদের উপর আল্লাহর ক্রোধের
বিদ্যুৎস্ফুট রূপে পতিত হয়ে তাদের ভ্রান্ত আক্বিদাগুলোকে
জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলো, যিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজ ও
হিন্দুদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার সবক দিলেন,
সর্বোপরি, যার সামনে আরবীয় ও অনারবীয়, হেরম শরীফ ও
হেরম শরীফের বাইরে বিজ্ঞ থেকে বিজ্ঞতর আলিমগণও
একান্ত শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন। বিশ্ব ওই মহান ব্যক্তিত্বকে আ'লা
হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ফাযলে
বেরলভী নামেই জানে। (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)!

জন্ম : তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম হয় ১০ শাওয়াল-ই মুকাররম
১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ ইংরেজী, শনিবার
যোহরের সময়, হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ নগরী বেরীলী (ইউ.পি.)'র
জাসুলী মহল্লায়। আ'লা হযরত নিজের জন্ম সাল নিম্নলিখিত

আয়াত শরীফ থেকে বের করেছেনঃ

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ

অর্থঃ ১২৭২ হিজরী

তরজমা : এরা হলো ওই সব লোক, যাদের হৃদয়গুলোতে
আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে অঙ্কন করে দিয়েছেন এবং নিজে
পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন।"

সুতরাং একথা বলা যথার্থ ও সঠিক যে, আ'লা হযরত আল্লাহ
তা'আলার ওই সব খাস বান্দার অন্তর্ভুক্ত, যাদের হৃদয়ে
আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে নকশার মতো এঁকে দিয়েছেন।
তিনি আল্লাহর ইশ্ক ও রসুলের মুহাম্মদের মধ্যে
আপাদমস্তক ভুবে ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজে বলতেন, "যদি
আমার অন্তরকে দু'টুকরো করা হয়, তবে আল্লাহরই শপথ!
দেখা যাবে যে, এক টুকরোর উপর লিখা রয়েছে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ('লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ') আরেক

টুকরোয় লিখা আছে- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (মুহাম্মদ
রসুলুল্লাহ)। (জাল্লা জালা-লুহ ওয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া
সাল্লাম)। এমনিতে অগণিত লোক, যাদের মধ্যে বহু আলিম-
ফাযিলও রয়েছেন, ১২৭২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করতে
পারেন, কিন্তু আপনি যদি আ'লা হযরতের পবিত্র জীবনের
প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে
বলে উঠবেন- (১২৭২ হিজরী)

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ

-এর অলৌকিক মুকুট আ'লা হযরতেরই পবিত্র শিরে কতো
শোভা পাচ্ছে!

নাম : আ'লা হযরতের জন্মকালীন নাম 'মুহাম্মদ', আর
ঐতিহাসিক নাম 'আল-মুখতার'; কিন্তু সম্মানিত পিতামহ
মাওলানা রেযা আলী খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর নাম
ঠিক করলেন 'আহমদ রেযা'। আর পরবর্তীতে তিনি নিজেই
নিজ নামের সাথে 'আবদুল মোস্তফা' সংযোজন করেন। তাঁর
কবিতার একটি পঙক্তিতে তিনি বলেন-

خُفِّدَ رُوحُ رِضَا ذَرَاتٍ تَوْجِهَ عِبْرَتِي

خُفِّدَ رُوحُ رِضَا ذَرَاتٍ تَوْجِهَ عِبْرَتِي

অর্থ : ভয় করো না, রেযা তুমি দু'জাহানে কিঞ্চিৎ
নিরাপত্তা পেলে তুমি 'আবদ নবীর নিশ্চিত।

আ'লা হযরত বংশীয়ভাবে 'পাঠান', মাযহাবের দিক দিয়ে 'হানাফী' এবং তরীকুতের দিক দিয়ে 'ক্বাদেরী' ছিলেন। তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খান ও সম্মানিত পিতামহ মাওলানা রেযা আলী খান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও বেলায়তের অলৌকিক অবস্থাসমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর না'ত সম্বলিত কাব্যে উভয় ব্যক্তির এভাবে উল্লেখ করেছেন- 'আহমদ হিন্দী রেযা ইবনে নক্বী ইবনে রেযা।'

বংশীয় পরম্পরা : ইমাম আহমদ রেযা ইবনে মাওলানা নক্বী আলী খান ইবনে মাওলানা রেযা আলী খান ইবনে মাওলানা হাফেয কায়েম আলী খান ইবনে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আ'যম ইবনে হযরত মুহাম্মদ সা'আদত ইয়ার খান ইবনে হযরত মুহাম্মদ সা'ঈদ উল্লাহ খান (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমা'ঈন)। হযরত মুহাম্মদ সা'ঈদ উল্লাহ খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কান্দাহার (আফগানিস্তান)-এর ঐতিহ্যবাহী 'বড়হীছ' গোত্রীয় পাঠান ছিলেন। তিনি মুঘল শাসনামলে লাহোর পদার্পণ করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করেন। লাহোরের 'শীষমহল' তাঁর 'জায়গীর' ছিলো। অতঃপর সেখান থেকে দিল্লী তাসরীফ আনেন। তখন তিনি ঐতিহাসিক 'শশ হাজারী' পদে উন্নীত হন। শাহী দরবার থেকে তিনি 'শাজা'আত জঙ্গ' (রণবীরত্ব) উপাধিতে ভূষিত হন।

জ্ঞানার্জন : আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মাত্র চার বছর বয়সে গোটা ক্বোরআন পাক 'নাযেরা' (দেখে দেখে) পাঠ শেষ করেন। (বেশির ভাগ লোক তাঁর উপাধিমালায় 'হাফিয' শব্দও সংযোজন করতেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর ওই সব বান্দার কথা যাতে ভুল সাব্যস্ত না হয়, তাই আমার ক্বোরআন মজীদ হেফয করে নেওয়া চাই।" সুতরাং রমযান মবারকের মাত্র এক মাসেই তিনি গোটা ক্বোরআন মজীদ হেফয করে ফেললেন। যদি হেফয করার সময়টুকু একত্রে হিসাব করা হয়, তবে মাত্র পনের ঘণ্টা হয়।)

মাত্র ছয় বছর বয়সে মাহে রবিউল আওয়াল শরীফে মিশরে উঠে এক বিশাল জমায়েতের উপস্থিতিতে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী 'মীলাদ শরীফ'-এর উপর তক্বীর পেশ করেন। আট বছর বয়সে আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়াতুল্লাহ' অধ্যয়ন করেন। খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের এমন অস্বাভাবিক অবস্থা ছিলো যে, এতো কম বয়সেই তিনি উক্ত 'হিদায়াতুল্লাহ' -এর একটি ব্যাখ্যাপুস্তক আরবী ভাষায় লিখে ফেললেন।

স্বীয় স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির ভিত্তিতে তিনি মাত্র তের বছর দশ মাস পাঁচ দিনের বয়সে সমস্ত গবেষণাগত ও চিন্তাগত পাঠের জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করেন এবং 'দস্তারে ফযীলত' (শেষবর্ষ সনদ ও সম্মানসূচক পাগড়ী-প্রতীক) দ্বারা ভূষিত হন। ওই দিনই (১৪ই শা'বান, ১২৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৯ নভেম্বর ১৮৬৯) মায়ের স্তন্যপান সম্পর্কিত একটা ফাতওয়া লিখে তাঁর পিতার নিকট পেশ করলেন। তা এতোই সঠিক ছিলো যে, তা দেখে প্রবীণ মুফতীগণও হতবাক হয়ে গেলেন। সুতরাং তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ওই দিন 'ফাতওয়া-প্রদান'-এর দায়িত্বভার তাঁকেই অর্পণ করলেন।

উর্দু ও ফার্সি ভাষার বিতাবাদি অধ্যয়নের পর হযরত মীর্যা গোলাম ক্বাদের বেগ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট 'মীযান-মুনশা'ইব' ইত্যাদির শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর তিনি নিজ সম্মানিত পিতা আলিমকুল মুকুট ও বিজ্ঞ জ্ঞানীকুল সনদ মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট নিম্নলিখিত ২১ বিষয়ে শিক্ষালাভ করলেন : ১. ইল্মে ক্বোরআন, ২. ইল্মে তাফসীর, ৩. ইল্মে হাদীস, ৪. উসূলে হাদীস, ৫. হানাফী-ফিক্বহের কিতাবাদি, ৬. শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী-ফিক্বহের কিতাবাদি, ৭. উসূলে ফিক্বহ, ৮. জাদাল-ই মুহাযযাব, ৯. ইল্মে আক্বাইদ ও কালাম (যা বাতিল মাযহাবগুলোর খণ্ডনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে), ১০. ইল্মে নাহ্জ, ১১. ইল্মে সরফ, ১২. ইল্মে মা'আনী, ১৩. ইল্মে বয়ান, ১৪. ইল্মে বদী', ১৫. ইল্মে মানতিক্ব, ১৬. ইল্মে মুনাযারাহ, ১৭. ইল্মে ফালসাফাহ মুদাল্লাসাহ, ১৮. ইবতিদায়ী ইল্মে তাকসীর, ১৯. ইবতিদায়ী ইল্মে হাইআত, ২০. ইল্মে হিসাব (অংকশাস্ত্র) এবং ২১. ইল্মে হিনদাসাহ (প্রকৌশল বিদ্যা)।

বাই'আত : আ'লা হযরত সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সাথে ওলীকুল সরদার যুগের কুতুব সৈয়দ আলেক্সান্দার সাহেব মারহারাভীর দরবারে হাযির হয়ে ক্বাদেরিয়া সিল্‌সিলার বাই'আত গ্রহণ করে ধন্য হন। মুরশিদে বরহক্ব তাঁর ইল্মে বাতেনী (আধ্যাত্মিক জ্ঞান)কেও পরিপূর্ণ করে দিলেন, সমস্ত সিল্‌সিলার খিলাফত, বাই'আতের ইজাযত এবং হাদীসের সনদ দ্বারা ধন্য করেন। বাই'আতের পরক্ষণে তিনি হাযেরানে মজলিসের উদ্দেশ্যে বললেন, "ক্বিয়ামতে যদি মহান রব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন- তুমি আমার জন্য কি এনেছো? তখন আমি 'আহমদ রেযা'কে পেশ করে দেবো।"

মুরশিদে বরহক্বের ওফাতের পর তরীকুতের কিছু কিছু শিক্ষা, অনুরূপভাবে, 'ইল্মে তাকসীর' ও 'ইবতিদায়ী ইল্মে জুফর' ইত্যাদি ওস্তাদুস্ সালাকীন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী মারহারাভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট থেকে হাসিল করেন। 'শরহে চাগমীনী'র কয়েকটা খণ্ড হযরত মাওলানা আবদুল আলী রামপুরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন।

খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান : মহান রবের অনুগ্রহ ও নবী পাকের বদান্যতার কৃপাদৃষ্টি তাঁর প্রতি পড়লো, যার ফলশ্রুতিতে তিনি কোন ওস্তাদের নিকট পড়া ছাড়াও নিরোক্ত খোদাপ্রদত্ত নূরানী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই নিম্নলিখিত বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জন করেন এবং সেগুলোতে 'শায়খ' ও 'ইমাম'-এর মর্যাদা লাভ করেনঃ

১. ক্বিরআত, ২. তাজতীদ, ৩. তাসাওফ, ৪. সুলুক, ৫. ইলমুল আখলাক্ব, ৬. আসমাউর্ রিজাল, ৭. সিয়ার, ৮. ইতিহাস, ৯. অভিধান/ভাষা, ১০. আদব (সাহিত্য- সবক'টি ভাষার), ১১. আরিসমাত্বী-ক্বী, ১২. জবর ও মুক্বাবালাহ, ১৩। হিসাব-ই সিন্তীনী, ১৪. লুগারিথম, ১৫. ইল্মুত'তাবুদীত (বর্ষপঞ্জী-বিদ্যা), ১৬. ইলমুল আকর, ১৭. যীজাত, ১৮. মুসাল্লাস-ই কুরাতী, ১৯. মুসাল্লাস-ই মুসাব্বাহ, ২০. হাইআত-ই জাদীদাহ (ইংরেজী দর্শন), ২১. মুরাক্বা'আত, ২২. মুত্তাহা

ইল্মে জুফার, ২৩. ইল্মে যাইচাহ, ২৪. ইল্মে ফরাইয, ২৫.
আরবী কবিতা, ২৬. ফার্সী কবিতা, ২৭. হিন্দী কবিতা, ২৮.
আরবী গদ্য, ২৯. ফার্সী গদ্য, ৩০. হিন্দী গদ্য, ৩১. পাণ্ডুলিপি,
৩২. নাস্তালীক-লিপি, ৩৩. মুত্তাহা ইল্মে হেসাব, ৩৪.
মুত্তাহা ইল্মে হাইআত, ৩৫. মুত্তাহা ইল্মে হিন্দাসাহ, ৩৬.
মুত্তাহা ইল্মে তাকসীর, ২৭. কোরআন মজীদ লিখন-পদ্ধতি।

হযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফযীলত ও জীবন-চরিত এবং আক্বাইদ বিষয়ে আ'লা হযরত ৬৩ খানা কিবাত লিখেছেন। হাদীস ও উসূলে হাদীসের উপর ১৩টি কিতাব, ইলমে কালাম ও মুনাযারাহ বিষয়ে ৩৫টি কিতাব, ফিক্বহ ও উসূলে ফিক্বহ বিষয়ে ৫৯টি কিতাব লিখেছেন। বিভিন্ন বাতিল বা ভ্রান্ত মতবাদীদের খণ্ডনে ৪০০-এরও অধিক সংখ্যক কিতাব লিখে, রসূলে পাকের বিরুদ্ধে অপসমালোচনাকারীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে, চতুর্দিকে 'না'রা-ই রিসালত'-এর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠছে। এতো সংখ্যক লেখনীর জ্ঞানগত অবদান ছাড়াও তাঁর ফিক্বহ শাস্ত্রের বিরাটাকার গ্রন্থ হচ্ছে- 'ফাতওয়া-ই রেয্‌ভিয়াহ', যার পূর্ণ নাম হচ্ছে- 'আল-আত্বোয়ানু নবভিয়াহ ফিল ফাতা-ওয়ার রেযভিয়াহ'। এ গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থটির এ' পর্যন্ত ৫/৬ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। (বর্তমানে পূর্ণ ১২ খণ্ডে উক্ত ফাতওয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, তাতে উল্লেখিত আরবী-ফার্সীর উদ্ধৃতি-গুলোর উর্দু অনুবাদ সহকারে প্রকাশ করলে তা ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে বলে জানা যায়।) ফাতওয়া গ্রন্থের ইতিহাসে এটা এক বিশেষ মর্যাদা দখল করে আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আ'লা হযরতকে অগণিত জ্ঞান ও বিষয়ে পাণ্ডিত্য দান করেছেন। তাঁর বক্ষদেশ ছিলো বহু ধরনের জ্ঞানের ভাণ্ডার। তিনি প্রায় ৫০টি বিষয়ে এক হাজারেরও অধিক গ্রন্থ-পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন। এমনিতে তাঁর জ্ঞানগত অবদানের বর্ণনা খুবই দীর্ঘ, খুবই প্রশস্ত, তবুও তন্মধ্যে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে- 'তরজমা-ই কোরআন মজীদ' বা 'পবিত্র কোরআনের অনুবাদ'। তিনি পবিত্র কোরআনের উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন সত্য, কিন্তু সেটার মানগত দিক নিয়ে বিচার করলে সেটাকে একটি 'ইলহামী তরজমা' (নিরেট খোদায়ী প্রেরণা সঙ্গাত অনুবাদ) বললেও মোটেই অত্যুক্তি হবে না। তাঁর এই তরজমাগ্রন্থ হচ্ছে- 'কানযুল ইমান'। এই গ্রন্থটা বাজারে অনুবাদগুলোর মধ্যে অনন্য স্থানের দাবীদার। কানযুল ইমান ও অন্যান্য অনুবাদগুলোর মধ্যকার বাস্তব পার্থক্য নিরূপণের জন্য 'কোরআন মজীদের ভুল অনুবাদগুলো চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা দেখুন।

ইসলামী বিশ্বে এমন একজন আলিম গোচরীভূত হওয়া বড়ই দুকর ব্যাপার, যিনি এতো বেশি সংখ্যক বিষয়ে জ্ঞান-দক্ষতা রাখেন। আ'লা হযরত এতগুলো বিষয়ে শুধু জ্ঞানার্জন করেন নি, বরং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের কোন না কোন স্থিতিও রেখে গেছেন।

আবার উপরে যেসব বিষয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে কোন কোনটি ফায়েলে বেরলভী নিজেই বর্জন করেছেন, আর

বাকীগুলো গ্রহণ করেছেন। তিনি এই গ্রহণ ও বর্জনের প্রসঙ্গে বলেছেন :

“আমি ওই সময় থেকে প্রাচীন দর্শনকে বর্জন করেছি, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাতে বাহ্যিক চাকচিক্য ব্যতীত কিছুই নেই। এর অন্ধকার ও রং এমনই ছাইয়ে যায় যে, তা দ্বীন-ধর্মকেও ছিনিয়ে নেয়। বস্তুতঃ এই অন্ধকারের কারণে ক্বিয়ামতের ভয় হ্রাস পায়। সুতরাং আমি আমার দায়িত্বের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলাম এবং ‘হাইআত’ (জ্যামিনিত), ‘হিন্দাসাহ’ (প্রকৌশলবিদ্যা), নুজুম (জ্যোতির্বিদ্যা), লোগারিথম ও ‘ফুনুন রিয়াযী’ (অংক শাস্ত্র)-এর প্রতি আমার আগ্রহ এজন্য নেই যে, তাতে বেশি পরিমাণে অনুশীলন হবে সত্য, কিন্তু এ মনোযোগ হবে নিছক বিনোদনের জন্য। অবশ্য তা দ্বারা সময় নির্ধারণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়, যার ফলে মুসলমানগণ তাঁদের নামায-রোযার সময়সূচী যাচাই করার জন্য উপকার পান।”

আ'লা হযরত আরো বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার আগ্রহ খুব বেশি এবং সেগুলোর মধ্যে ব্যস্ত থাকার সামর্থ্যও আমাকে দেয়া হয়েছে। ওইগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. সাইয়্যেদুল মুরসালীন সালাওয়া-তুলাহি তা'আলা ওয়া সালামুহু আলায়হি ওয়া আলায়হিম আজমা'ঈন-এর পক্ষ সমর্থনে আত্মনিয়োগ করা; কেননা, প্রতিটি নিকৃষ্ট ওয়াহী হুযূরের প্রতি অশালীন ও অবমাননাকর উক্তি করার মতো জঘন্য কাজটি করেই যাচ্ছে। আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যদি তিনি তা কবুল করেন। বস্তুতঃ মহান রবের করুণা সম্পর্কে আমার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যেমন তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন, "আমি আমার বান্দার সাথে তার ভালো ধারণা অনসারেই ব্যবহার করি।"

২. এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য বিদ্‌আতীদের মূলোৎপাটন, যারা
দ্বীনের দাবীদার, অথচ তারা নিছক ফ্যাসাদকারীই।

৩. সাধ্যানুসারে ও সুসম্পষ্টভাবে হানাফী মযহাবানুসারে ফাতওয়া প্রণয়ন।

শিক্ষাদান : আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) যখন বেরিলী শরীফে ধীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন, তখন এলাকার সমস্ত মাদ্রাসা আযাদী-আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলো। তখন জ্ঞান-পিপাসুদের জন্য অপরিহার্য ছিলো জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের মতো কোন একটা স্থান গোচরীভূত হওয়া। সুতরাং তিনি বেরিলী শরীফে ধীনী-শিক্ষার মহা প্রতিষ্ঠান তদানীন্তন 'মিসবাহুন্নাহযীদ' প্রতিষ্ঠা করলেন, যা আজও 'মানযার-ই ইসলাম' নামে ক্বায়ম রয়েছে।

যখন আ'লা হযরতের জ্ঞান-গরিমা ও গুণাবলীর প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশ ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এই জ্ঞান-গুলিস্তানে পৌছে নিজেদের হৃদয়-মনকে সুবাসিত করতে লাগলো। তারা পৃথিবী ও বৈশ্বিক জ্ঞানের পায়কর হয়ে বিশ্বের আনাচে-কানাচে জ্ঞানের আলো ছাড়া অন্যদেরকেও আলোকিত করার মহান ব্রত নিয়ে ছড়িয়ে

পড়লেন। তাঁর শাগরিদ বা ছাত্রদের সংখ্যা এতো বেশি ছিলো যে, তাঁদের সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না।

অবশ্য, আ'লা হযরতের প্রসিদ্ধ ছাত্ররা তাঁর বরকতময় চিন্তাধারাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ উপমহাদেশে 'হানাফিয়াত' (হানাফী মযহাবের চর্চা) তাঁরই শুভ পদচারণায় জীবিত রয়েছে; নূতবা, আবুল ফযল ও ফযযীর অনুসারীরা উপমহাদেশে তাদের অবস্থানকে দৃঢ়তর করার চিন্তা-ভাবনায় নিমজ্জিত ছিলো। তারা আকবরের তথাকথিত 'দ্বীন-ই ইলাহী'কে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো। কিন্তু আ'লা হযরতের ক্ষুরধার মসির সামনে কারো মাথাচাড়া দেওয়ার অবকাশই থাকে নি।

ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা : আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইংরেজদের ধর্মাচার, তাদের শিক্ষা-নীতি ও তাদের কাছারীর প্রতি কঠোর ঘৃণা পোষণ করতেন। এমনকি, তিনি (তদানীন্তন ইংরেজ সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর ফটোসম্মিলিত) পোস্ট কার্ড ও লেফাফাকে উল্টো করেই ঠিকানা লিখতেন, যাতে রাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জের মাথা নিচু হয়ে থাকে। ইংরেজদের কাছারীর প্রতি এতই ঘৃণা! তিনি বলতেন, "আহমদ রেযার জুতোও ইংরেজদের কাছারীতে যাবে না।" বিরুদ্ধবাদীরা বহু চেষ্টা করেছে, মামলা দায়ের করেছে যেন যে কোন প্রকারে হোক তাঁকে কাছারীতে হাযির হতে হয়; কিন্তু অদৃশ্য সাহায্য প্রতিটি মামলায় তাঁর সঙ্গ ছাড়ে নি। পক্ষান্তরে, হতভাগা শত্রুদের ভাগ্যে ও পরিণামে অবমাননাই জুটেছে।

সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন : আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির হৃদয়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আ'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা এতো বেশি গভীর ছিলো যে, যে জিনিসের সম্পর্ক হযুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হতো সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। এ কারণে সাইয়্যেদ বংশীয়দেরকে হযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অংশ হবার কারণে সম্মান প্রদর্শনের সব চেয়ে বেশি উপযোগী মনে করতেন। একটা কম-বয়সী সাহেবজাদা ঘরোয়া কাজে সাহায্যের খাতিরে 'কাশানা' শরীফে চাকুরীতে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীতে জানতে পারলেন ওই সাহেবজাদা 'সাইয়্যেদ'। সুতরাং পরিবারের সদস্যদের তাকিদ সহকারে বলে দিলেন, "খবরদার, তাঁর দ্বারা যেন কোন কাজ করানো না হয়, যে বেতনের ওয়াদা রয়েছে, তা যেন নয়রানা স্বরূপ পরিশোধ করা হয়।" সুতরাং ওই নির্দেশ পালন করা হলো। তিনি কোন সাইয়্যেদ সাহেবকে অপমানিত করা তো দূরের কথা তাঁকে পেরেশান দেখলেও মনে অত্যন্ত দুঃখবোধ করতেন। তিনি কোন সাইয়্যেদজাদাকে পেরেশান দেখা মোটেই সহ্য করতেন না।

কারামত : আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ট্রেনযোগে পিলীভেত থেকে বেরিলী তাম্রীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রেন নওয়াবগঞ্জ স্টেশনে দু'এক মিনিটের জন্য থেমেছিলো। তখন মাগরিবের নামায়ের সময় হয়েছিলো। তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে নামায আদায়ের জন্যে প্র্যাটফরমে নেমে গেলেন।

সফরসঙ্গীরা এ'ভাবে দুচ্ছিন্তাশ্রুত হয়ে পড়েছিলেন যে, হয় তো ট্রেন চলে যাবে। আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বললেন, "চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই, গাড়ী আমাদেরকে নিয়েই যাবে।" সুতরাং আযান দেওয়ানো হলো এবং অতি একাগ্রতা সহকারে জামা'আতে নামায আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করলো। কিন্তু, তা এক ইঞ্চি পরিমাণও সামনে বাড়লো না। ড্রাইভার ইঞ্জিন পেছনের দিকে চালালো। তখন তা চলতে লাগলো। অতঃপর সে পুনরায় সামনের দিকে চালাতে লাগলো। ইঞ্জিন প্রথম স্থানে এসে বন্ধ হয়ে গেলো। তখন এক উচ্চরব শোনা গেলো— 'দেখো! ওই দরবেশ নামায আদায় করছেন। ওই কারণেই রেলগাড়ীটি চলছে না।' দারুন কৌতূহলী হয়ে লোকেরা তাঁর চতুর্পাশে জড়ো হয়ে গেলো। ইংরেজ গার্ড, যে এতোক্ষণ যাবৎ হতবাক হয়ে দাঁড়ানো ছিলো, অতি আদব সহকারে তাঁর নিকট বসে পড়লো। যখনই আ'লা হযরত নামায শেষ করে গাড়ীতে আরোহণ করলেন, তখন রেল গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। এ আলৌকিক ঘটনা দেখে গার্ড আ'লা হযরতের পরিচয় নিলো এবং নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে করে বেরিলী শরীফ হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। উল্লিখিত কারামত ছাড়াও তাঁর আরো বহু কারামত রয়েছে, যেগুলো দীর্ঘায়িত হবার আশঙ্কায় এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো না।

হজ্জে বায়তুল্লাহ : প্রথমবার আ'লা হযরত তাঁর সম্মানিত পিতা-মাতার সাথে ১২৯৫ হিজরীতে বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই পাক যিয়ারত করার জন্য তাম্রীফ নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৩২৩ হিজরীতে আ'লা ২য় বার এ বরকতময় ও পবিত্র সফর করেন। আর হজ্জ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই পাক যিয়ারত করে ধন্য হন। এ সফরে হিয়ায (মক্কা শরীফ ও মদীনা মুনাওয়ারা) 'র আলিমগণও আ'লা হযরতের প্রতি খুব শ্রদ্ধা দেখালেন। চারিদিকে তাঁর জ্ঞানের তুমুল চর্চা চলছিলো। 'হসামুল হেরমাসিন', 'আন্দোলতুল মক্কীয়াহ' এবং 'কিফলুল ফক্কীহ' পর্যালোচনা করলে এর যথার্থ অনুমান করা যায়। উল্লিখিত কিতাবগুলো হিয়ায-ই মুকাদ্দাস ও এ উপমহাদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। মক্কাবাসীগণ দলে দলে তাঁর চারদিকে জড়ো হলেন। অনেক সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর দরবারে ইজাযতের সনদ দানের জন্য দরখাস্ত করলেন। তাঁদের বারংবার অনুরোধের কারণে তাই করা হলো। 'মাওলানা হামেদ রেযা খান' রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি 'আল-ইজাযাত-তুল মাতী-নাহ'র ভূমিকায় লিখেছেন, "ইজাযতের দরখাস্ত নিয়ে সর্বপ্রথম মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাই মক্কী (ওফাত ১৩৩২ হিজরী/১৯১৩ খৃঃ) তাম্রীফ আনলেন। তাঁর সাথে আরেক নওজোয়ান সালেহ শায়খ হোসাইন জামাল ইবনে আবদুর রহীমও ছিলেন। উভয় হযরতকে তিনি 'ইজাযতের সনদ' দ্বারা ধন্য করলেন। তাঁদের পর আরো বহু সম্মানিত আলিম-ই দ্বীন 'ইজাযত' লাভ করে ধন্য হন। কিছু সংখ্যক সম্মানিত আলিম যারা অবশিষ্ট ছিলেন

ফখরে আহলে সুন্নাত, হাকীমুল উম্মত, শায়খুত্

তাকসীর ওয়াল হাদীস আল্লামা

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশ-পরিচিতি : হাকীমুল উম্মত মুফাসসিরে কোরআন মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন 'ইউসুফ যাদ্দি' বংশীয় পাঠান। তাঁর পূর্বপুরুষদের কিছু সংখ্যক লোক খুব সম্ভব মুঘল শাসনামলে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তান চলে এসেছিলেন। তাঁর দাদা মরহুম মুনাওয়ার খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 'উজাহানী' (বদায়ুন, হিন্দুস্তান)-এর শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি সেখানকার পৌরসভার সম্মানিত সদস্যও ছিলেন।

তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়ার, যিনি এক ধীনদার ইবাদত-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উজাহানী (বদায়ুন)-এর জামে মসজিদের ইমামত, খেতাবত এবং ব্যবস্থাপনা-সবকিছু নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। তিনি এসব দায়িত্ব নিয়মিতভাবে দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবৎ কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই পালন করেছিলেন।

জন্ম : মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ঔরশে পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। পাঁচ কন্যা-সন্তানের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পুত্র সন্তানের জন্য বিশেষ দো'আ করলেন। সাথে সাথে এ মান্নতটিও করেছিলেন, "যদি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে তাকে আল্লাহ জালা জালালুহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় ধীনের খিদমতের পরম্পরায় ওয়াকুফ করে দেবো।" আল্লাহ রাক্বুল ইয়্যাত ওই দো'আ কবুল করলেন। আর তাঁকে পুত্র সন্তান দান করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো- 'আহমদ ইয়ার'। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর মান্নত অনুসারে এ সন্তানকে ইলমে ধীন অর্জন ব্যতীত অন্য কোন কাজে নিয়োগ করেন নি। এ সন্তানও সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর কর্মজীবনে একথা প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি বাস্তবিকপক্ষেই 'আহমদ ইয়ার' বা 'নবীপ্রেমিক'। সত্যি সত্যি তিনি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল-ই মাক্বুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় ওয়াকুফকৃত হবার উপযোগী ছিলেন। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-র জন্ম ১৩২৪ হিজরীতে।

ছাত্র জীবন : মুফতী সাহেবের ছাত্রজীবনকে পাঁচটি সোপানে বিভক্ত করা যায় : ১. উজাহানী, ২. বদায়ুন শহর, ৩. মীনচু, ৪. মুরাদাবাদ ও ৫. মীরাঠ।

জন্মস্থান উজাহানীতে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট কোরআন মজীদ পড়েন। এরপর ফার্সী ভাষার পাঠা

পুস্তকগুলো, দীনীয়াত এবং 'দরসে নিযামী'র প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদিও তাঁর নিকট পড়ে নেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে অতি ছোট বয়সেই তিনি দ্বীনি শিক্ষা লাভের খাতিরে জন্মভূমি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং বহরের পর বছর বদায়ুন ও মীরাঠে 'দরসে নিযামী'র উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, মীরাঠের মাদরাসায় দেওবন্দী চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণও পড়াতেন। ইত্যবসরে, তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে মুরাদাবাদের প্রসিদ্ধ বিরাট দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া ন'ঈমিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা সদরুল আফযিল মাওলানা মুহাম্মদ ন'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সদরুল আফযিল (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)ও এ অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে লুক্কায়িত যোগ্যতা দেখতে পেলেন। তিনি সাথে সাথে মুফতী সাহেবের উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁকে মুরাদাবাদ থেকে ফিরে যেতে দিলেন না।

তখনকার সময়ে কানপুরের আল্লামা মুশ্‌তাক আহমদ (মরহুম) ইসলামী যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র এবং অংকশাস্ত্রে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হতেন। মাওলানা মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) মাসিক যুক্তিসঙ্গত বেতন ধার্য করে আল্লামা মুশ্‌তাক আহমদ সাহেবকে জামেয়া ন'ঈমিয়া, মুরাদাবাদে নিয়ে আসলেন। অতঃপর মুফতী সাহেবের উচ্চ শিক্ষার পরম্পরা শুরু হয়ে গেলো। কিছুদিন পর আল্লামা মুশ্‌তাক আহমদ সাহেব মীরাঠে তাকসীর নিয়ে যান। তখন মুফতী সাহেবও তাঁর একজন বিশেষ শাগরিদ হিসেবে তাঁর সাথে সেখানে চলে গেলেন। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আযাদী আন্দোলনের একজন নামকরা সৈনিক শায়খুল কোরআন মাওলানা আবদুল গফুর হাযারভী (মরহুম)ও কানপুর, মুরাদাবাদ ও মীরাঠে আল্লামা মুশ্‌তাক আহমদ সাহেবের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।

অনুরূপভাবে, আল্লামা হাযারভী শায়খুত্ তাকসীর মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর ওস্তাদ ভাই ছিলেন। মুফতী সাহেব নিজেও বলতেন, "মুরাদাবাদে অবস্থান হচ্ছে আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। সদরুল আফযিল মাওলানা মুহাম্মদ ন'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর ভালোবাসা, মেহ, বিশেষ দৃষ্টি এবং কৌশলপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন আর প্রশিক্ষণ মুফতী সাহেবের জীবনের উপর গভীর ও চির অম্লানভাবে রেখাপাত করেছিলো।

তাঁর ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় সোপান বদায়ুন শহরে অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি এগার বছর বয়সে (অর্থাৎ ১৩৩৫

হিজরী/১৯১৬ খ্রীঃ) এসে 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম'-এ ভর্তি হলেন। এ মাদ্রাসায় তিনি তিন বছর যাবৎ (অর্থাৎ ১৩৩৫ হিজরী থেকে ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ ইং থেকে ১৯১৯ ইং পর্যন্ত) শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এটা ছিলো ওই যুগসন্ধিক্ষণ, যখন 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম' (বদায়ুন)-এ আল্লামা ক্বাদীর বখ্শ বদায়ুনী শিক্ষক ছিলেন। মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হন। ওই দিনগুলোতে মুফতী আযীয আহমদ সাহেব বদায়ুনী ও ওই মাদ্রাসায় দরসে নিয়ামীর শেষ পর্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম'-এর যেই কামরায় মুফতী সাহেব স্থান পেয়েছিলেন তাতে আরো বহু ছাত্রও থাকতো। তাই, বেশির ভাগ সময় কামরায় শোরগোল থাকতো, যা মুফতী সাহেবের মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এক রাতে এত বেশি শোরগোল ও হাস্যামা হয়েছিলো যে, মুফতী সাহেব মোটেই পরবর্তী দিনের পাঠ তৈরি করতে পারেন নি। সকালে আল্লামা ক্বাদীর বখ্শ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ক্লাশে 'নাহ্‌ত মীর'-এর সবক পড়ানোর জন্য বসলেন। তখন পূর্ণ মনযোগ ও একাগ্রতা সত্ত্বেও তিনি সেদিনকার সবক একেবারেই বুঝতে পারেন নি। সম্মানিত ওস্তাদজি সবক পড়াতে পড়াতে সামনে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলেন। আর মুফতী সাহেব সবকের প্রথমাংশও বুঝতে না পারার কারণে খুবই ইতস্ততঃ বোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কেঁদে ফেললেন। সম্মানিত ওস্তাদ এ সূরতে হাল দেখে বললেন, "আহমদ ইয়ার! এ কি ব্যাপার? নিজের কৃতকর্মের তো চিকিৎসা নেই। পূর্ব-পর্যালোচনা তো করো নি, আর এখন পাঠ বুঝারও চেষ্টা করছো?"

একথা বলে হযরত আল্লামা সবকগুলো পড়ার জন্য ওয়ূ সহকারে বসার শিক্ষা দিলেন। তিনি সম্মানিত ওস্তাদের এই অন্তর্দৃষ্টি ও কাশ্ফ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর মনে মনে স্থির করে নিলেন যে, আগামীতে তিনি ওয়ূ সহকারেই ক্লাশে বসবেন। তিনি ওস্তাদজিকে গত রাতের সব ঘটনা খুলে বললেন, যা তাঁর পাঠ-পর্যালোচনা করতে না পারার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সাথে সাথে ওস্তাদজি তাঁর জন্য আলাদা কামরায় অপর ভালো ছাত্র আযীয আহমদ বদায়ুনীর সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে, তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেলো। তিনি আযীয আহমদ সাহেবের মতো মেধাবী ছাত্রের সঙ্গ পেয়ে আরো বেশি উপকৃত হলেন। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। মুফতী আযীয আহমদ বদায়ুনীর বর্ণনামতে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান ছাত্র জীবনে নিয়মিত পাঠ-পর্যালোচনায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিতভাবে দেরীক্ষণ রাত্রি জাগরণ করে পরদিন সকালের ক্লাশের পাঠ শিক্ষা করতেন। ক্লাশ ছুটির পর সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাশে দেয় সবক পুনরায় পর্যালোচনা করতে বসে যেতেন। কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে সাথে সাথে ওস্তাদের নিকট থেকে তা বুঝে নিতেন। যদি কখনো মুফতী সাহেবের উপস্থাপিত কোন তথ্য ওস্তাদের মতে ভুল প্রমাণিত হতো, তবে সাথীদের নিকট এসে তাঁর ভুল স্বীকার করে নিতেন, আর ওস্তাদের মতটিই

বলে দিতেন। আর তিনি বলতেন, "এমতাবস্থায় আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের ভুল স্বীকার করে নিতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন-মেজাজ ঠিক হতো না।" মোটকথা, তিনি মাত্র তিন বছর যাবৎ 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম'-এ লেখাপড়া করে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বের হয়ে আসলেন। মুফতী আযীয আহমদ সাহেবের বর্ণনামতে, তিনি এ মাদ্রাসায় 'নূরুল আনওয়ার'-এর সবক পর্যন্ত পৌছেছিলেন।

বদায়ুনের পর মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের তৃতীয় পর্যায় মীণু রাজ্যে অতিবাহিত হয়। এখানে রাজ্য প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'দারুল উলূম' (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এর শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে ভালো অভিমতই পাওয়া যায়। মুফতী আযীয আহমদের বর্ণনানুসারে, এই মাদ্রাসাটি তখন দেওবন্দী ভাবধারায় পরিচালিত হতো। এ মাদ্রাসায়ও মুফতী সাহেব তিন/চার বছর লেখাপড়া করেন- ১৩৩৮ হিজরী থেকে ১৩৪১ হিজরী পর্যন্ত, মোতাবেক ১৯১৯ ইং থেকে ১৯২২ ইং পর্যন্ত। এর ফলে তিনি দেওবন্দী ভাবধারার ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার সাথে আলা হযরত ও সদরুল আফাযিলের অধিকতর জ্ঞান-গভীরতার তুলনামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করারও সুযোগ পান। খোদা মুফতী সাহেব বলেন, "আমি দেওবন্দী ওস্তাদের নিকট একটা বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পাই। এর ফলে একথা বুঝতে পারলাম যে, শিক্ষাগত গবেষণার ব্যবস্থাকে তাদের নিকট আছে বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইত্যবসরে সদরুল আফাযিল মুরাদাবাদী কুদ্দিসা সিরুফুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তিনি আমাকে আলা হযরতের লেখা 'আতোয়া-য়াল ক্বাদীর ফী আহ্‌কা-মিত্‌ তাস্তীর' নামক একটা 'রিসালা' (পুস্তক) পাঠ-পর্যালোচনার জন্য দিলেন। তা দেখে আমি যারপর নাই হতবাক হলাম। এই রিসালাটা মীণুতে শিক্ষার্জনকালীন সময় থেকে আমার উপর প্রভাব ফেলে এসেছে।"

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেবের সম্মানিত পিতা মাযহাব ও আক্বীদার ক্ষেত্রে কটর সুন্নী-হানাফী ছিলেন। তাই, তাঁর ছেলে (মুফতী সাহেব) মীণুর উক্ত মাদ্রাসায় পড়ুক তা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় ঠেকলো। একদা মুফতী সাহেব বার্ষিক ছুটিতে বাড়ীতে আসলেন। তখন তিনি তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারলেন। মুফতী সাহেবের এক চাচাত ভাই মুরাদাবাদে চাকুরী করতেন। তিনি কিছুদিন বাড়ীতে থাকার পর মুরাদাবাদ চলে যাচ্ছিলেন। তিনি মুফতী সাহেবকে জোর দিয়ে বললেন, "আমার সাথে চলো। মুরাদাবাদে মাওলানা মুরাদাবাদীর সাথে সাক্ষাত করো।" সুতরাং তিনি তাঁর সাথে মুরাদাবাদ পৌছলেন। সেখানে হযরত সদরুল আফাযিলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সদরুল আফাযিল তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর সঠিক উত্তর দিলেন। মুফতী সাহেবও এরপর সদরুল আফাযিলের নিকট কয়েকটা বিষয়ে জানতে চাইলেন। তিনি সদরুল আফাযিলের নিকট সেসব বিষয়ের তৃপ্তিদায়ক জবাব পেলেন। সুতরাং একদিকে মুফতী সাহেব (মুরাদাবাদে) তাঁর সামনে ইল্ম ও হিকমত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র ডেউ খেলতে

দেখতে পেলেন, অন্যদিকে সদরুল আফাযিল ও সজাবনামা মেধাবী শিক্ষার্থীর পূর্ণ যোগ্যতা মুফতী সাহেবের মধ্যে দেখতে পেলেন। অতঃপর সদরুল আফাযিল বললেন, “ভাই, মাওলানা! জ্ঞানের সাথে জ্ঞানের মাধুর্যও যদি অনুভব করা যায়, তবে স্থিরতা দান করা হয় এবং ‘বক্ষ-প্রশস্ততা’রূপী অমূল্য ধন পাওয়া যায়।” মুফতী সাহেব আরম্ভ করলেন, “জ্ঞানের মাধুর্য বলতে কি বুঝায়?” হযরত বললেন, “জ্ঞানের মাধুর্য হযুর আলায়হিস্ সালামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্ক ক্বায়েম রাখলেই হাসিল হতে পারে। শকাবলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না।” এই কথোপকথন মুফতী সাহেবের হৃদয়ে গভীর ও অবিস্মরণীয়ভাবে রেখাপাত করেছিলো।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব উল্লিখিত সাক্ষাতের পর ‘জামেয়া ন’ঈমিয়া’, মুরাদাবাদে ভর্তি হয়ে গেলেন। সদরুল আফাযিল মুফতী সাহেবের চাহিদানুসারে যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের পাঠ দান আরম্ভ করলেন। কিন্তু হযরত মুরাদাবাদীর অতি ব্যস্ততার কারণে পাঠদান অনিয়মিত হতে লাগলো। ফলে, মুফতী সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি মুরাদাবাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। সদরুল আফাযিল তা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ফিরে আসলে তাঁকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ভবিষ্যতে যাতে তাঁর পাঠ গ্রহণে অনিয়ম না হয় সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ইসলামী দর্শনের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও বহু উচ্চ পর্যায়ের ওস্তাদ আল্লামা মুশ্তাফ় আহমদ কানপুরীর নিকট ‘জামেয়া ন’ঈমিয়া’য় অধ্যাপনার পদ অলঙ্কৃত করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। প্রস্তাব পেয়ে আল্লামা কানপুরী তা গ্রহণ করতে এ শর্তে রাজী হলেন যে, তখন তাঁর নিকট পড়ুয়া সকল ছাত্রকেও ‘জামেয়া ন’ঈমিয়া’য় ভর্তি এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। সদরুল আফাযিল ওই শর্তটি মেনে নিলেন। অতঃপর আল্লামা কানপুরী ‘জামেয়া ন’ঈমিয়া’ মুরাদাবাদে তাসরীফ নিয়ে আসলেন। মুফতী সাহেবের বর্ণনামতে, আল্লামা কানপুরীর তখন মাসিক বেতন ধার্য হয়েছিলো ৮০ রুপি।

তখন থেকে মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের আরেক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। একদিকে ওস্তাদ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা ও বরেন্য ইমাম, অন্যদিকে ছাত্র ছিলেন অনন্য মেধাবী ও শিক্ষার প্রতি অসাধারণ আগ্রহী। একদিকে ওস্তাদের একথা জানা ছিলো যে, ইনি হলেন এমনই এক ছাত্র, যার জন্যই তাঁকে সুদূর কানপুর থেকে আনা হয়েছে, অন্যদিকে ছাত্রেরও একথা ভালোভাবে জানা ছিলো যে, এ আল্লামা-ই যমান ওস্তাদকে বিশেষ করে তাঁকে পড়ানোর জন্য এখানে আনা হয়েছে।

কয়েক বছর পর আল্লামা মুশ্তাফ় আহমদ কানপুরীর কয়েকটি অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্তভাবে মীরাঠ চলে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো। তিনি সদরুল আফাযিলকে একথা বলে তাতে তাঁর অনুমতি লাভ করলেন যে, তিনি তাঁর এ প্রিয় ছাত্র ‘আহমদ ইয়ার খান’কেও সাথে মীরাঠ নিয়ে যাবেন। সদরুল আফাযিলের অনুমতি পেয়ে জ্ঞানের এই অনন্য কাফেলা মুরাদাবাদ থেকে মীরাঠের দিকে রওনা হয়ে গেলো।

উল্লেখ্য যে, কানপুর, মুরাদাবাদ ও মীরাঠে শায়খুল কোরআন, আবুল হাক্বাইক আল্লামা আবদুল গফুর হাযারতী ও আল্লামা মুশ্তাফ় আহমদের ছাত্র ছিলেন।

মীরাঠে মুফতী সাহেব কমবেশী তিন বছর যাবৎ লেখাপড়া করেন। এটা ছিলো তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়। সর্বমোট, বিশ বছরে তিনি লেখাপড়া শেষ করলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর চাচাত ভাই জনাব আযীয খান মরহুম এক ঐতিহাসিক পত্রিকার রচনা করেছেন, যাতে তিনি মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের শেষবর্ষ (১৩৪৪ হিজরী/১৯২৫ ইংরেজী) আয়াত-

لَقَدْ لَازَ لَوْزًا عَظِيمًا

থেকে বের করেছেন :

چو احمد کبیر و خان است مشتم بر یک زبان کو هر سال مشتم
شده و فارغ از علم دین مشتم بر یک مشتم لَقَدْ لَازَ لَوْزًا عَظِيمًا

ছাত্র জীবনের এ শেষ পর্যায়টি মুফতী সাহেবের জীবনের উপর অগ্নান নকশা ঐকে দিয়েছে। ইসলামী দর্শনে দক্ষতা আল্লামা মুশ্তাফ় আহমদ কানপুরী থেকে পেয়েছেন। দ্বিতীয় শিক্ষার সাথে সর্বনয় সম্পৃক্ততা এবং সত্য ও নিকলুষ ধর্ম ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হযুর সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার মতো উত্তম জাহানের অমূল্য সম্পদ হযরত সদরুল আফাযিলের নিকট থেকে লাভ করেছেন। হযরত সদরুল আফাযিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুফতী সাহেবকে কিছুটা পাঠদান করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি ও (হাদীসে পাকের অমীর ভাষায়) ‘মু’মিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি’ মুফতি সাহেবের সমগ্র ব্যক্তিত্বে সুন্দর পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মুফতী সাহেব এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, “আমার নিকট যা কিছু আছে সবই সদরুল আফাযিল দান করেছেন।” তিনি সদরুল আফাযিল মাওলানা ন’ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে আপন নামের সাথে ‘ন’ঈমী’ লিখতেন। মুফতী সাহেবকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করার অনুমতি ও সনদ প্রদান করেছেন-খোদা সদরুল আফাযিল সাইয়েদ মাওলানা ন’ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী কুদ্দিসা সিব্বাহু। পরবর্তীতে মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদেরকে এ সনদই প্রদান করতেন।

আ’লা হযরতের সাথে সাক্ষাৎ : বদায়ুনে অধ্যয়নকালে মুফতী সাহেব আ’লা হযরত ফাযিলে বেরলতীর পরিদরবারে হাযির হবার জন্য বেরিলী শরীফ তাসরীফ নিয়ে যান। খোদা মুফতী সাহেব বলেন, “মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে আমি আ’লা হযরতের দীদারের জন্য বেরিলী শরীফ হাযির হয়েছিলাম। তখন ২৭শে রজব নিকটবর্তী ছিলো। তাই, আ’লা হযরতের দরবারে মি’রাজ শরীফ উদ্দ্যাপনের প্রকৃতি পুরোদমে চলছিলো। সুতরাং এ ব্যস্ততার কারণে শুধু একটিবার মাত্র মজলিসে হাযির হবার সুযোগ হয়, যাতে আ’লা হযরতের দীদার বা সাক্ষাতের সৌভাগ্য নসীব হয়েছিলো। সর্বোপরি, আ’লা হযরতের প্রতি পূর্ণ ভক্তি-প্রতিভা আমার যিন্দেগীর বড় মূল্যবান মূলধন হয়ে রয়েছে।”

লেখনী : ইমামে আহলে সুন্নাত আ’লা হযরত ফাযিলে

রহমান', 'ইসলামী যিন্দগী', 'রহমতে খোদা ব-ওসীলা-ই-আউলিয়া', 'মু'আল্লিম-ই তাকরীর', 'মাওয়াইয়-ই নঈমিয়া', 'সফরনামা-ই হিজায় ও কিবলাতান্নিন' (হজ্জ ও যিয়ারত), 'হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া পর এক নয়র', 'ফাতওয়া-ই নঈমিয়া', 'রসাইলে নঈমিয়া' এবং খোৎবারাজির সমষ্টি 'খোৎবাত-ই নঈমিয়া'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত কিতাবগুলো দ্বীনী ইলুম ও ধর্মীয় সভা-মজলিসসমূহে অত্যন্ত আগ্রহ, ভালোবাসা ও ভক্তি সহকারে পড়া হয়।

মুফতী সাহেবের সমস্ত কিতাবের প্রকাশনার মহান কাজটি তাঁর স্নেহের দৌহিত্র সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ খান ও মুফতী ওলী শওক্ ধারাবাহিকভাবে অতি পরিশ্রম ও আগ্রহ সহকারে চালিয়ে আসছেন। সর্বদা তাঁদের ইচ্ছাও এটাই রয়েছে যেন মুফতী সাহেবের এই অতি জনপ্রিয় কিতাবগুলো উন্নত থেকে উন্নততর আঙ্গিকে পাঠক সমাজের নিকট নিয়মিতভাবে পেশ করা হয়। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, তাঁরা সফলতার সাথে তাঁদের এ মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাদান ও শিক্ষকতা : মুফতী সাহেব বিদ্যার্জন শেষ করা মাত্রই বিভিন্নস্থানে শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত সদরুল আফযিল তাঁকে 'জামেয়া নঈমিয়া, মুরাদাবাদ'-এর শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিও নিজেকে একজন 'উপযুক্ত শিক্ষক' হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন। মুরাদাবাদে শিক্ষক থাকাকালে ধুরাজীর কাঠিয়াওয়ায়ে প্রতিষ্ঠিত 'মাদুরাসা-ই মিসকীনিয়া'র পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সদরুল আফযিলের দরবারে ধুরাজীতে এমন একজন বহুগুণে গুণী ও উঁচু মানের আলিমে দ্বীন পাঠানোর জন্য দরখাস্ত করা হলো, যিনি শিক্ষাদান, ফাতওয়া ও খোৎবা প্রদানসহ যাবতীয় ধর্মীয় দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন। সদরুল আফযিল মুফতী সাহেবকে ধুরাজী চলে যাবার হিদায়ত করলেন। মুফতী সাহেবও তাই করলেন। 'মাদুরাসা-ই মিসকীনিয়া', ধুরাজীতে, বাহ্যিকভাবে দেখতে কমবয়স্ক মুফতী সাহেব মাদুরাসা ব্যবস্থাপকদেরকে তাঁর জ্ঞানগত পূর্ণতা ও মহাগুণীজনসুলভ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একেবারে হতবাক করে দিয়েছিলেন। তখনই তাঁরা বলে উঠলেন, "সদরুল আফযিল" তো আমাদের নিকট 'বাহরুল উলুম' (জ্ঞান-সমুদ্র) পাঠিয়েছেন।" কিছুদিন পর শিক্ষাদানের খাতিরেই মুফতী সাহেব পুনরায় 'জামেয়া নঈমিয়া', মুরাদাবাদে তাশরীফ নিয়ে আসেন। মুরাদাবাদ থেকে তাঁকে ভক্তি শরীফ, জিলা, গুজরাত (পাকিস্তান)-এর সাইয়েদ জালাল উদ্দীন শাহ সাহেবের 'দারুল উলুম'-এ প্রেরণ করা হলো। এখানে তাঁর মন বসলো না। তাই তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য লাহোর আসলেন। তখনকার দিনে সাহেবযাদা সাইয়েদ মাহমুদ শাহ সাহেব (পীর বেলায়ত শাহ সাহেবের পুত্র) 'হিবুল আহনাফ', লাহোরে শিক্ষার্জন করছিলেন। তিনি সাইয়েদ আবুল বরকাত সাহেবের মাধ্যমে মুফতী সাহেবের খিদমতে দরখাস্ত করলেন যেন তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে না গিয়ে গুজরাতের 'আঞ্জুমানে

খোদামুস সূফিয়াহ'র 'দারুল উলুম'-এ শিক্ষাদানের মহান দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। কারণ, সেখানে একজন দক্ষ আলিমে দ্বীনের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং গুজরাতবাসীদের সৌভাগ্য যে, মুফতী সাহেব তাতে রাজী হয়ে যান। অতঃপর তিনি গুজরাতের এবং গুজরাতও তাঁর হয়ে র'য়ে গেলেন।

উপরিলিখিত দারুল উলুমে তিনি অন্ততঃ ১২/১৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। গুজরাতেই তিনি 'মসজিদ-ই গাউসিয়া' (চক, পাকিস্তান)-এ নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর কোরআন মজীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। দীর্ঘ ১৯/২০ বছরের প্রথমবারের মতো গোটা কোরআন মজীদের শিক্ষা দেওয়া হলো। অতঃপর দ্বিতীয় বার আরম্ভ করা হলো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলুম গাউসিয়া নঈমিয়া'ও দীর্ঘকাল যাবৎ গুজরাতে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়াতে থাকে।

ব্যক্তিত্ব : মুফতী সাহেবের ব্যক্তিত্বের অনন্য দিক এটাই ছিলো যে, তিনি সময়ের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিতেন। আর নিজ কার্যাবলীতে সময়ের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রতিটি কাজ খুবই সুন্দরভাবে নিজের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে নিতেন। এমনকি, তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখে মানুষ সময় নির্ণয় করে নিতে পারতেন। সব সময় সঠিক সময়ে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বলাবাহুল্য, তিনি ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শরীয়ত যাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। নামায, কোরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ এবং হজ্জ ও যিয়ারতের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিলো। তিনি কয়েকবার হজ্জ করেছিলেন এবং যিয়ারতের জন্যও তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি সফররত থাকাকালেও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতেন। মোটকথা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করার জন্য এই কয়েকটা পৃষ্ঠা অতি নগণ্যই।

হৃদয়-বিদারক ওফাত : ৩রা রমযানুল মুবারক, ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ২৪ই অক্টোবর, ১৯৭১ ইংরেজী মুফতী সাহেব কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর আপন প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হন। তাঁর ইন্তিকালের কারণে ইসলামী বিশ্ব এক অতি উঁচু মানের দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ও গৌরবময় লেখককে হারালো বটে, কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ্মান প্রদীপ সব সময় আলো বিকিরিত করতে থাকবে। তাঁর ওরস প্রতি বছর ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর তারই মাযার শরীফে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান রোড, চক পাকিস্তান, গুজরাতে, অতি জাঁকজমক ও পূর্ণ ভক্তি সহকারে শরীয়তের আলোকে অনুষ্ঠিত হয়।

রহমান', 'ইসলামী শিক্ষণী', 'রহমতে খোদা ন-ওসীলা-ই-আউলিয়া', 'মু'আখ্খিম-ই তাকুরীর', 'মাওয়াই-ই নঈমিয়া', 'সফরনামা-ই হিজায় ও ক্বিবলাতান্না' (হজ্জ ও যিয়ারত), 'হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া পর এক নযর', 'ফাতওয়া-ই নঈমিয়া', 'রসাইলে নঈমিয়া' এবং খোৎবারাজির সমষ্টি 'খোৎবাত-ই নঈমিয়া'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত কিতাবগুলো দ্বীনী ইলম ও ধর্মীয় সভা-মজলিসসমূহে অত্যন্ত আগ্রহ, ভালোবাসা ও ভক্তি সহকারে পড়া হয়।

মুফতী সাহেবের সমস্ত কিতাবের প্রকাশনার মহান কাজটি তাঁর রেহের দৌহিত্র সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ খান ও মুফতী ওলী শওক্ ধারাবাহিকভাবে অতি পরিশ্রম ও আগ্রহ সহকারে চালিয়ে আসছেন। সর্বদা তাঁদের ইচ্ছাও এটাই রয়েছে যেন মুফতী সাহেবের এই অতি জনপ্রিয় কিতাবগুলো উন্নত থেকে উন্নততর আঙ্গিকে পাঠক সমাজের নিকট নিয়মিতভাবে পেশ করা হয়। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, তাঁরা সফলতার সাথে তাঁদের এ মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাদান ও শিক্ষকতা : মুফতী সাহেব বিদ্যার্জন শেষ করা মাত্রই বিভিন্নস্থানে শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত সদরুল আফযিল তাঁকে 'জামেয়া ন'ঈমিয়া, মুরাদাবাদ'-এর শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিও নিজেই একজন 'উপযুক্ত শিক্ষক' হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন। মুরাদাবাদে শিক্ষক থাকাকালে ধুরাজীর কাঠিয়াওয়ায়ে প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসা-ই মিসকীনিয়া'র পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সদরুল আফযিলের দরবারে ধুরাজীতে এমন একজন বহুগুণে ওলী ও উচ্চ মানের আলিমে দ্বীন পাঠানোর জন্য দরখাস্ত করা হলো, যিনি শিক্ষাদান, ফাতওয়া ও খোৎবা প্রদানসহ যাবতীয় ধর্মীয় দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন। সদরুল আফযিল মুফতী সাহেবকে ধুরাজী চলে যাবার হিদায়ত করলেন। মুফতী সাহেবও তাই করলেন। 'মাদ্রাসা-ই মিসকীনিয়া', ধুরাজীতে, বাহ্যিকভাবে দেখতে কমবয়স্ক মুফতী সাহেব মাদ্রাসা ব্যবস্থাপকদেরকে তাঁর জ্ঞানগত পূর্ণতা ও মহাওলীজনসুলভ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একেবারে হতবাক করে দিয়েছিলেন। তখনই তাঁরা বলে উঠলেন, "সদরুল আফযিল তো আমাদের নিকট 'বাহরুল উলূম' (জ্ঞান-সমুদ্র) পাঠিয়েছেন।" কিছুদিন পর শিক্ষাদানের খাতিরেই মুফতী সাহেব পুনরায় 'জামেয়া ন'ঈমিয়া', মুরাদাবাদে তাশরীফ নিয়ে আসেন। মুরাদাবাদ থেকে তাঁকে ভক্তি শরীফ, জিলা, গুজরাত (পাকিস্তান)-এর সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন শাহ সাহেবের 'দারুল উলূম'-এ প্রেরণ করা হলো। এখানে তাঁর মন বসলো না। তাই তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য লাহোর আসলেন। তখনকার দিনে সাহেবযাদা সাইয়্যেদ মাহমুদ শাহ সাহেব (পীর বেলায়ত শাহ সাহেবের পুত্র) 'হিযবুল আহনাফ', লাহোরে শিক্ষার্জন করছিলেন। তিনি সাইয়্যেদ আবুল বরকাত সাহেবের মাধ্যমে মুফতী সাহেবের খিদমতে দরখাস্ত করলেন যেন তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে না গিয়ে গুজরাতের 'আঞ্জুমানে

খোদামুস সূফিয়াহ'র 'দারুল উলূম'-এ শিক্ষাদানের মহান দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। কারণ, সেখানে একজন দক্ষ আলিমে দ্বীনের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং গুজরাতবাসীদের সৌভাগ্য যে, মুফতী সাহেব তাতে রাজী হয়ে যান। অতঃপর তিনি গুজরাতের এবং গুজরাত ও তাঁর হয়ে র'য়ে গেলেন।

উপরিবিস্তৃতি দারুল উলূমে তিনি অস্ততঃ ১২/১৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। গুজরাতেই তিনি 'মসজিদ-ই গাউসিয়া' (চক, পাকিস্তান)-এ নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর কোরআন মজীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। দীর্ঘ ১৯/২০ বছরের প্রথমবারের মতো গোটা কোরআন মজীদের শিক্ষা দেওয়া হলো। অতঃপর দ্বিতীয় বার আরম্ভ করা হলো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম গাউসিয়া ন'ঈমিয়া'ও দীর্ঘকাল যাবৎ গুজরাতে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়াতে থাকে।

ব্যক্তিত্ব : মুফতী সাহেবের ব্যক্তিত্বের অনন্য দিক এটাই ছিলো যে, তিনি সময়ের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিতেন। আর নিজ কার্যাবলীতে সময়ের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রতিটি কাজ খুবই সুন্দরভাবে নিজের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে নিতেন। এমনকি, তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখে মানুষ সময় নির্ণয় করে নিতে পারতেন। সব সময় সঠিক সময়ে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বলাবাহুল্য, তিনি ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শরীয়ত যাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। নামায, কোরআন তিলাওয়াত, দুর্গদ শরীফ পাঠ এবং হজ্জ ও যিয়ারতের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিলো। তিনি কয়েকবার হজ্জ করেছিলেন এবং যিয়ারতের জন্যও তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি সফররত থাকাকালেও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতেন। মোটকথা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করার জন্য এই কয়েকটা পৃষ্ঠা অতি নগণ্যই।

হৃদয়-বিদারক ওফাত : ওরা রমযানুল মুবারক, ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ২৪ই অক্টোবর, ১৯৭১ ইংরেজী মুফতী সাহেব কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর আপন প্রকৃত ব্রতের সাথে মিলিত হন। তাঁর ইন্তিকালের কারণে ইসলামী বিশ্ব এক অতি উচ্চ মানের দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ও গৌরবময় লেখককে হারালো বটে, কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ্মান প্রদীপ সব সময় আলো বিকিরিত করতে থাকবে। তাঁর ওরস প্রতি বছর ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর তারই মাযার শরীফে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান রোড, চক পাকিস্তান, গুজরাতে, অতি জাঁকজমক ও পূর্ণ ভক্তি সহকারে শরীয়তের আলোকে অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গানুবাদক পরিচিতি

জন্ম : 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদক আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামে, এয়াসীন নগর এলাকার আবাদকারী হিসেবে খ্যাত হযরত গাযী খলীফার ★ পুত্র হযরত গোলাম আলী খলীফার সম্ভ্রান্ত বংশে, বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকের (১৯৬০ ইং) এক শুভদিনে (বৃহস্পতিবার) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মুহাম্মদ এজহারুল হক, পিতামহ মৌলভী নবীর আহমদ এবং প্রপিতামহ স্বনামধন্য জনাব আসাদ আলী খলীফা। অনুবাদক, যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকুত, ওস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস হযরতুল আলামা আলহাজ্জ ক্বাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব মুদাযিনুল্ল আলী'র জামাতা।

শিক্ষা : তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সমাপ্ত করেন। তারপর উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া' থেকে 'দাখিল', 'আলিম', 'ফায়িল' ও 'কামিল' (মুহাদিস-১৯৭৮ ইং), অতঃপর চট্টগ্রামের প্রাচীনতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে 'কামিল' (ফক্বী-১৯৭৯ ইং) অত্যন্ত কৃতিত্বের (মেধা তালিকাভুক্ত) সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন এবং ১৯৮৩ সালে আলাওল কলেজ থেকে বি, এ (পাশ) সনদ লাভ করেন।

বলা বাহুল্য, তিনি শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল ওলামা ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরতুল আলামা আলহাজ্জ ক্বাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব, গায্বালী-ই-যমান শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আলামা আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন সাহেব, মুফতী-ই-যমান ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আলামা আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মরহুম মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব, ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আলামা আলহাজ্জ হাফেয ক্বারী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল জলীল সাহেব, মুহাদিসে যমান শায়খুল হাদীস হযরতুল আলামা মরহুম ফয়লুল করীম নক্শবন্দী সাহেব, মুহাদিসে যমান হযরতুল আলামা মরহুম ইয়াহুয়া সাহেব, মুহাদিসে যমান হযরতুল আলামা আবদুল আউয়াল ফোরকানী সাহেব, এবং মুফতী-ই আহলে সুন্নাত শেরে মিল্লাত আলহাজ্জ মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব প্রমুখ দেশবরেণ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা কেরাম ও বুয়র্গানে দ্বীনের ছাত্রত্ব লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কর্মজীবন : দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা থেকে তাঁর কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়। ১৯৭৯ ইং থেকে ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত এ মাদ্রাসায় মুহাদিস হিসেবে দ্বীনী শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালন করেন। এরপর ১৯৯৫ ইংরেজীতে চট্টগ্রামস্থ আহছানুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন আরবী সাহিত্যের পাঠ দান করেন। তারপর ১৯৯৭ ইংরেজীতে চট্টগ্রাম গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ইত্যবসরে, তিনি দেশের সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক মাসিক পত্রিকা 'তরজুমান-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত'-এর সহকারী ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাত (ইউ, এ, ই)'র দুবাইতে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তিনি তাঁর কর্মজীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৯১ ইংরেজীতে দুবাইর কেন্দ্রস্থলে একটি প্রাইভেট যৌথ ব্যবসাও আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে স্বদেশেও একটি গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ক্বায়েম করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৯১ ইংরেজীতে দুবাইর কেন্দ্র স্থলে 'সাদিয়া টাইপিং ইন্সটিটিউশন' নামের একটি প্রাইভেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনি সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর ১৯৯৮ ইংরেজীতে একই ইমারতের দেয়া দুবাইতে 'আল-মারজান টাইপিং ইন্সটিটিউশন' নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান ক্বায়েম করে বিগত ২০০৩ ইংরেজী পর্যন্ত তা পরিচালনা করেন।

লেখালেখি :

১. চট্টগ্রাম ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতাকালে চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত 'মানিক তরজুমান-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত'-এর সহকারী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। (১৯৭৯-১৯৮৭ ইং)
২. ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে 'ধর্মীয় কথিকা' লিখন ও পঠনের সুযোগ পান। (১৯৮০-১৯৮৭ ইং)
৩. তা'ছাড়া পত্র-পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে স্বনামে ও ছদ্মনামে লেখালেখি করেন।
৪. এ পর্যন্ত কয়েকটি ধর্মীয় বই-পুস্তক অনুবাদ সম্পাদনা ও প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বইগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

ক) অনূদিত :

১. তরজমা-ই কোরআন ও তাফসীর 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান', মূল লেখক- আ'লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেয়া খান বেরলভী ও সদরুল আফায়িল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (ভারত) [রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]। ১২০০ পৃষ্ঠায় ১ ও ৩ খণ্ডে প্রকাশিত।
২. তরজমা-ই কোরআন ও তাফসীর 'কানযুল ঈমান ও নুরুল ইরফান'। মূল লেখক- যথাক্রমে, আ'লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেয়া খান বেরলভী ও হাকীমুল উম্মত মুফতী আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী (পাকিস্তান) [রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]। ১৮০০ পৃষ্ঠায় ২ খণ্ডে প্রকাশিত।
৩. 'ফয়যানে সুন্নাত'। মূল লেখক- আমীর-ই আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ক্বাদেরী (পাকিস্তান) [মুদাযিনুল্ল আলী]। ১১৮৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।
৪. 'ফয়যানে রমযান'। মূল লেখক- আমীর-ই আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ক্বাদেরী, পাকিস্তান [মুদাযিনুল্ল আলী]। ৫১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।
৫. 'বরকাতে মীলাদ শরীফ' মূল লেখক- মাওলানা শফি উকাড়ভী (পাকিস্তান), ৬. 'নূরের নবীই মানবরূপে' [পায়করে নূর (উর্দু)], প্রকাশিত।
৭. 'আঁধার থেকে আলোর দিকে' (আন্ধারে সে উজ্জালে কী তরফ (উর্দু)], প্রকাশিত।
৮. 'দেওবন্দী আলিমগণ ও য়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ' (ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেয়া খান বেরলভী) প্রকাশিত।

★ স্বীকৃতি (প্রতিনিধি) : 'তদানীন্তন নবাব কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। তাঁর অগাধ ধর্মীয় জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি এ সম্মানজনক উপাধি ও প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হন।

খ) প্রণীত :

১. 'হজ্জ বাইতুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়রাহ' [সচিত্র পূর্ণাঙ্গ হজ্জ গাইড]। ২. মোং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভ্রাতৃ তাফসীরের স্বরূপ উন্মোচন, ৩. 'শিয়া ও মওদুদী মতবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক'।
বহির্বিষয় সফর :

১. চাকুরী ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে দুবাই (ইউ.এ.ই.) যাত্রা করেন ১৯৮৭ ইংরেজীর ১৬ই মে। আজ পর্যন্ত সেখানকার ভিসা ধারণ করছেন। চাকুরি ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে সেখানেই বেশির ভাগ সময় অবস্থান করেন।
২. ১৯৮৯ ইং, ১৯৯০ ইং, ১৯৯৩ ইং ও ১৯৯৮ ইংরেজীতে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা শরীফ (সৌদী আরব) সফর করেন।
৩. ১৯৯৯ ইংরেজীতে 'এরাবিয়ান গার্ল'-এর অন্যতম রাষ্ট্র কাতার সফর করেছেন।
৪. ২০০২ ইংরেজীতে 'দাওয়াতে ইসলামী' কর্তৃক বিশ্ব ইজতিমায় আমন্ত্রিত হয়ে পাকিস্তানের মুলতান, লাহোর ও করাচি সফর করেন।

সামাজিক/প্রাতিষ্ঠানিক অবদান :

ক) স্বদেশ :

১. 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'র প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও পরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। (১৯৮০-১৯৮৬) বর্তমানে এ সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' নামক রাজনৈতিক দলের অঙ্গ (ছাত্র) সংগঠন।
২. 'গুলশান-ই হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠা সিনিয়র সহ-সভাপতি। (১৯৯০ ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠিত)
৩. ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা।
৪. 'রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স; চট্টগ্রাম' এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। (স্থাপিত-২০০০ ইং সালের ১লা জানুয়ারী।) [বর্তমানে ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম]

খ) বিদেশে :

দুবাই নগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা' (স্থাপিত-১৯৮৯ ইং) নামে একটি ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন। আর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

বায় 'আত গ্রহণ : উপমহাদেশের প্রখ্যাত ও কামিল ওলী, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ ইত্যাদির লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আধ্যাত্মিক পেশোয়া (পথ-নির্দেশক) হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যাব শাহ সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)র হাতে বা'আতের সুন্নাহ পালন করেন বিগত ১৯৭৬ ইংরেজীতে। আপন মূর্শিদে বরহকের আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও দো'আ তাঁর জীবনের অন্যতম পথ-নির্দেশক ও পাথর বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

গণীজন হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি :

কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান

(রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) কৃত 'কানযুল ইমান' এর সাথে সংযোজিত দু'টি তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' এবং 'নূরুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ সহ বহুমুখী খিদমতের নিরিখে 'রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ' তাঁকে (২০০৩ ইং) গণীজন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে তাঁকে প্রসিদ্ধ 'আদর্শ লেখক ফোরাম' [আলিফ]ও তাঁর বিভিন্ন অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'গণীজন' হিসেবে সংবর্ধনা দেন।

কোরআনের অনুবাদ/তাফসীরের বঙ্গানুবাদের উদ্দেশ্য :

পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে পবিত্র কোরআনের অনুবাদের সূচনা হয় উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। বাংলাদেশে মাওলানা আমীর উদ্দীন (বসুনিয়া) ও মাওলানা নঈম উদ্দীন (টাঙ্গাইল) প্রমুখ বাংলা ভাষায় আল-কোরআনুল করীমের বঙ্গানুবাদের সূচনা করলেও তাঁদের সেই অনুবাদ দীর্ঘদিন থেকে দুর্বল হয়ে আছে। বাজারে যেসব বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই ভারত ও পাকিস্তানে প্রকাশিত উর্দু ভাষা থেকে অনূদিত। ওই অনুবাদগুলোতেও রয়েছে বহু বিতর্কিত কথাবার্তা। উপমহাদেশে কোরআন-ই পাকের অনুবাদ ও তাফসীরের পরম্পরায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভীর অনুবাদ 'কানযুল ইমান' উর্দু ভাষায় নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তদসঙ্গে, সদরুল আফযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী ও হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী কৃত তাসফীর যথাক্রমে, 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান' উপমহাদেশের সাধারণ ও বিশেষ মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। সুতরাং সেই 'অনুবাদ' ও 'তাফসীর' দু'টি বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে বাংলাভাষী কোরআনের জ্ঞান-পিপাসুগণ বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং তিনি এ দু'টি 'তরজমা-তাফসীর'-এরই সরল বাংলায় অনুবাদ করেন।

বিগত ১৯৯৫ ইংরেজীতে 'কানযুল ইমান ও খাযাইনুল ইরফান' প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রশিদ-এর গবেষণানুসারে এটাই হচ্ছে বৃহত্তর চট্টগ্রামে কারো সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কোরআনের প্রথম অনুবাদ ও তাফসীর। তাই ড. মুহাম্মদ রশিদ সাহেব বঙ্গানুবাদক মহোদয়কে 'সাইয়্যাদুল মুতারজিমীন' উপাধিতেও ভূষিত করেন উক্ত তরজমা ও তাফসীরের অনুবাদ-গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসবে।

বাকী রইলো শেষোক্ত গ্রন্থটো। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, 'কানযুল ইমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর অনুবাদ কর্ম ও প্রকাশনার সূচনালাগ্নে অনুবাদক আপন মূর্শিদে কামিল হযরতুল আল্লামা হযূর কেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যাব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতময় দরবারে দো'আর জন্য আবেদন জানালে হযূর কেবলা তজ্ঞনা খুশী হন। আর এর অব্যবহিত পরেই 'কানযুল ইমান ও নূরুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনার বরকতময় নির্দেশ প্রদান করে বিশেষভাবে দো'আ করেন। আপন মূর্শিদে কামিলের এ বরকতময় নির্দেশ ও দো'আর উত্তর হয়ে বঙ্গানুবাদক আল্লাহ পাকের তাওফীকক্রমে ওই গ্রন্থটিরও অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং তাতে সফলকাম হন।

এ উভয় গ্রন্থ বাংলাভাষী পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের পরিচর্য্য করুক এবং মহান আল্লাহ লেখক ও পাঠক উভয়কে উভয় জাহানে ধনা করুন আর বঙ্গানুবাদককে তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিন- এটাই একান্ত কামনা ও প্রার্থনা। আমীন!!

আ'লা হযরত কৃত তরজমা-ই কোরআন 'কান্যুল ঈমান' শ্রেষ্ঠ কেন?

আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত তরজমা-ই কোরআন 'কান্যুল ইমান' শ্রেষ্ঠ কেন?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

কোরআন করীম আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব ও মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পয়গাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মহান গ্রন্থের সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর প্রসার ও প্রচারে নিজের সারাটা বরকতময় জীবন ব্যয় করেন। এর প্রত্যেকটা ক্বানুন বা বিধান অনুসারে নিজেও কাজ করেন, অপরকেও তদনুযায়ী কাজ করার কঠোরভাবে তাকীদ দেন। বারংবার আপন মুবারক ও সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাণীসমূহে এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওই শোভাসমৃদ্ধ প্রচেষ্টাদির ভিত্তিতে কোরআন করীমকে প্রতিটি মুসলমান স্বীয় প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবাসেন। ওলামা কেলাম এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন।

কোরআন করীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, সেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাভাষী মুসলমানই সেটার অনুবাদ আপন আপন ভাষায় করেছেন। এ কারণে সারা দুনিয়ায় কোরআনের অনুবাদের সংখ্যা অগণিত। এ অনুবাদসমূহের প্রাচুর্য এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আজতক কোরআন করীমের কোন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ 'অনুবাদ' অস্তিত্বে আসা সম্ভবপর হয় নি। আক্বা-ই দু'জাহান, সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (আমার মাতাপিতা তাঁরই পাক চরণে কোরবান হোন!)-এর এই ফরমান মুবারক-

وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كُفْرَةِ الرَّبِّ وَلَا يَقْبِضُ عَنْجَائِهِ

(অর্থাৎ না এর রহস্যাবলী নিঃশেষ হবে, না তা অধিক পাঠ-পর্যালোচনা ও বারংবার আবৃত্তির কারণে পুরাতন হবে।) অতি ব্যাপক মাহাত্ম্যবোধক। বস্তুতঃ এ মহান বাণী এরই প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ দুনিয়া স্থির থাকা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে কোরআন করীমের অনুবাদের অধিকাংশই উর্দু ভাষায় করা হয়েছে। এসব অনুবাদের অগ্রণী হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের খানদান। এর পরও অনুবাদ হতে থাকে। সুতরাং এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো সম্পূর্ণ ছিলো না। বিশেষ করে, শাহ আবদুল ক্বাদেরের 'অনুবাদ' মাহাত্ম্যানুধাবনে একেবারেই অপূর্ণ। মৌলভী আশরাফ আলী খানভীর 'অনুবাদ' বুঝার জন্য কিছুটা অনুকূলে ছিলো, কিন্তু তাতে এ ত্রুটি ছিলো যে, অনুবাদ নিছক ভাসাভাসাভাবে করে দেওয়া হয়েছে। কতিপয় বিষয়, যেগুলো

অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, সেগুলোকে তাতে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে এক শব্দ এক স্থানে যে অর্থ প্রদান করেছে অন্যস্থানেও খানভী সাহেবের অনুবাদে তা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ তা সেখানে প্রযোজ্য ছিলো না। কারণ, কোরআন করীমের বর্ণনাভঙ্গীতে এক বিশেষ নিয়ম আছে, যা অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। এর উপমা-উপমিতি, অলঙ্কারিক ইঙ্গিত ও তুলনাসমূহের ধরন পৃথিবীর সমস্ত ভাষারই ব্যতিক্রম।

উপরোক্ত বিবরণ এ প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, কোরআন করীমের অন্য কোন ভাষায় যথাযথ অনুবাদ হতে পারে কিনা। এ প্রশ্নটার জবাব অতি সহজ- কোরআন করীমের যথাযথ হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায়ই সম্ভবপর নয়। এমনকি, যদি আরবী ভাষারই সমার্থক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, তবুও মাহাত্ম্য বহু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। আর কোরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্যই তাতে অনুপস্থিত থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে ইবনে ক্বোতায়বার অভিনব হচ্ছে- "কোরআন যেই বর্ণনাভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে সেই বর্ণনাভঙ্গীর উদাহরণ সেটা নিজেই।" এ কারণে কোন অনুবাদকই কোরআন করীমের হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় যথাযথভাবে করতে পারে না। যেভাবে অনুবাদকগণ 'ইন্জিল শরীফ'-এর অনুবাদ 'সুরিয়ানী ভাষা থেকে 'হাবশী' ও 'কুর্দী' ইত্যাদি ভাষায় করে নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে 'যাবুর' ও 'তাওরীত' এবং অন্যান্য খোদায়ী কিতাবাদির অনুবাদও আরবী ভাষায় করে নেওয়া হয়েছিলো। কারণ, অনারবীয় (عجمي) ভাষাগুলোর রূপকের (مجاز) ওই প্রশস্ততা নেই, যা আরবী ভাষায় রয়েছে। এ কারণে কোরআন করীমের যথাযথ অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় করে নেওয়াও দুঃসাহ্য কাজ। কোরআন করীম থেকেই এর কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, যা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হবে যে, কোরআন করীমের অনুবাদ করা কতই কঠিন ব্যাপার।

প্রথম আয়াতঃ

(সূরা আনফাল : আয়াত ৫৮)

وَأَسْأَلُكُمْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

বস্তুতঃ এখানে এমন প্রতিশব্দাবলী আনা সম্ভবপর নয়, যেগুলো ওই সব শব্দের বিস্তৃততম অনুবাদ হয় এবং ওই সব প্রতিশব্দে অনুরূপ মাধুর্যও পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

(সূরা কাহুফ : আয়াত ১১)

لَفْزُنَا عَلَىٰ أَذِلَّهُمْ لِي الْكُفَّ بِسَبِّ غَدَا

যদি কোরআনের এ বাণীকে যথাযথ প্রতিশব্দাবলীর আকারে উচ্চারণ করতে চান, তবে তা তো সম্ভবপর হবে না। তবে এর অর্থটা অবশ্য জানা যেতে পারে মাত্র।

সুতরাং এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, কোরআন করীমের অনুবাদ যথাযথভাবে করা যেতে পারে না। তাহলে কি এ কথাই বলে দেওয়া যথেষ্ট যে, “কোরআন করীমের যথাযথ অনুবাদ করা যেহেতু সম্ভবপর নয়, সেহেতু তা ত্যাগ করো!” কখনো নয়; বরং কোরআনের অনুবাদও করা যাবে, আর ব্যাখ্যা-তাকসীরও করা যাবে। তবে হাঁ, এ চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে যেন ‘তরজমা’ ও ‘তাকসীর’ (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) বিতর্ক হয়।

কিন্তু উক্ত অনুবাদকণণ যে বিশেষ বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন, তা হচ্ছে— তাঁরা আ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লামকে (ফিদাহ্ আবী ওয়া উম্মী) যেখানে কোরআনে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে ওই আদব বা শালীনতা বজায় রাখেন নি, যা হযর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে শোভা পায়; বরং তাঁদের অনুবাদে এক প্রকার ব্যাধিই থেকে গেছে বলা যায়। সে কারণে উক্ত সব তরজমা দেখে আল্লাহর রসূলের প্রেমিক ও আশিকগণ অন্তরে দুঃখ পান। তাছাড়া, এসব অনুবাদে কোন কোন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত যুল জালালি ওয়াল ইক্রাম-এর জন্যও এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর মহা মর্যাদায় মোটেই শোভা পায় না; বরং তাঁর জন্য ওই সমস্ত শব্দের ব্যবহার করা বেয়াদবীরই শামিল। অথচ যে কোন ভাষার অপরাপর ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ওই ভাষার আদাব বা নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয়। কোরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাচনভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি অনুসারে সেটার অর্থও ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি প্রতিটি স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে মাহাত্ম্য সঠিক হবে না। নিম্নে এমন সব শব্দের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো:

خدع-مكر-هدى-علم-ضال-وحى-مؤمن-شاکر

এতদ্ব্যতীত, আরো এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলোর অর্থ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আল্লাহ তা‘আলা কোরআন মজীদে হযর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (মধ্যম পুরুষ একবচন-এর সর্বনাম) দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এটা অবশ্যই নয় যে, অনুবাদ করার সময় উর্দু ভাষায়ও ওই শব্দ ব্যবহৃত হবে। উর্দু ভাষায় ‘تو’ (তু) দ্বারা বড়কে সম্বোধন করা বে-আদবী। অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার জন্য (তু) ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, তিনি মালিক ও স্রষ্টা এবং বান্দাদের অন্তরের খবর জানেন। কিন্তু হযর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ‘تو’ (তু) ব্যবহার করা উর্দু ভাষায় শালীনতার পরিপন্থী।

উপরোক্ত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা ও যথাযথ অর্থের ব্যবহার নিম্নে

দেখানো হলো:

□ ' خدع ' -এর অর্থ হচ্ছে ‘অন্তরে যা আছে তা ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করে কাউকে ওই বস্তু থেকে অন্য দিকে ফেরানো, যার জন্য সে তৎপর হয়। যখন এ শব্দটা আল্লাহ ও রসূলের শত্রুর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন সেটার অর্থ হবে এক ধরনের। আর যখন এ শব্দটা আল্লাহর জন্য পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটার অর্থ হবে অন্য ধরনের। উভয় ক্ষেত্রে একই অর্থ ব্যবহার করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। যেমন এভাবে বলা— ‘তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় আর আল্লাহও তাদেরকে ধোঁকা দেয়।’ এটা জঘন্য ভুল। আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু তাঁর ‘অনুবাদে’ ওই বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গ যত্নবান রয়েছেন। কিন্তু কোরআনের প্রায় সব উর্দু অনুবাদক ও তাঁদের অনুসারীরা সেদিকে নজর দেন নি।

□ ' مكر ' মানে ‘কাউকে বিভিন্ন অজুহাতে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিরত রেখে অন্য দিকে তার ধ্যান-ধারণাকে ফিরিয়ে দেওয়া।’ এটা দু’প্রকারঃ ১. যদি তার উদ্দেশ্য কোন ভালো কর্ম সম্পন্ন করাই হয়, তবে তা ভালো। অন্যথায় মন্দ। এখন -এর অনুবাদ এভাবে করা— ‘আল্লাহর প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম’ জঘন্য ভুল হবে। কারণ, (غَيْرُ الْمَاكِرِينَ) -এর মধ্যে মকর শব্দটা যেহেতু আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু এর অর্থ হবে ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রশংসিত তদ্বীর-ব্যবস্থাপনার মালিক’। কিন্তু কান্দারদের জন্য ব্যবহৃত মকর -এর অর্থ হবে ‘তাদের মন্দ চক্রান্ত’। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ভালো ও প্রশংসনীয়। তাই আল্লাহ তা‘আলা হলেন ‘প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনাকারী’। এতদ্বিত্তিতে, মকর শব্দের কয়েকটি যথার্থ ব্যবহারের উদাহরণ দেখুন—

এ শব্দটি অন্যস্থানে ‘মন্দ চক্রান্তসমূহ’-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

وَلَا يَجْعَلُ الْكُفْرُ الشَّيْءَ إِلَّا بِأَفْئِيلِهِ

অর্থাৎ “মন্দ চক্রান্তকারীর কুফল চক্রান্তকারীর উপরই বর্তায়।” (সূরা ফাতির : আয়াত ৪৩) অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে—

وَأَذِّنْ لِكُرْبِكِ الْيَوْمَ تَكْفُرُوا

অর্থাৎ “এবং হে মাহবুব, সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ওই সময়কে স্বরণ করুন! যখন কান্দারগণ আপনার সম্পর্কে মন্দ চক্রান্ত করছিলো।” (সূরা আনফাল : আয়াত ৩০)

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا

অর্থাৎ “এবং তারা এক চক্রান্ত করেছে (মন্দ অর্থে), আর আমিও এক তদ্বীর করেছি” (ভাল অর্থে)। অর্থাৎ তারা মন্দ চক্রান্তাবলী অবলম্বন করেছে, আর আমি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

কারো কারো মতে, আল্লাহর মকর -এর অর্থ— ‘বান্দাকে অবকাশ দেওয়া ও পার্শ্ব মাল-সামগ্রীতে প্রাচুর্য প্রদান করা।’ যেমন, আমীরুল মু‘মিনীন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন—

مَنْ وَتَعَ عَلَيْهِ ذَنْبُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَكْرًا بِهِ فَهُوَ مَغْلُوقٌ فِي عَقْلِهِ

অর্থাৎ “যার জন্য তার দুনিয়াকে প্রশংসা

اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے لفظ خیالات کا علم (قطعاً ثابت ہوا)
آپ جتنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ پار سکے نہ مددگار۔

(اشترط الحاقی و بی بندی)

[এবং যদি আপনি অনুসরণ করতে থাকেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের (ওহী দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য) জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য খোদা থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু বের হয়ে আসবে, না সাহায্যকারী। -আশুরাফ আলী থানভী সাহেব দেওবন্দী]

اور نہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آچکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے۔ (ابوالاعلیٰ مودودی)

নিতুবা যদি ওই জ্ঞানের পর, যা তোমার নিকট এসেছে, তুমি তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী তোমার জন্য নেই। -মওদদী কত তাফহীমুল কোরআন।

□ এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো, তবে ঈশ্বরের (শান্তি হইতে রক্ষা করিবার) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। -গিরিশ চন্দ্র সেন

□ যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন ওই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।
-মুফতী শফী* কৃত মা'আরেফুল কোরআন

□ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। -আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

اور (اے سننے والے کسے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہو ابعد اس کے کہ تجھے علم آچکا تو اللہ سے تیرا کوئی پچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ (المعمرت)

।এবং (হে শ্রোতা! যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-
 বুশীর অনুসরণ করো, তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে
 আল্লাহ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না
 সাহায্যকারী। -কানযুল ইমান কৃত, আ'লা হযরত।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহনাহুয়াহি আলায়হি
ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদগুলোতে আলোচ্য আয়াতে
সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের
প্রতি দেখানো হয়েছে। ফলে, তাঁদের অনুবাদে নবী করীম
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'মাসূম হওয়া'র প্রতি
সন্দেহের উদ্রেক হয়। না'উযুবিল্লাহ! যেই নিষ্পাপ নবীর
প্রশংসায় কোরআনের পাতাসমূহ ভরপুর, যাকে
مُذِّبِرٌ - مُؤَمِّلٌ - بَئْسَ - طُهُ

করা হয়েছে, হঠাৎ করে তাঁকে কি এ ধরনের ধমক ও তিরস্কারসূচক শব্দাবলী দ্বারা আঘাত তা 'আলা সবেধান করবেন? আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেও কোনরূপ ধমক তিরস্কারের আভাস পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুবাদকদের উচিত ছিলো যেন সরাসরি যে কোন শব্দের প্রয়োগ পূর্বক অনুবাদ না করে এমনভাবে অনুবাদ করা, যাতে হয়র করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নিষ্পাপ হওয়ার' পরিপন্থী কোন অর্থ প্রকাশের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আ'লা হয়রত ইমাম আহমদ রেযা ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকের পক্ষে কি তা সম্ভবপর হয়েছে?

আ'লা হযরতের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এদিকে গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ 'তাকসীর-ই খাযিন' অনুসারেই আয়াতের অনুবাদ করেছেন- 'আয়াতে সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতাকেই করা হয়েছে; নিষ্পাপ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নয়।'

॥ তিন ॥

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ

[পারা - ২ : সূরা - বাক্বারা : আয়াত - ১৭৩]

অনুবাদঃ

اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا۔ (شاہ عبدالقادر)

[এবং যেটার উপর নাম নেওয়া হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো। -শাহ আবদুল কাদের]

اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ (محمداً حسن)

[এবং যে জন্তুর উপর নাম নেওয়া হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর। -মাহমুদুল হাসান]

اور جو کچھ پکارا جاوے اور اس کے واسطے غیر اللہ کے۔ (شاعر فیہ الدین)

[এবং যা কিছু আহ্বান করা হয় সেটার উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য। -শাহ রফী' উদ্দীন]

اور جو جانور غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو۔

(عبداللہ چودری آبادی، اشرفی تھانوی دہلی)

[এবং যে পত্তন আদ্বাভ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নামকরণ করা হয়েছে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী ও আশ্রাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔
(فتح محمد ہاندھری دہ بندی)

[এবং যে বস্তুর উপর আঘাত ব্যতীত অন্য কারো নাম আহ্বান করা হয়, সেটা হারাম করা হয়েছে। -ফতেহ মুহাম্মদ জালদারী দেওবন্দী]

اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ (سورہی)

[এবং এমন কোন জিনিস থাকে না, যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল কোরআন]

□ এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে (ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে)। -গিরিশ চন্দ্র সেন

□ এবং ওইসব জীবজন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। -মা'আরেফুল কোরআন

□ যাহার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত
হইয়াছে। -আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ (اہل حضرت)

[এবং ওই পণ্ড, যাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেদ করা হয়েছে...। -কানযুল ইমান, কৃত- আ'লা হযরত]

বস্তুতঃ কোন কিছুর উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নিলে তা হারাম হয় না। তা যদি হয়, তবে প্রত্যেক বস্তুই হারাম হয়ে যাবে। পত্ কখনো বিয়ে-শাদীর্ জন্য চিহ্নিত করা হয়, কখনো আদীকা ও ওলীমার জন্য, কখনো কোরবানী ও ঈসালে সাওয়াবের জন্য, যেমন- গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ ইত্যাদি; সূতরাং ওই সব পত্, যেগুলো উক্তসব উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো আ'লা হযরত ব্যতীত অন্য সব অনুবাদকের মতে হারাম; অথচ তাঁদের অনুবাদ হাদীস, ফিক্হ ও তাফসীরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আ'লা হযরত (রাহমানাতুল্লাহি আলায়হি)ই হাদীস, ফিক্হ ও তাফসীরের অনুরূপই অনুবাদ করেছেন- “যেই পত্ যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে (তদু তাই হারাম।)” এ অনুবাদে আলোচ্য আয়াতাত্বশের সংশ্লিষ্ট মাসআলাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْيَوْمَ الْجَاهِدُونَ مِنْكُمْ

[પારા - ૪ : સૂત્રા - આજ-૬૬ હિમદ્રાન; : આગ્રાત - ૧૪૨]

অনুবাদঃ

اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے جوڑنے والے ہیں تم میں۔ (شاہ مہدائتار)

[এবং এখনো জানেন নি আস্তাহ যারা তোমাদের মধ্যে যুদ্ধকারী
তাদের সম্পর্কে। -শাহ আবদুল কাদের]

□ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو
اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ (فتح محمد جالندھری دیوبندی)

[অথচ এখনো খোদা তোমাদের মধ্যে জিহানকারীদেরকে ভালোভাবে জেনেই নেন নি। - ফতেহ মুহাম্মদ জালালুররী দেওবন্দী]

□ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا۔
(عبدالماجد دریا آبادی)

[অথচ এখনো আল্লাহ তোমানের মধ্য থেকে সেনাব লোককে জানেনই নি, যারা জিহাদ করেছে। -আবদুল মাজেদ দরিয়্যা আবানী দেওবন্দী]

□ حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔ (اسرئیل ص ۱۱۱)

[অথচ এখনো আল্লাহ তা'আলা নেনব লোককে দেখেনই নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে। -আশরাফ আলী খানভী দেওবন্দী]

□ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جوڑنے والے ہیں تم میں۔ (محمود الحسن)

[এবং এখনো পর্যন্ত জেনে নেন নি আব্বাহ কারা যুদ্ধকারী
তোমাদের মধ্যে। -মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী]

حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ □
میں حائیں گزارنے والے۔ (ابوہامد سوروی)

[অথচ আল্লাহ্‌ এখনো এটা হো দেখেনই নি যে, তোমাদের মধ্যে কারা এমন লোক রয়েছে, যারা তাঁর পথে প্রাণপণে লড়াইকারী।
- মওদনীকৃত তাফসীমুল কোরআন।

□ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে, এবং যাহারা সহিলু এক্ষণে ইহুদর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

□ অথচ আপ্লাই এখনো দেখেন নি তোমানের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে। -মা'আরেফুল কোরআন

□



نور و فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اور اللہ کا فریب سب سے بڑھتا ہے۔ (علامہ ابن کثیر)

[এবং তারাও প্রতারণা করতো এবং আল্লাহও প্রতারণা করতেন; এবং আল্লাহর প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম। -শাহ আবদুল কাদের]

□ **اور کر کرتے تھے وہ اور کر کرتا تھا اللہ تعالیٰ ایک کر کرنے والوں کا ہے۔** (شاور لیل الدین)

[এবং প্রতারণা করতো তারা, আর প্রতারণা করতেন আল্লাহ তা'আলা; এবং আল্লাহ তা'আলা প্রতারণাকারীদের মধ্যে উত্তম। -শাহ রফী উদ্দীন]

□ **دایاں بدگالی می کردند و خدا بدگالی می کرد (یعنی بایضاں) و خدا بہترین بدگالی کنندگان است۔** (شاور لیل اللہ)

[এবং এসব লোক প্রতারণা করেছে আর খোদা প্রতারণা করেছেন (অর্থাৎ তাদের সাথে) এবং খোদা সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতারণাকারী। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ]

□ **وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔** (محمود الحسن دہلوی)

[তারাও ধোঁকা করতো এবং আল্লাহও ধোঁকা করতেন; এবং আল্লাহর ধোঁকা সর্বাপেক্ষা উত্তম। -মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী]

□ **اور (حال یہ تھا کہ) کافر (اپنا) داؤ کر رہے تھے اور اللہ (اپنا) داؤ کر رہا تھا اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔** (ابن خلدون)

[এবং (অবস্থা এ যে,) কাফির আপন ধোঁকা করছিলো এবং আল্লাহ আপন প্রতারণা করছিলেন; এবং আল্লাহ প্রতারণাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতারণাকারী। -ডিপুটি নথীর আহমদ]

□ **اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور سب سے زیادہ محکم تدبیر والا اللہ ہے۔** (مترجم قرآنی)

[এবং তারা তো নিজেদের তদবীর করতো এবং আল্লাহ মিঞা আপন তদবীর করতেন; এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত তদবীরওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

□ **وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔** (সরوری)

[তারা নিজেদের (যড়যন্ত্রের) চাল চালছিলো। আর আল্লাহ তার

নিজের চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহর চাল সবচেয়ে উত্তম। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল কোরআন]

□ এবং তাহারা ছলনা করিতেছিলো ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন; ঈশ্বর ছলনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। -গিরিশ চন্দ্র সেন

□ তখন তারা যেমন ছলনা করতো, তেমনি আল্লাহও ছলনা করতেন। বহুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। -মা'আরেফুল কোরআন, বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।

□ **اور وہ اپنا سا کر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔** (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ)

[এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। -আ'লা হযরত (স্বাহমাতুল্লাহি আলায়হি)কৃত কান্যুল ঈমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো আল্লাহর শানে কোনমতেই শোভা পায় না। আল্লাহর প্রতি (ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র) (প্রতারণা), **ফরীদ** (প্রতারণা), **ক্র** ইত্যাদির সম্বন্ধ উদ্ভাবন করা তাঁরই সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনেরই নামান্তর। এ বুনিনাদি ভুল শুধু এ কারণেই সম্পন্ন হলো যে, তাঁরা আল্লাহ ও রসুলের পবিত্র কর্মসমূহকে নিজেদের কার্যাদির উপর অনুমান করেছেন। এ কারণেই ওই সব অনুবাদক হাসি-ঠাট্টা, ধোঁকা-প্রতারণা, চালবাজি এবং ষড়যন্ত্রকেও আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করে বসেছেন!

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার সম্মান প্রকাশের জন্য মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার শানে 'মিঞা' শব্দের ব্যবহার মোটেই শোভা পায় না। কারণ, এ শব্দ দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে একজন সম্মানিত মানুষের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। যেখানে রসুলে পাকের কোন যথার্থ প্রশংসা করতে গুলে বা দেখলে যেই 'তাওহীদপন্থী' হওয়ার দাবীদারগণ, 'রসুলকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেলা হচ্ছে' বলে হৈ চৈ করতে থাকে, তাদেরই নেতা (থানভী সাহেব) আল্লাহর শানে 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মানুষের সারিতে নামিয়ে আনার বার্থ চেষ্টা চালানেন! এ কি ভুল অনুবাদের কুফল নয়?

দ্বিতীয়তঃ নরসিংদীর গিরিশ চন্দ্র সেন পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার করলেন। (অন্যান্য ভুল তো আছেই!) অথচ মহামহিম পবিত্র যাত আল্লাহর শানে এ ধরনের শব্দ মোটেই শোভা পায়

এসব লোক আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং আল্লাহও তাদেরকে

پس اگر چاہتا اللہ مہر رکھ دیتا اور دل تیرے کے - (شاعر فیض الدین)



आ

ଅହ

'আস্‌রা' (মি'রাজ)-এর তাজ রাখা হয়েছে।
 বক্তৃতঃ মোহর দু'প্রকারঃ ১) যা
 এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ২) عَنَّا الْمَلَأَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 মোহর। অনুবাদকগণ যদি বিতংক তাফসীরসমূহের আলোকে
 অনুবাদ করতেন, তবে নিশ্চয় তাদের কলম দ্বারা রহমতে আলম
 (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্রতম হৃদয়ে আঘাত
 লাগতো না। বক্তৃতঃ হযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি
 ওয়াসাল্লাম-এর ক্বলব মুবারক, যার উপর আল্লাহ তা'আলার
 রহমত ও নুরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, যে হৃদয় মুবারক সকল প্রকার
 ত্রুটি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত- এ আয়াতে ওই বিষয়টাকেই
 সমধিক মজবুত ও সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে; যা একমাত্র
 আ'লা হযরতের অনুবাদেই প্রকাশ পায়।

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

অনুবাদঃ



اگر کوئی یہ فریضی کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے
 - (عبداللہ چودری آبادی دہلوی)

।(হে পয়গম্বর! এ হৃদায়বিয়ার সন্ধি কি হলো?) বাস্তবপক্ষে, আমি তোমার সুস্পষ্ট বিজয় করিয়ে দিয়েছি, যাতে (তুমি এ বিজয়ের শোকরিয়ায় সত্য দ্বীনের উন্নতির জন্য আরো অধিক চেষ্টা করো এবং) খোদা (-এর পুরস্কার স্বরূপ) তোমার পূর্ব ও পরবর্তী ওনাহু ফরমা করেন। -ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী।

بیک ہم نے آپ کو ایک حکمت کھلا دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے۔ (اشرفی قادری)

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। -আশরাফ আলী খানবদী দেওবন্দী]

اے نبی ہم نے تم کو مکمل فتح عطا کر دی، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے
درگزر فرمائے۔ (ابو اہلی سورہی)

।হে নবী। আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি; যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের সকল অসতর্কতা মাফ করে দেন।
-মওদুদীকৃত তাফসীরুল কোরআন।

□ নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি যা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ফ্রটিসমূহ মার্জনা করে দেন। -মা'আরেফুল কোরআন

□ নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন।
-আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

□ নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়াছে ও পরে হইয়াছে তাহা যেন পরমেশ্বর তোমার জন্য ক্ষমা করেন।
-গিরিশ চন্দ্র সেন



بیٹک ہم نے تمہارے لئے روشن فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشنے تمہارے انگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ (موسیٰ حضرت امام احمد رضا)

[নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীদের। -আ'লা হযরত কৃত কানযুল ইমান]

এখানে প্রশ্ন জাগে- হয় কি নিষ্পাপগণের সর্দার? না গুনাহ্গার? আ'লা হয়রত ব্যতীত অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দ্বারা তো একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের মহান নিষ্পাপ নবী অতীতেও গুনাহ্গার ছিলেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ্ করবেন। কিন্তু সুস্পষ্ট বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহর ক্ষমা হয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতেও রসুলের গুনাহর ক্ষমা হতে থাকবে।

(नाड्युविद्वाह ।)

তাদের মতে- যদি এ সুস্পষ্ট বিজয় না দেওয়া হতো তবে যেন
হুয়ের তথাকথিত ওনাহসমূহের উপর আল্লাহর 'সাতারীর' পর্দা
পড়ে থাকতো!

বস্তুতঃ এ আয়াতের বিস্তৃত তাফসীরে যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাফসীরকারকগণও এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অনুসারে উক্ত অনুবাদকগণ আয়াতের অনুবাদ করেন নি। ফলশ্রুতিতে, তাদের ভুল অনুবাদ যারা পাঠ করে তাদের পাপরাশি অনুবাদকগণের উপরই বর্তাবে নিঃসন্দেহে।

তাহাড়া, মা'সুম বা নিষ্পাপ নবী যদি 'পাপী' হন, তবে
 عَمْت বা 'নিষ্পাপ হওয়া' কার জন্য প্রযোজ্য হবে? নবীগণ
 (আলায়হিমুস সালাম)কে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করা তো
 ঈমানেরই অঙ্গ। পাপীও কি কখনো নবী হতে পারে? সাহাবা
 কেরামের অভিমত ও তাফসীরকারকদের ব্যাখ্যানমূহ থেকে
 বিচ্যুত হয়ে অনুবাদ করার জন্য তাঁদেরকে কে বাধ্য করেছে?
 একজন আরবীয় ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান অথবা আমাদের দেশে
 যারা নিছক আরবী ভাষার জ্ঞান লাভ করেছে তারাই তো এ
 ধরনের (শাব্দিক) অনুবাদ করতে পারে। এসব অনুবাদক
 নিজেদেরকে আলিমে দীন এবং তাফসীর ও হাদীসের জ্ঞানসম্পন্ন
 বলে দাবী করে কোনরূপ চিন্তাভাবনা ও বুঝ ছাড়াই শব্দগত
 অনুবাদ করে বসলে তাঁদের মধ্যে ও ওদের মধ্যে পার্থক্য রইলো
 কোথায়? কমপক্ষে, তাঁরা

ذنب

শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল লায়স অথবা আস্লামীর অভিমত পাঠ করলেও অনুবাদে এমন জঘন্য ভুল করতেন না। কিন্তু এসব অনুবাদক যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলের তথাকথিত দোষত্রুটির অনুসন্ধানের দৃষ্টিসাহস না দেখান, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তাদের জ্ঞানের উপর বিশ্বাসই জন্মে না! ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী ওহাবীর অনুবাদঃ তাজ কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত (নং পি ১৪১)-এর শেষ ভাগে কোরআন মজীদে বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। সেই তালিকার ২য় অংশের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কি খোদার নিকট থেকে তিরস্কার এসেছে, না তাঁর কোন উক্তির উপর পাকড়াও হয়েছে' এ শিরোনামের বরাতে মনগড়াভাবে নয়টা আয়াত পেশ করা হয়েছে। এ থেকে সম্মানিত পাঠকগণ এদের, আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুমান করতে পারেন।

বস্তুতঃ ১ -এর মধ্যে ' ১ ' 'কারণ নির্দেশক'
অর্থে ব্যবহৃত।

এ কথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আ'লা হযরতের অন্তরের ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণতার চরম শিখরে। তাই পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করার সময় তিনি এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সজাগ ছিলেন, যেন **عست رسول** (রসূলের নিষ্পাপ হওয়া)-এর বিরুদ্ধে একটা বর্ণও লিপিবদ্ধ না হয় এবং কোরআনের বিতর্ক অনুবাদও যেন হয়ে যায়। সেই ভক্তিভরা দৃষ্টি, যা সর্বদা রসূলে পাকের মর্যাদাময় আস্তানার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

দেখছিলেন যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে 'لک' এর 'ل' (কারণ) নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তিনি (আ'লা হযরত) উপরোক্ত বিতর্ক অনুবাদই পেশ করেছেন।

॥ তের ॥

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

[পারা - ২৭ : সূরা - আর্-রাহমান : আয়াত - ১-৪]

অনুবাদঃ

□ رَحْمَنُ نے سکھایا قرآن، بنایا آدمی، پھر سکھائی اس کو بات - (شاہ عبداللہ)

[পরম দয়াময় শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানবকে এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা। -শাহ আবদুল কাদের]

□ رَحْمَنُ نے سکھایا قرآن، پیدا کیا آدمی کو، سکھایا اس کو بولنا - (শাহ نجیب الدین)

[পরম দয়াময় শিখিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা বলা। -শাহ রফী' উদ্দীন]

□ خدایا آموخت قرآن را، آفرید آدمی را، و آموخت سخن گفتن - (শাহ ولی الله)

[খোদা শিক্ষা দিলেন কোরআন, সৃজন করলেন মানুষকে এবং শিক্ষা দিলেন তাকে কথা বলা। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ]

□ خدایا رَحْمَنُ نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھائی - (میرزا جواد آبادی ریحانی)

[পরম দয়াময় খোদা-ই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানব সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

□ رَحْمَنُ نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اس کو گویائی سکھائی - (اسرائیلی হাদীس صحیح মুহাম্মদ)

[পরম দয়াময় কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানব সৃজন করেছেন, (অতঃপর) তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। -আশরাফ আলী খান ভী দেওবন্দী ও ফতেহ মুহাম্মদ জালিকরী]

□ رَحْمَنُ نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا - (اسرائیلی হাদীس)

[পরম দয়াময় এ কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কথা বলতে শিখিয়েছেন। -তাহবীমুল কোরআন, কৃত- মওদুদী]

□ করুণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। -মা'আরেফুল কোরআন

□ দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে। -আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

□ পরমেশ্বর কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন, মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

□

رَحْمَنُ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ماکان و ما
کیون کا بیان انہیں سکھایا - (علی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی)

[পরম দয়ালু (রহমান); আপন মাহবুবকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন; যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সবকিছুর সপ্রমাণ বর্ণনা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। -আ'লা হযরত কৃত কানুযুল ইমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকদের অনুবাদগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন! অতঃপর আ'লা হযরতের অনুবাদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করুন। দ্বিতীয় আয়াতে عَلَّمَ (আল্লাহ) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দ্বিকর্মক ক্রিয়া। প্রথমোক্ত সমস্ত অনুবাদে উল্লেখ করা হয় رَحْمَنُ نے سکھایا قرآن (পরম দয়াময় কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন)। ওই সব অনুবাদক একটা মাত্র 'কর্ম' উল্লেখ করেছেন (কোরআন)। এখন প্রশ্ন জাগে কোরআন কাকে শিক্ষা দিয়েছেন? এটা তাঁরা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তা প্রকাশ করে দিয়েছেন - 'রহমান আপন মাহবুবকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' এ মর্মে কোরআনের অপর আয়াত সাক্ষ্য দেয়-

عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

অর্থঃ "তিনি (আল্লাহ), হে হাবীব! আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।"

তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে- 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' ওই মানুষটি কে? অনুবাদকগণ শব্দগত অনুবাদ পেশ করে কান্ড হলেন। কোন কোন অনুবাদক আবার এখানে নিজ থেকেও শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তবুও 'ইনসান' শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায় নি। এখন আপনি ওই মহা মর্যাদাবান সত্তা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা স্মরণ করুন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস-মূল; যার হাকীকত সমস্ত হাকীকতেরই মূলবস্তু; যার উপরই সৃষ্টির বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, যিনি সৃষ্টির

وہ، کائنات کے خالق و انسانیت کے جان۔ آ'لا ہرگز (راہِ ماحولیاتِ آلائی) বলেন- 'ہنسانیت کے خالق ماحولیات (سائنس دانہ تا'آلا آلائی ویا سائنس دانہ)۔ کہ سٹی کرے تھن۔'

الْإِنْسَان (آل-ہنسان) مانے یکن ہر سرور-ہ کا وناہن سائنس دانہ تا'آلا آلائی ویا سائنس دانہ-ہر مہان سناہی نیہیٹ ہرے گے، تھن تارہی شانےر وپوہاگی آلاہ تا'آلاہر پھ تھے شیکا دان و ہوہا تہی۔ سوتراہ ساہارہر انوباد کدےر سیمیت جانگہیہے اتریکرم کرے آ'لا ہرگز বলেন- 'مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ' (پور و پورہی سمیت سٹی) ہر ہشہر ہرنا تارے شیکا دیے تھن۔'

یہی شہر کرہ ہرے، آلاہرے انوبادے مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ 'پور و پورہی سٹی)۔ ہر ہرنا شیکا دے ویا' کھے کہ آسلاہ! اٹانے تہ وڈ کٹا ہلا شیکانہی ہاشیک تہے ہرہی مان ہر! اٹہا اٹہا ہلا یای- 'کوارانےر جان' ہرہی آلاہے ہرکاش پےلے تہرے آلاہے تہ 'ہرنا شیکا'۔ ہر وڈہا ہر!

ہر جانہ اے یے، مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ (یا کھے ہرے و یا کھے کھیمات ہرہے)۔ ہر جان رے ہرے 'لہ-ہر ماحولیات'۔ اے، آہر 'لہ-ہر ماحولیات' ہرے کواران شریہےر اٹا اٹہا ہرے مہے۔ آہر آلاہ تا'آلا آپن ماحولیات کے کوارانےر ہرنا شیکا دیے تھن، یار مہے مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ 'پور و پورہی سمیت کھے ہرنا شامل رے ہرے۔

سوتراہ آ'لا ہرگزےر انوبادہ ہرے ہرہے و تافسیر سمیت انوباد۔

ۥ تہ ۥ

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

[پارا - ۳۰ : سورا - ہلاہ : آلاہ - ۱]

انوباد:

□

ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی اور تھے کو قید نہ رہے کی اس شہر میں۔ (شہر مہا تہ)

[کسم ہاٹھ وہ شہرےر اے... - شاہ آہدول کھادےر]

□

ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی اور تھے کو قید نہ رہے کی اس شہر میں۔

(شہر مہا تہ)

[کسم ہاٹھ آمہ (آلاہ) وہ شہرےر اے... تھم ہرہےر ہر وہ شہرےر مہے۔ - شاہ رکی' وڈہی]

ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی۔ (شہر مہا تہ)

[آمہ کسم ہاٹھ اے شہرےر۔ - شاہ ویاہی وڈہا]

□

ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی۔ (شہر مہا تہ)

[آمہ کسم ہاٹھ اے (مکھ) نگرہیہر۔ - آہراہ آلی تھنہی دے وڈہی]

□

ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی۔ (شہر مہا تہ)

[آمہ کسم ہاٹھ اے شہرےر۔ - آہدول مہا دہریا آہادی دے وڈہی]

□

ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی۔ (شہر مہا تہ)

[کسم ہاٹھ اے شہرےر۔ - ماحولیات ہاسان دے وڈہی]

□

(اے ہرہے) ہم اس شہر (کھ) کی ہم کھاتے ہیں۔ (شہر مہا تہ)

[آمہ اے (مکھ) نگرہیہر کسم ہاٹھ۔ - ڈپوٹی نہیہر آہمہ دے وڈہی]

□

نہیں، ہم کھاتہ ہوں اس شہر کی۔ (شہر مہا تہ)

[نا، آمہ کسم ہاٹھ اے شہرےر۔ - مہدہی وڈہی]

□ آمہ اے (مکھ) نگرہیہر شہر کرہے تھے۔ ہرہے: تھم (ہر ماحولیات) اے نگرہیہر ہرہے ہرہے۔ - گہرہےر تھر سہن

□

ہم اس شہر کی ہم کھاتے ہوں اس شہر میں تھے۔ (شہر مہا تہ)

[آمہ اے شہرےر شہر، ہرہے ہر ماحولیات! آپن اے شہرےر تاشریہےر راکھن۔ - کانہول ایمان، کھ آ'لا ہرگز راہ ماحولیاتِ آلائی]

وڈہا یے، مانہے 'کسم ہاٹھ'۔ وڈہی و فاسی ہاہار ہرہاہار اہا کسم 'ہا ویا یای'۔ آلاہ تا'آلا تہ سہ ہرہےر ہاہار تھے ہرہے۔ ہرہےر انوباد کگہر تارےر انوبادے آپن آپن ہرہاہار آلاہ تا'آلاہےر کھ انوساری کرلہن! اے جانہی کھ تارا اے انوباد کرلہن یے، وہ مہان آلاہ تہ کھ ہاہار کرلہن نا، اہرہے: ہرہے کسم ہرہےر آہار کھن، نا اے سھ ماس آلاہار دیکھ کھ انوباد کھ

মনোযোগ দেন নি? কিন্তু আ'লা হযরত কতোই সুন্দর পন্থায় অনুবাদ করেছেন - "আমায় এ শহরের শপথ।"

॥ পনের ॥

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

[পারা - ৩০ : সূরা - দোহা : আয়াত - ৭]

□ اور پایا تجھکو بھٹکا پھر راہ دی۔ (شاہ مہدائے)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভ্রষ্ট; অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

□ اور پایا تجھکو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی۔ (شاہ ربیع الدین)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভোলা, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। -শাহ রফি' উদ্দীন]

□ دریافت ترا راہ گم کرد یعنی شریعت نمی دانستی پس راہ نمود۔ (شاہ ولی اللہ)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথহারা অর্থাৎ শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তুমি জানতে না, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। -শাহ ওয়ালিউল্লাহ]

□ اور آپ کو بے خبر پایا سورت بتایا۔ (مہدالہجہ دریا آبادی)

[এবং আপনাকে বে-খবর পেয়েছেন, অতঃপর আপনাকে পথ প্রদর্শন করেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়্যা আবাদী]

□ اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو کیا (تمہیں) ہدایت (نہیں) کی؟۔ (مراجعت دہلی)

[এবং তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর (তোমাকে) কি পথ দেখান নি? -মীর্থা হায়রাত দেহলভী]

□ اور تم کو دیکھا کہ (راہ حق کی تلاش میں تھکے) بھٹکے (پھر رہے) ہو، تو (تم کو) دین اسلام کا (سیدھا راستہ) دیکھایا۔ (ڈبٹی ڈیر احمدی)

[এবং তোমাকে দেখলেন যে, সত্য পথের সন্ধান পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছে, তখন তোমাকে দীন-ইসলামের সোজা পথ দেখালেন। -ডিপুটী নবীর আহমদ]

□ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، سو (آপ کو) শریعت کا (راستہ) بتا دیا۔ (اشرف علی تھানوی)

[এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত

পেয়েছেন, সুতরাং আপনাকে (শরীয়তের) পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। -আশরাফ আলী থানভী]

□ اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخش۔ (سوری)

[এবং তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞ পেয়েছেন। অতঃপর হেদায়ত দান করেছেন। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল কোরআন]

□ তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। -মা'আরেফুল কোরআন

□ তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। - আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

□ এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

□ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ (المختصر ترمذی الطیب)

[এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন। -কানুঘল ইমান, কৃত-আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

উপরোক্ত প্রায়সর অনুবাদকই ضَالًّا শব্দকে (পথভ্রষ্ট) (পথহারা) ইত্যাদি দ্বারা অনুবাদ করেছেন, যা মোটেই যথাযথ অনুবাদ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম শানে 'পথভ্রষ্ট', 'পথহারা', 'পথ-অনভিজ্ঞ', 'বিপথগামী' ইত্যাদি বলা সুস্পষ্ট বেয়াদবী। কিন্তু শেষোক্ত (আ'লা হযরতের) অনুবাদটা কয়েকবারই পাঠ করে দেখুন আর নিজেই ফয়সালা করুন। অনুবাদটা কতোই বিতর্ক ও শালীনতার নিকটবর্তী!

তদুপরি, নবী করীমের শানে পথহারা, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে নবীগণের মহামর্যাদা 'নিষ্পাপ হওয়া' (عصمت انبیاء) -কে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ সেটার পরোয়াই করেন নি।

তাছাড়া, এ আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গীর (سَيِّقَاتٍ وَهَاتِ) প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেও উক্ত অনুবাদকগণ এ ভ্রান্তি থেকে বাচতে পারতেন। কারণ, একদিকে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন-

نَادَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

(অর্থাৎ আপনাকে আপনার রব ছেড়ে দেন নি এবং না অপছন্দ করছেন এবং নিশ্চয় 'পরবর্তী' আপনার জন্য 'পূর্ববর্তী' থেকে উত্তম।) সুতরাং পরবর্তী আয়াতেই (আলোচ্য আয়াত) মহামর্যাদাবান রসূলের জন্য তথাকথিত 'পথভ্রষ্টতা' ইত্যাদির উল্লেখ কিভাবে এসে গেলো? আপনারা নিজেরাই গভীরভাবে চিন্তা করুন- হযর আল্লায়হিস্ সালাম যদি মুহূর্তকালের জন্যও 'পথভ্রষ্ট' হতেন, তাহলে সঠিক পথের উপর কে হতেন? অথবা

এভাবে বলুন তিনি নিজে পথভ্রষ্ট, পথহারা হয়ে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে থাকলে পথপ্রদর্শক হতেন কিভাবে?

সর্বোপরি, অন্য আয়াতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজেই এরশাদ করেছেন—

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

(অর্থাৎ তোমাদের আক্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম না পথভ্রষ্ট হন, না বিপথে চলেন। -সূরা 'আন-নাজম), সেহেতু এ আয়াতে তিনি (আল্লাহ) হ'রকে পথভ্রষ্ট, পথহারা ইত্যাদি কিভাবে এরশাদ করলেন? তা কখনো হতে পারে না।

সুতরাং আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর অনুবাদই যথার্থ এবং সব ধরনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

কোরআন করীমের অনুবাদ শব্দগত, না তাফসীর সম্মত হওয়া চাই?

যদি কোরআন করীমের নিছক শব্দগত অনুবাদ করা হয়, তবে তা থেকে বহু ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কখনো আল্লাহর শানে বেয়াদবী হয়, কখনো নবীগণের শানে, কখনো ইসলামের বুনিয়াদী আক্বীদা আহত হয়। সুতরাং আপনি উপরোল্লিখিত অনুবাদগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অন্যসব অনুবাদক কোরআন পাকের নিছক শব্দগত অনুবাদ পেশ করেছেন; কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে উক্ত অনুবাদ যেমন শ্রুতিকটু, তেমনি ইসলামী আক্বীদাও মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আপনি কি পছন্দ করবেন— যদি কেউ বলে, “আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন”, “আল্লাহ তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন”, “আল্লাহ তাদের মনরক্ষা করছেন”, “আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করছেন”? আয়াত—

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

[সূরা - বাক্বারা

: আয়াত - ১৫]-এর অধিকাংশ অনুবাদক এ ধরনের অনুবাদই করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী, শেখ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী, আবদুল মাজেদ দেওবন্দী দরিয়া আবাদী, মীর্জা হায়রাত দেহলভী (গায়র মুক্বাল্লিদ), নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান (গায়র মুক্বাল্লিদ), স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী (নেচারী) এবং শাহ রফী উদ্দীন, মিঃ মওদুদী, মুফতী মুহাম্মদ শফী ও গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপভাবে, আয়াত— ثُمَّ اسْوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ

; [পার্বা

- ৮ : সূরা - আ'রাফ : আয়াত - ৫৪]। اسْوَىٰ শব্দটা কোরআন করীমের কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন— “অতঃপর স্থির হয়েছেন তখতের উপর”— (আশেকো ইলাহী), “অতঃপর স্থির হয়েছেন আরশের উপর” (শাহ রফী উদ্দীন), “অতঃপর আল্লাহ সুউচ্চ আরশের উপর স্থির হয়েছেন”— (ডিপুটী নযীর আহমদ),

“অতঃপর উপবিষ্ট হয়েছেন আরশের উপর”— (শাহ আবদুল ক্বাদের), “অতঃপর তখতের উপর আরোহণ করেছেন”— (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ), অতঃপর আরশের উপর দীর্ঘায়িত হয়েছেন” (ওয়াজদী সাহেব ও মুহাম্মদ ইয়ুসুফ কাকুরভী), “অতঃপর আপন সালতানাতের তখতের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন”— (মওদুদী), “অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন”— (মা'আরেফুল কোরআন), “তখতের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন”— (গিরিশ চন্দ্র সেন), “তিনি সিংহাসনে স্থিতি করিয়াছিলেন”— (গিরিশ চন্দ্র সেন), “তিনি আরশে সমাসীন হন” (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।

অনুরূপভাবে, আয়াত— لَئِنَّمَا تُولُواْ لَمَمٌ وَجْهَ اللَّهِ

[পার্বা - ১ : সূরা - বাক্বারা : আয়াত - ১১৫]-এর মধ্যে وَجْهَ اللَّهِ -এর অনুবাদ অধিকাংশ অনুবাদক এভাবে করেছেন— “আল্লাহর মুখ”, “আল্লাহর চেহারা”। সুতরাং শাহ রফী উদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন—

“অতঃপর

যে দিকেই মুখ করো, সেদিকেই আল্লাহর মুখ”, “আল্লাহর চেহারা” (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ ও মুহাম্মদ ইয়ুসুফ) “সেখানেই আল্লাহর চেহারা” (শেখ মাহমুদুল হাসান ও আশিকু ইলাহী দেওবন্দী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মওদুদী; “সেখানে আল্লাহর সম্মুখে”— ডিপুটী নযীর আহমদ, মীর্জা হায়রাত গায়র মুক্বাল্লিদ দেহলভী, সৈয়দ ইরফান আলী শিয়া)।

ওই সব অনুবাদ পাঠ করার পর আ'লা হযরত আযীমুল বরকত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অনুবাদ দেখুন! এ তিনটি আয়াতের কোনটারই অনুবাদ তিনি ‘উর্দু’ প্রতিশব্দ দ্বারা করেন নি। কারণ, কোরআনী শব্দাবলী—

وجه الله - استهزاء - استوى

-এর অনুবাদের জন্য উর্দুতে এমন কোন প্রতিশব্দ নেই, যা দ্বারা শব্দগত অনুবাদ করে অনুবাদক শরীয়তের পাকড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। এ কারণে আ'লা হযরত কোরআনের ‘শব্দ’-কে হুবহু রেখেই অনুবাদ করেছেন—

۱. اِنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَ مَا فَوْقَ السَّمٰوٰتِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِلٰهُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

আল্লাহ তাদের সাথে ‘ইস্তিহযা’ করেন (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়)।

۲. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ

অতঃপর তিনি আরশের উপরে ‘ইস্তিওয়া’ ফরমায়েছেন (যেমনটি তাঁর শানের উপযোগী)।

۳. اِنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَ مَا فَوْقَ السَّمٰوٰتِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِلٰهُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

সুতরাং তোমরা যে দিকে মুখ করো সেদিকেই ‘ওয়াজ্জুহা’ (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়)।

এ থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, কোরআন করীমের শব্দগত অনুবাদ করা প্রত্যেক স্থানে সম্ভবপর নয়। ওইসব স্থানে অনুবাদ

সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে তাফসীরসম্মত অনুবাদ করা। ফলে, মাহাখ্যাত সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর অনুবাদেও কোনরূপ ব্যাধি (বিজ্ঞাতি) থাকবে না। আ'লা হযরতের ঈমান মজবুতকারী অনুবাদের মাধ্যম ও যথার্থতার ভিত্তিতে একথা বলা অতুক্তি হবে না যে, 'কানযুল ঈমান' কোরআনের অনুবাদের একটা মানদণ্ডরূপী অনুবাদ, যা অনুবাদ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটির বহু উর্ধে।

মোটকথা, এ কতিপয় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরলাম। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য এখানে উল্লেখ করলাম না। তবুও এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ কোরআন মজীদের সঠিক অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক একটা আয়াতের অনুবাদ করার সময় প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ অনুসারে যথাযথ ও মার্জিত অনুবাদই করতেন। এ কারণেই আ'লা হযরতের প্রসিদ্ধ তরজমা-ই কোরআন - 'কানযুল ঈমান' (উর্দু ভাষায়) একমাত্র সঠিক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্য গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, এরই বঙ্গানুবাদ হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কোরআনের সর্বাপেক্ষা বিতর্ক অনুবাদ।

আ'লা হযরতের তরজমা-ই-কোরআন-এর
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী আরো কতিপয় প্রমাণ্য পুস্তকঃ

○ توضیح البیان

(তাওযীহুল ব্যান)ঃ কৃত, আল্লামা গোলাম রসূল সা'ঈদী

○ محاسن کنز الایمان

(মাহাসিনে কানযুল ঈমান)ঃ কৃত, শের মুহাম্মদ খান আ'ওয়ান

○ تراجم قرآن کا مفہوم (তারাজুমে কোরআন
কা তাফসুলী জা-ইয়াহ)ঃ কৃত, শায়খুল ইসলাম সৈয়দ মুহাম্মদ
মাদানী মির

○ دیوبندی ترجموں کا آپریشن

(দেওবন্দী তরজমো কা ওপারেশন)ঃ কৃত, মাওলানা মাহবুব
আলী খান

○ مآزل انتخاب (মানাযিলে ইস্তিখাব)ঃ কৃত,
মাওলানা ইস্তেখাব ক্বাদীর মুরাদাবাদী

○ ترجمہ اعلیٰ حضرت کے مفسرین (তরজমা-ই আ'লা
হযরত কে ইলমী মাহাসিন)ঃ কৃত, আল্লামা আখতার রেযা খান
আযহারী

○ انوار کنز الایمان (আনওয়ারে কানযুল
ঈমান)ঃ কৃত, মাওলানা জামাল ওয়ারিস (বোম্বাই)

○ قرآن شریف کے مفہوم کی نشاندہی (কোরআন
শরীফ কে গালাত্ব তরজমো কী নিশানদেহী)ঃ কৃত, ক্বারী

মিয়াউল মুত্তাফা আ'যমী

কানযুল ঈমান লেখার প্রেক্ষাপট ও এর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইশক ও মুহাব্বতের
ভাষায় কোরআনে হাকীমের এমন এক 'তরজমা' (অনুবাদ)
পেশ করেছেন, যা জ্ঞানগত, সাহিত্যগত ও আকীদাগত প্রতিটি
দিক দিয়ে এক কটিপাথর এবং কোরআনের বাস্তব ঝলকের
আয়নারূপ।

'বাহারে শরীয়ত'-এর প্রণেতা হযরত সদরুশ শরী'আহ
মাওলানা আমজাদ আলী আ'যমী আলায়হির রাহমাহ, প্রণেতা,
'বাহারে শরী'আত'-এর বারংবার অনুরোধের পরিশ্রমিতে
১৩৩০ হিজরী, মোতাবেক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এ (উর্দু) অনুবাদ
সম্পূর্ণ হয়েছিলো। এর নাম রাখা হয় 'কানযুল ঈমান ফী
তরজমাতিল কোরআন'।

তাফসীরের কিতাবাদি ও অভিধান ইত্যাদি দেখা ছাড়াই আ'লা
হযরত তাঁর বরকতময় মুখে অনর্গল বলে যেতেন, আর সদরুশ
শরী'আহ লিখতে থাকতেন। পরক্ষণে যখন হযরত সদরুশ
শরী'আহ ও অন্যান্য ওলামা কেরাম উক্ত 'তরজমাকে
তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন
এটা দেখে হতভম্ব হয়ে যেতেন যে, তিনি অনর্গল কোন চিন্তা-
ভাবনা ছাড়াই যেই 'অনুবাদ' করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য
তাফসীরগুলোরই একেবারে অনুরূপ এবং সেগুলোর প্রতিচ্ছবি।

জনাব মালিক শের মুহাম্মদ খান আ'ওয়ান (কালাবাগ) এ
তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

"এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এ 'তরজমা' হচ্ছে— শব্দগতও,
পরিভাষাগতও। এভাবে শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর সমন্বয় সাধন
তাঁর 'তরজমা'র এক বিরাট বৈশিষ্ট্যই।" তদুপরি তিনি এ
অনুবাদ থেকে এ মূলনীতিই নির্ণয় করেছেন যে, "অনুবাদ হবে
অভিধানের অনুরূপ এবং শব্দগুলোরও একাধিক অর্থের মধ্য
থেকে এমন অর্থ বেছে নেওয়া হবে, যা আয়াতের পূর্বাপর
বর্ণনাভঙ্গির (ساق و ساق) দিক দিয়ে সর্বাধিক
উপযুক্ত ও যথাযথ হয়, তখনই সেই অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর হবে।"

এ 'তরজমা' থেকে কোরআনের নিগূঢ় রহস্যাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান
এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, তা সাধারণতঃ অন্যান্য 'তরজমা' বা
অনুবাদে প্রকাশ পায় না। এ 'অনুবাদ' সহজ-সরল হওয়ার সাথে
সাথে কোরআনের 'রূহ' এবং 'আরবী বাচনভঙ্গি'র অত্যন্ত
কাছাকাছিও।

আ'লা হযরতের অনুবাদের স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য এটাও যে, তিনি
প্রতিটি স্থানে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর প্রতি আদব ও
সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা ও নিষ্পাপ হবার বিষয়ের প্রতি বিশেষ
যত্নবান ছিলেন। (মাহাসিনে কানযুল ঈমান, লাহোরঃ ২৭ পৃষ্ঠা)

'ইলমে তাফসীর'-এ আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির
জ্ঞান-গভীরতা 'কানযুল ঈমান' থেকে তেমনি প্রকাশ পায়,
যেমন প্রকাশ পায় তাঁর এ বিষয়ে অন্যান্য মহান কীর্তি থেকেও।
তিনি 'আয-যালালুল আন্বা' 'আন বাহুরে সাফীনাতিন্ আত্বা'

নামক একখানা 'তাকসীরী হাশিয়া' আরবী ভাষায় তাকসীরে খাযিনের উপর লিখেছেন। তাছাড়া, 'তাকসীরে বায়দ্বাজী', 'তাকসীরে দুররে মানসূর', 'তাকসীরে মা'আলিমুজ্জানযীল', 'আল-ইত্বান ফী উলুমিল কোরআন' এবং 'ইনায়াতুল কাযী'র উপর বিতঙ্ক আরবী ভাষায় 'হাশিয়া' (পার্শ্ব ও পাদটীকা) লিখেছেন।

তরজমাই-ই কোরআন 'কানযুল ইমান'-এর সাথে সংক্ষিপ্ত তাকসীর 'নূরুল ইরফান'-এর কিছু বৈশিষ্ট্য

এ বিতঙ্কতম তরজমাই-ই কোরআন 'কানযুল ইমান'-এর সাথে এরই সংক্ষিপ্ত তাকসীর হিসেবে উপমহাদেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্সিরে কোরআন, আহলে সুন্নাতের মহান পথ প্রদর্শক, সদ্গুণ আফায়িল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির খলীফা, সম্মানিত ওলামা কেরামের নয়নমণি, অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে ধীন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তাকসীর নূরুল ইরফান সংযোজিত হয়ে সোনায়ে সোহাগা হলো। এটা এমন এক তাকসীর, যা সুন্নী 'তথা মুসলিম বিশ্বকে অন্য কোন তাকসীরের প্রতি মুখাপেক্ষী রাখে না। এতে আ'লা হযরতের অনুবাদের যথার্থতা ও বিতঙ্কতাকে নির্ভরযোগ্য তাকসীর গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি ও অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া, তাতে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর উক্ত অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর প্রয়োজনীয় তাকসীর বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অনুবাদের সাথে সাথে টীকাগুলোও নম্বর অনুসারে পড়ে নিলে আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্মানিত পাঠক সমাজের সামনে অতি সহজেই প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে। তৎসঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আয়াতগুলোর বিতঙ্ক বাংলা উচ্চারণ।

বহুতঃ উক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আহলে সুন্নাতের আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ইসলামের আসল রূপরেখা। পক্ষান্তরে, তা সর্বপ্রকারের বাতিলের ভোজবাজির প্রাচীরে চিড় ধরিয়ে দেয়।

এ তাকসীর (নূরুল ইরফান)-এর আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণও সুস্পষ্ট। যেহেতু তাতে রয়েছে—

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল, আহলে সুন্নাতের আক্বাইদ সম্পর্কিত বিষয়াদির সপ্রমাণ বিবরণ, বিধি-বিধান জ্ঞাপক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাসহ ফিক্বহর মাস্আলা-মাসাইল, তাওহীদ ও রিসালতের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপ্রমাণ, মু'তায়িলা-মতবাদ, এবং কুফর, শির্ক এবং ওহাবীবাদ, মওদুদীবাদ, ক্বাদিয়ানীবাদসহ প্রায় সব বাতিল আক্বীদার অকাট্যভাবে খণ্ডন এবং যুগোপযোগী বহু জটিল বিষয়ের সমাধান ইত্যাদি।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বব্যাপী উর্দু ভাষাভাষী ও পাঠকদের মধ্যে এ তাকসীর ব্যাপক সমাদৃত হয়। ফলে সম্প্রতি, বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীতেও এ তাকসীর গ্রন্থটা অনূদিত ও প্রকাশিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা হতে।

মোটকথা, প্রায় সব আবশ্যকীয় গুণাবলীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমাই ও তাকসীর যেহেতু উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু উর্দু ভাষীগণই শুধু এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন। এ কারণে বাংলাভাষীদেরও দীর্ঘ কালের এ চাহিদা এবং দাবীই অপূরণীয় থেকে যায় যে, এর বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হোক। কানযুল ইমান ও খাযাইনুল ইরফানের পর এ ক্ষেত্রে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংযোজিত হোক। আর তা হোক 'তাকসীর-ই নূরুল ইরফান'-এ বঙ্গানুবাদ।

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে দীর্ঘ কয়েক বছর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে এ উভয় কিতাবের সরল বঙ্গানুবাদ করার প্রয়াস পেলাম। বঙ্গানুবাদের নিরীক্ষণের জন্য গোটা পাণ্ডুলিপি দেশের কয়েকজন ওলামা কেরাম ও সাহিত্যিকের গোচরীভূত করা হয়েছে। তাঁরা এবং দেশ-বিদেশের সম্মানিত পীর মাশায়েখ, দক্ষ ওলামা কেরাম ও বুদ্ধিজীবীগণ এ বঙ্গানুবাদের উপর তাঁদের সমর্থন ঘোষণা করে 'অভিমত' প্রদান করেছেন।

পরিশেষে

সম্মানিত পাঠক সমাজ তথা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের খেদমতে আরব, আল্লাহর মেহেরবাণীতে উক্ত প্রসিদ্ধতম ও বিতঙ্কতম তরজমাই-কোরআন ও তাকসীর 'কানযুল ইমান ও নূরুল ইরফান'-এর সরল বঙ্গানুবাদ এখন মুদ্রিত গ্রন্থাকারে বহুল প্রচারিত।

অতএব, পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত উক্ত কিতাব সংগ্রহ করে পাঠ পর্যালোচনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান রইলো।

আল্লাহ পাক তৌফিক দিন ও ক্ববুল করুন। আমীন!

বঙ্গানুবাদকের বক্তব্য

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহ ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবীবিল কারীম
ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাদিন।

দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ভাষায় অন্ততঃপক্ষে একটি বিতর্কিত তরজমা ও তাফসীর-ই কোরআনের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছিলো। এ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ গুনাহগার বিগত ১৯৮০ ইংরেজীর গোড়ার দিকে 'ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ও সদরুল আফযিল সাইয়েদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রহিমাহুমান্নাহ কৃত যথাক্রমে 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর অনুবাদে হাত দিই। কারণ, এটাই উর্দু ভাষায় সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক বিতর্কিত তরজমা ও তাফসীর।

এ মহান কাজের সূচনাকালে প্রথম পারার অনুবাদ সমাপ্ত হতেই 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম' তা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। তারপরও অধম অনুবাদের কাজ অব্যাহত রাখি। বিগত ১৯৮৭ ইংরেজীতে সংযুক্ত আরব আমীরাত (দুবাই) চলে যাই। তখন মাত্র অষ্টম পারার অনুবাদ সমাপ্ত হয়। বাকী বাইশ পারার বঙ্গানুবাদ দুবাইতেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমাপ্ত করি। আর তা প্রকাশের জন্য প্রতুতি নিলাম। নিজের সঙ্কীর্ণ অর্থের সাথে হিতাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা সংযোজিত হলো। সর্বোপরি আল্লাহ পাকের দয়া হলো, তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কৃপাদৃষ্টি পেলাম। কারণ, আমার মূর্শিদে বরহক হযরতুল আদ্বামা সাইয়েদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এজন্য বিশেষভাবে দো'আ করেছিলেন।

বিগত ১৯৯৫ ইংরেজীতে 'গুলশান-ই হাবীব ইসলামী কমপ্রেস, চট্টগ্রাম' এর প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়। আজ পর্যন্ত উক্ত তরজমা ও তাফসীর দেশ-বিদেশে সর্বস্তরের পাঠক সমাজের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। তা কুটিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায়ও রেফারেন্স বুক হিসেবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কারণ, ওই বিতর্কিত তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ।

'কানযুল ঈমান'-এর বৈশিষ্ট্যাদি :

- ক. পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য অনুসরণীয় তাফসীরসমূহের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।
- খ. মাহহাবের ইমামদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকশিত রূপ।
- গ. সঠিক মাহহাবের তা'ভীলের অধিকারীদের সাহায্যকারী।
- ঘ. অতি উচ্চ মানের বর্ণনাভঙ্গি।
- ঙ. আঞ্চলিক ও অমার্জিত ভাষা থেকে মুক্ত।

চ. কোরআনের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞাপক।

ছ. যথাযথভাবে আয়াতের সম্বোধন জ্ঞাপক।

জ. কোরআনের নির্দিষ্ট পরিভাষার উপস্থাপক।

ঝ. আল্লাহর শানে দোষারোপকারীদের জন্য তীব্রধার তলোয়ার সদ্‌শ।

ঞ. নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর মান-সম্মান রক্ষাকারী।

ট. সাধারণ মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট অনুবাদ।

ঠ. ওলামা-মাশাইখ ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও রহস্যাদির তরঙ্গায়িত সমুদ্রতুল্য ইত্যাদি।

'খাযাইনুল ইরফান'-এর বৈশিষ্ট্যাদি :

ক. এতে অধিকাংশ আয়াতের শানে নুযূল ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

খ. আলোচ্য ব্যাখ্যায় তাওহীদ ও রিসালতের প্রমাণসহ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে।

গ. এতে আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের দলীলাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

ঘ. এতে বাতিল ফিক্রাগুলোর উৎস নির্ণয়পূর্বক তাদের স্বরূপ উন্মোচন ও প্রমাণসহ তাদের ভ্রান্ত-মতবাদের খণ্ডন করা হয়েছে।

ঙ. আয়াতগুলো থেকে অনুমিত ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাসআলাদিও এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

চ. এতে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদির প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

ছ. আলোচ্য তাফসীর মানুষের ঈমান-আক্বীদাসহ পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও প্রামাণ্য তাফসীরসমূহের আলোকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদত্ত হয়েছে ইত্যাদি।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমি নিজে এবং রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম-এর কয়েকজন কর্মকর্তা বিগত ১৯৮৪ ইংরেজীর গোড়ার দিকে 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর প্রথম পারা প্রকাশের জন্য বরকতময় পরামর্শ ও বিশেষ দো'আর জন্য বাংলাদেশে সফররত হযুর কেবলা আদ্বামা তৈয়ব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির দরবারে পাণ্ডুলিপি পেশ করা হলে হযুর কেবলা অত্যন্ত খুশী হন এবং 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর অনুবাদ যেনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য

জানা চারটি হাইফেন (----)। সুতরাং ওই অনুসারে স্বরকে দীর্ঘায়িত করে তিলাওয়াত করতে হবে।

১। সাকিনের জন্য— ১-কার-এর সাথে একটা হাইফেন (-),

২। সাকিনের জন্য— ১-কার-এর সাথে একটি হাইফেন (-)। অর্থাৎ হাইফেনগুলো অনুসারে সংশ্লিষ্ট স্বরকে দীর্ঘায়িত করতে হবে। আবার কোন কোন স্থানে— যেসব আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় নিরেট বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে ওই রীতি অনুসরণ না করে বাংলা ভাষার প্রচলিত রীতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

س، ث، م -এ তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণ না থাকায় বর্ণ তিনটিরই জন্য শুধু (স) লিখা হয়েছে। আর ز، ج ও ح (ح) জন্যও একই কারণে শুধু (য) ব্যবহৃত হয়েছে। ح ও ه (ه) হরফ দুটির পরিবর্তেও শুধু (হ) ব্যবহার করা হয়েছে।

সুতরাং এ হরফগুলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'মাখারাজগুলো' (উচ্চারণ স্থল) 'র পার্থক্য কোন ভালো ক্বারীর নিকট থেকে শিখে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

বলা বাহুল্য, 'কান্‌যুল ইমান' হচ্ছে— পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর অনুবাদ, যা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কুদ্দিসা সিররুহ লিখেছেন। বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আ'লা হযরতকেই অনুসরণ করা হয়েছে। আর 'নূরুল ইরফান' হচ্ছে 'সংক্ষিপ্ত তাফসীর' বা টীকা আকারে লিখিত; যা লিখেছেন—

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। এর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে মূল উর্দুকে অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে Footnote আকারে আমার পক্ষ থেকে কিছু কথা বর্দ্ধিত করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে উল্লেখিত 'কান্‌যুল ইমান'-এর অনুবাদকে 'নূরুল ইরফান'-এ কিছুটা সহজ করার চেষ্টা করেছে। 'খাযাইনুল ইরফান'-এর পরবর্তী সংস্করণেও এ বঙ্গানুবাদই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করবো— ইনশা আল্লাহ।

তাছাড়া, 'তাফসীর-ই নূরুল ইরফান' যেসব বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সেগুলোর কয়েকটা নিম্নরূপ :

এ'তে—

- ক. তরজমা কান্‌যুল ইমানের যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে।
- খ. প্রায় প্রতিটি আয়াতের শানে নুযূল উল্লেখ করা হয়েছে।
- গ. অধিকাংশ আয়াত থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে।
- ঘ. ফিক্‌হ ও আক্বাইদ বিষয়ক মাসাইল যুক্তি-প্রমাণ সহকারে

ব্যক্ত হয়েছে।

- ঙ. ফিক্‌হ ও আক্বাইদের জটিল-কঠিন বিষয়াদিকে অতি সহজে ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় বুঝানো হয়েছে।
- চ. সম-সাময়িক প্রায় সব বাতিল-মতবাদের সম্প্রমাণ খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে খারেজী, রাফেযী (শিয়া) কুদিয়ানী অন্যতম।
- ছ. ব্রাহ্মণ্যবাদ, খ্রীষ্ট ও ইহুদীবাদসহ অন্য ধর্মগুলোর সাথে পূত-পবিত্র ইসলামী আক্বীদা ও অনুশাসনগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।
- জ. বর্তমান বিশ্বের বহু সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানও দেওয়া হয়েছে এ তাফসীরে।
- ঝ. মূল কিতাবের ভাষা যেহেতু প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য, সেহেতু বঙ্গানুবাদ সহজপাঠ্য হয়েছে।
- ঞ. বঙ্গানুবাদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় টীকার ক্রমানুসারে সংশ্লিষ্ট তাফসীর বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- ট. সর্বোপরি শরীয়তসম্মত পন্থায় ও তাজভীদের নিয়মাবলীর যথাসম্মত অনুসরণ করে অতি সতর্কতার সাথে আরবী আয়াতগুলো ও সেগুলোর বাংলা উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং এ গ্রন্থে একজন পাঠকের জন্য রয়েছে একসাথে— পবিত্র কোরআনের মূল আরবী আয়াতসমূহ, এর নিম্নভাগে সেগুলোর প্রায় কাছাকাছি বাংলা উচ্চারণ, সঠিক বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ইত্যাদি।

বাকী রইলো মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়। 'কান্‌যুল ইমান' সহ 'নূরুল ইরফান' সর্বমোট ১৮০০ (এক হাজার আটশ') পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হয়েছে; যা কোন মতেই এক খণ্ডে প্রকাশ করা যায় নি, তাই অন্ততঃ দু'খণ্ডে প্রকাশ করার প্রয়াস পেলাম। সুপাঠ্য আরবী হরফে আয়াতগুলো যথাযথভাবে সংযোজন করাসহ অনুবাদ, নিরীক্ষণ, কম্পোজ ও মুদ্রণ বর্তমানকার দুর্মূল্যের যুগে এক বিরাট খরচের ব্যাপার। একাগ্রচিত্তে দীর্ঘসময়ের জন্য আত্মনিয়োগের ব্যাপার তো আছেই। আল্লাহ পাকের দয়ার উপর নির্ভর করে এ অধম দেশ-বিদেশের যাবতীয় ব্যস্ততা বাদ দিয়ে শুধু এ কাজটিতে সার্বক্ষণিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়েছেন আমার একান্ত বন্ধু স্বনামধন্য আলিমে দ্বীন জনাব মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক মাওলানা কাজী কামরুল আহসান ও মাওলানা মুহাম্মদ জাভেদ ইকবাল। আয়াতগুলো এর বাংলা উচ্চারণ নিরীক্ষণ করেছে স্বনামধন্য হাফেয ক্বারী মুহাম্মদ

ফোরকান উদ্দীন।

উল্লেখ্য, এ তফসীর গ্রন্থটির বেশির ভাগ অনুবাদ সম্পন্ন করেছি দুবাইতে ব্যবসা-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে। সেখানে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন- আমার অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী জনাব মাওলানা লোকমান হাকীম, হাফেজ কুরী মাওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব, আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল কবীর চৌধুরী। আর দেশে নানাভাবে উৎসাহ দান ও সহযোগিতা করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শুভাকাঙ্ক্ষী আলহাজ্ব সাইয়্যেদ মাওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী ও আমার স্নেহস্পন্দ ড. মোহাম্মদ আবদুল অদূদ (সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)। পারিবারিকভাবেও আমি এ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ বরকতময় কাজে যেই সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি তাও স্বরণ রাখার যোগ্য। গ্রন্থটির সুকঠিন কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে দীর্ঘ ধৈর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সুহৃদ মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন নিও কনসেন্ট (প্রাই) লিমিটেড-এর সম্মানিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আতিকুল ইসলাম চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। সর্বোপরি, গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশনার মানবৃদ্ধি করেছেন- যারা সদয় হয়ে অতিমত দিয়েছেন।

বাকী রইলো বিরাট আর্থিক সহযোগিতার বিষয়। সত্য বলতে কি এই প্রকাশনা ও আনুসঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমি আমাদের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী, ক্বোরআন প্রেমিক, বিন্দ্যানুরাগী, ধীন ও মাযহাবের প্রতি একান্ত দরদী দানবীর ব্যক্তিদের সহযোগিতা কামনা করি। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে যেসব ভাগ্যবান ব্যক্তি বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের নাম আমি বিশেষ একটা পৃষ্ঠায় 'আমরা যাদের কাছে কৃতজ্ঞ' শিরোনামে সংরক্ষণ করেছি। বলা বাহুল্য, তাঁদের একান্ত বদান্যতায় আজ এ পবিত্র গ্রন্থখানি সম্মানিত বাংলাদেশী পাঠক সমাজের হাতে উপস্থাপন করা সহজতর হয়েছে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁদের সবার জন্য আন্তরিক দো'আ ও প্রার্থনা রইলো ও থাকবেই। ইনশাআল্লাহ! তাঁরা এর মহা প্রতিদান 'সাদুকাহ-ই জারিয়া হিসেবে পেতেই থাকবেন। এখানে আরো একটি কথা না বললে চলে না। তা হচ্ছে- উপরোক্ত দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতার ফলে বিরাট অষ্টের ভতুর্কি দিয়ে অতি সুলভ মূল্যে গ্রন্থখানা পাঠকদের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আরো যারা সহযোগিতা দিলেন তাঁরা হলেন- আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুস্তাদ শেরে মিল্লাত, শায়খুল হাদীস, মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী সাহেব (বাংলাদেশ), আলহাজ্ব মাওলানা মুমতাজুল হক (দুবাই), আলহাজ্ব হাফেজ আমীন (দুবাই), আলহাজ্ব শাহ আলম (আবুধাবী), মাহবুবুল আলম আল-ক্বাদেরী (আবুধাবী) ও আজ্জুমানে খোদামুল মুসলেমীন'-এর আবুধাবী ও আল-আইনস্থ কর্মকর্তাগণ, মুসাফফাহ শিল্প এলাকার জনাব মুহাম্মদ আইয়ুব (প্রোপ্রাইটর, মুহাম্মদ আইয়ুব ষ্টীল এণ্ড ওয়েল্ডিং), আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম ও জনাব মুহাম্মদ

আলমগীর এবং শফিউল বশর (দুবাই) প্রমুখ। আর দুবাইস্থ বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থার সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া, আরো অনেকে আছেন, যারা একমাত্র আল্লাহরই ওয়াস্তে পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান প্রসারের পরম্পরায় কাজ করেছেন ও সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের জন্য পরম করুণাময়ের কাছে দো'আ করছি- যেন তাঁদেরকে এর প্রতিদান দ্বারা ধন্য করেন। আমীন!

বলা বাহুল্য, মুদ্রণের ক্ষেত্রে সিহংভাগ ব্যয় হয় কাগজে। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে সুলভে কাগজ সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছেন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান টিকে পেপার ইণ্ডস্ট্রিজের মালিক শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ্ব আবুল কালাম সাহেব। এ ক্ষেত্রে বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন জনাব আখতার উদ্দীন আহমদ, জনাব ফয়জুল মতীন ও আমার শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব নৈয়দ মাওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী সাহেব, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এর প্রতিদান দিয়ে উত্তম জাহানে ধন্য করুন। আমীন!

এ বিরাটাকার গ্রন্থকে বিতরুভাবে সুপ্রিয় পাঠক সমাজের সমীপে পেশ করার ক্ষেত্রে আশ্রয় চেষ্টা চালিয়েছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এসব প্রমাদের জন্য প্রথমে পরম ক্ষমাশীল নয়াময় আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতঃপর, সুপ্রিয় পাঠক সমাজের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি যেনো তাঁরা ক্ষমা সুন্দর সৃষ্টিতে দেখেন এবং গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়নের সুযোগ দান করেন।

পরিশেষে, ধীন-মাযহাবের খিদমতের বিশাল পরিসরে আমাদের ক্ষুদ্র ও নগণ্য খিদমত পরম করুণাময় আল্লাহ জালাশানুহ ও তাঁর হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে ক্ববুল হোক এবং তা আমাদের সবার জন্য নাজাতের মহান ওসীলা হোক, আর এ ধরনের বরকতময় খিদমত যাতে অব্যাহত রাখতে পারি, তজ্ঞা তাওফীক্ব দিন! আমীন!! সুম্মা আমীন!!

বিহ্বরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান